# পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি)
# Pourashava Development Plan (PDP)

## ভবানীগঞ্জ পৌরসভা

মার্চ-২০২২
**March- 2022**

ফোনঃ ০৭২২২৫৬০৫৫, ফ্যাক্সঃ ০৭২২২৫৬০৫৫

**website: www.bhawanigongpourashaba.org**

# ১. ভূমিকা
# Introduction

## ১.১ প্রেক্ষাপট
## Background

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পৌরসভা হলো স্থানীয় সরকার কাঠামোর অন্যতম উন্নয়ন প্রতিনিধি। তৃনমূল পর্যায়ে ইহা একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও বটে। প্রাচীন জনপদেও নগরের পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, রাস্তা সংস্কার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নগররাষ্ট্র বা পৌরসভার অবদান অতীব পুরাতন। প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্র থেকে শুরু হয়ে বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পৌরসভাসমূহ স্থানীয়ভাবে অর্থ উপার্জন, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাকরনে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের অন্যতম স্তর হলো পৌরসভা ।

রাজধানী শহর ঢাকা হতে প্রায় ২৬০ কি: মি: উত্তর-পশ্চিমে ও জেলা শহর রাজশাহী হতে প্রায় ৪০ কিঃমিঃ উত্তরে এ পৌরসভার অবস্থান। এর উত্তর সীমান দ্বীপপুর ও বড় বিহানলী ইউনয়ন পরিষদ, উত্তর পশ্চিমে কাচারীকোয়লী পাড়া ও পশ্চিমে বাসুপাড়া ও ইউনিয়ন পরিষদ, দক্ষিন দিকে বাগমার থানা ও শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ এবং পূর্বে মাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ । ৪টি উপজেলা শহর যথাক্রমে পুঠিয়া, দুর্গাপুর, আত্রাই এবং মান্দা এর জনসাধারণ অত্র পৌরসভায় প্রতিনিয়ত ব্যবসা-বানিজ্যের কাজে আসা যাওয়া করে। পার্শ্ববর্তী জেলা শহর নওগাঁ হতে এর দূরত্ব যথাক্রমে প্রায় ৪০ কি:মি:। ভৌগলিক ভাবে এটি ২৪'৫৮" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮'৮২" পুর্ব দ্রাঘিমাংশ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত।

## ১.২ পৌরসভার পটভূমি
## Context of Pourashava

২০০০ সালের ১২ জুলাই তারিখে ঐতিহ্যবাহী ভবানীগঞ্জ পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কালের পরিক্রমায় যাহার বর্তমান বয়স ২২ বছর চলমান। ভবানীগঞ্জ পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আঞ্চলিক বিদ্রোহের কারনে অঞ্চলটি তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার একটি প্রাচীনতম জনপদ হিসাবে সুপরিচিত ছিল। পৌরসভা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই দ্রুত ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে এবং সরকারি বেসরকারি অফিস স্থাপিত হতে শুরু হয়।
এসব প্রশাসনিক ও বিচারিক অফিস আদালত স্থাপনের ফলে পৌরসভা স্থাপনের পূর্ব থেকেই এ জনপদের অধিবাসীরা সামান্য হলেও আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের ধারনা পেতে শুরু করে। বর্তমানে যাহার আয়তন প্রায় ১০.০০ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ২২,৯৮২ জন, ওয়ার্ড সংখ্যা ০৯ (নয়) টি এবং মহল্লা ২৩ টি।

১২জুলাই ২০০০ সালো গেজেটে প্রকাশিত ২৫ জুলাই ২০০০ সাল স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তি বর্গের আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় নাগরিকদের উত্তম সেবা ও উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার গঠিত হয়। "ক" শ্রেণীর তালিকা ভূক্ত হয় পৌরসভাটি ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং তারিখে। যাহার মোট আয়তন ১০.০০ বর্গ কি:মি: ওয়ার্ড সংখ্যা ০৯ টি এবং মহল্লা সংখ্যা ২৩ টি এবং বর্তমান জন সংখ্যা ২২,৯৮২ জন । ৯ জন নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ৩ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর (মহিলা) এবং ১ জন নির্বাচিত মেয়রের নেতৃত্তে পৌরসভার সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনার জন্য যে অফিস ঘর ছিল তার ভিতরে বর্তমানে উক্ত অবস্থানেই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জমির অভাবে দির্ঘদিন যাবৎ পৌর অফিস ভবন নির্মাণ করা

সম্ভব হয় নাই। জমি সংস্থানের মাধ্যমে সরকারী বরাদ্দের ভিত্তিতে পৌরভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, কালের পরিক্রমায় পৌরসভার জনবল কাঠামো পরিবর্তন ও জনবল বৃদ্ধি জনিত কারনে পৌরভবনের অভাবে বর্তমানে সুষ্ঠভাবে নাগরিক সেবা প্রদানে ব্যহত হচ্ছে। পৌরসভার নিজস্ব আয় কম হওয়ায় সব সময়েই সরকারের বরাদ্দের উপর পৌরসভাকে নির্ভর করতে হয়। পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের পরিমানও খুবকম। পৌরসভা পরিচালনায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের খুবই অভাব। পৌরসভার ভূমি ব্যবহারের জন্য কোন Land Use Plan নেই। অপরিকল্পিত ও দ্রুত নগরায়ন বসবাসকারী জনগনের জন্য ব্যাপক অবকাঠামো সহ নাগরিক সেবার চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে।

## ১.৩ পিডিপি সম্পর্কিত ধারণা

## Overview of PDP

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর ধারা ৫০ (গ) এবং দ্বিতীয় তফশিলের ৩২, ৩৩ ও ৩৪ ধারানুযায়ী পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, জমির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও জমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করার বিধান আছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী পৌর এলাকার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনসেবামূলক এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরন সম্বলিত জরিপ, পৌর এলাকার কোন স্থানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি তথ্য নিয়ে একটি পরিকল্পনা করা হয় যা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বা পিডিপি নামে পরিচিত। পিডিপি হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা যাতে পৌর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে চাহিদা চিহ্নিত করতঃ অগ্রাধিকার তালিকা নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রণীত এবং যা কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। পিডিপিতে সুশাসন ও সুপরিকল্পিত নগরায়নের নিমিত্ত্বে পৌরবাসীর চাহিদা মোতাবেক জনস্বাস্থ্য (আবর্জনা অপসারন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, পাবলিক টয়লেট নির্মান, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ইত্যাদি), পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন, বাজার স্থাপন, কসাইখানা নির্মান, রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, বৃক্ষরোপন, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন এবং বিদ্যুতায়নসহ সমস্ত কাজের পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ আছে। ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন 'ভিশন' এবং মধ্যম ও স্বল্প মেয়াদী ও উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয়ে একটি PDP (পিডিপি) প্রণয়ন করা হচ্ছে। পিডিপি প্রস্তত ও প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে অভিপ্রায়সমূহ নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

(ক) দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন 'ভিশন' ও উন্নয়ন কৌশল এবং মধ্যম ও স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়নের সামর্থ অর্জন;

(খ) সুশৃঙ্খল আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে একই ধরনের মাপকাঠি অনুসরণ, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করণ, কর্ম সম্পাদনার মানদন্ড নির্ধারণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার প্রবর্তন করা;

(গ) ভবানীগঞ্জ পৌরসভা তাদের নিজেদের দ্বারা নিজেদের পরিকল্পনা তৈরী, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং প্রবর্তন এবং কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি;

(ঘ) অবকাঠামো ও সেবাসমূহ উন্নয়নের সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সমন্বিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ধারা প্রবর্তন;

(ঙ) কমিউনিটির চাহিদা মোতাবেক অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মহিলা, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার নির্ণয়ে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও নাগরিক সংস্কৃতি ('সিভিক কালচার') প্রবর্তন;

(চ) উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরে জেন্ডার বিষয় সমন্বিত করতঃ জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল ধারায় জেন্ডার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিকরণ; এবং

(ছ) CBO, WLCC ও TLCC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠির পর্যাপ্ত ও যথার্থ অংশগ্রহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ তাদের অংশগ্রহণে PRAP প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সমন্বিত করা।

## ১.৪ পিডিপি প্রনয়ণের উদ্দেশ্য
## (Objectives of PDP Preparation)

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করত: পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করাই পিডিপি প্রনয়ণের প্রধান উদ্দেশ্য। পিডিপি এমন একটি উন্নয়ন পরিকল্পনার পুস্তিকা যেখানে পৌরসভার সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ থাকবে। পৌর এলাকার বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর প্রত্যাশা বাস্তবায়নের জন্য ভবানীগঞ্জ পৌরসভা স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে একটি পিডিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। পিডিপি প্রনয়নের বর্তমান ধারনা বাংলাদেশের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এবং পৌরসভার বিদ্যমান দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পিডিপি তৈরীর নির্দেশিকার সার্বিক বিষয় বিবেচনায় এনে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার জন্য দীর্ঘমেয়াদী একটি পিডিপি প্রনয়ণ করা হয়েছে। পিডিপির মাধ্যমে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও সংস্কার কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে এলজিইডি, পৌরসভা ও বিভিন্ন দাতা সংস্থা হতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার সুযোগ পাওয়া যাবে।

**পিডিপি প্রনয়ণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ**

১। পৌর এলাকাকে আবাসিক, বানিজ্যিক, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও উম্মুক্ত স্থান হিসেবে ভাগ করে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করা।
২। বর্জ্য পদার্থ অপসারন ও কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসনের স্থান নির্ধারনপূর্বক পরিকল্পনা গ্রহন।
৩। ভবানীগঞ্জ পৌরবাসীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ;
৪। ভবানীগঞ্জ পৌরসভার নাগরিকদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক ভৌত-অবকাঠামো নির্মাণ ও সেবার মান বৃদ্ধিকরণ;
৫। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং
৬। দেশের সকল নগর উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা ও পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক নগর উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
৭। সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা ও সেনিটেশন কার্যাবলীর উপর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

# ২. পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়া
# Process of PDP Preparation

## ২.১ পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ঃ
## Steps for Processing PDP Preparation

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা, যা পৌর জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিত করে চাহিদা চিহ্নিত করতঃ অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রণীত এবং কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাবনা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন দর্শন এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী কৌশল নির্ধারণ, সুশৃঙ্খল আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, অগ্রাধিকার নিরূপণে একই ধরণের মাপকাঠির ব্যবহার, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মদক্ষতার মাইলফলক স্থাপন ছাড়াও নিজেরাই নিজেদের প্রকল্পের 'প্ল্যান' প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ, উন্নত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং উন্নত পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি ইত্যাদি পিডিপি প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণের মূল অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য।

**পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় নিম্নরূপ ধাপসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে ঃ**

| মূল ধাপসমূহ | | প্রক্রিয়াসমূহ |
|---|---|---|
| **ধাপ-১ ঃ** | প্রস্তুতি ধাপ (Preparatory Phase) | ▪ 'ইনসেপশন ওয়ার্কশপ' আয়োজন<br>▪ পৌরসভা পর্যায়ে 'কোর গ্রুপ' গঠন করা<br>▪ টিএলসিসি (TLCC) গঠন<br>▪ ডব্লিউএলসিসি (WLCC) গঠন |
| **ধাপ-২ ঃ** | বাস্তব অবস্থা নিরূপণ (Situation Assessment) | (ক) স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ<br>(খ) বিদ্যমান অবস্থার সমীক্ষা ঃ<br>● বেজলাইন তথ্য সংগ্রহ (সেকেন্ডারী সোর্স)<br>● ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)<br>● পোভার্টি ম্যাপিং, মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ |
| **ধাপ-৩ ঃ** | পৌরসভার উন্নয়ন দর্শন প্রণয়ন | ▪ ওয়ার্ড ভিশনিং<br>▪ পৌরসভার সামর্থ ও দুর্বলতা এবং সুযোগ ও হুমকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)<br>▪ পৌরসভা পর্যায়ে ভিশনিং<br>▪ অগ্রাধিকার নির্ধারণ |
| **ধাপ-৪ ঃ** | পৌসভার উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন | ▪ সার্বিক উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ<br>▪ অগ্রাধিকার নির্ণয়, প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই |

| | | |
|---|---|---|
| **ধাপ-৫ ঃ** | আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুত | পৌরসভার আর্থিক চিত্রঃ<br>▪ রাজস্ব আয় ও ব্যয় বিশ্লেষণ<br>▪ মোট দেনা নির্ধারণ<br>▪ ব্যয় নির্ধারণ ও সেক্টর পরিকল্পনা (Sector Planing) প্রস্তুত<br>▪ আর্থিক ক্রিয়া পদ্ধতি (Financial Operating) প্রণয়ন |
| **ধাপ-৬ ঃ** | পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার (Governance Reform) এবং প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ ও দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন | ▪ পৌরসভা পর্যায়ে জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (GAP) প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ<br>▪ পৌরসভা পর্যায়ে দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ<br>▪ দক্ষতা বৃদ্ধির এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন |
| **ধাপ-৭ ঃ** | পরিবেশ এবং পুনর্বাসন নির্দেশিকা অনুসরণ | ▪ পরিবেশ সংক্রান্ত এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন (প্রয়োজন হলে)<br>▪ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্ল্যান প্রণয়ন<br>▪ পুনর্বাসন এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন (প্রয়োজন হলে) |
| ধাপ-৮ ঃ | খসড়া পিডিপি দলিলের বৈধতা দান ও অনুমোদন | ▪ স্টেকহোল্ডারদের সাথে মত বিনিময়<br>▪ দলিলের চুড়ান্ত রূপ প্রদান |

## ২.২ পিডিপির ব্যপ্তি ঃ
### Scope of PDP

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাধারণভাবে ৩টি অংগের সমন্বয়ে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণীত হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

(ক) অবকাঠামো ও সেবা সরবরাহ উন্নতিকরণের আওতায় নগর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পৌর আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়াও অন্যান্য পৌর সুবিধাদি যথাঃ গ্রোথ সেন্টার, পৌর মার্কেট,বাস/ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং এলাকা, কাঁচা বাজার, কসাইখানা, শিক্ষামূলক পৌর শিশু পার্ক, শিল্প পার্ক, আবাসন সুবিধা, নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ভবানীগঞ্জ পৌর ভবনের অসমাপ্ত কাজ, সড়ক বাতি, সোলার লাইট, পাবলিক টয়লেট, নিরাপদ পানি সরবরাহ, কাউন্সিলরদের অফিস বিল্ডিংসহ কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার, বস্তি উন্নয়ন, সুইপার কলোনী, বর্জ্য অপসারনের স্থান নির্ধারন, ডাস্টবিন নির্মাণ, যাত্রী ছাউনী, বৃক্ষ রোপন, যানবাহন ও নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন, কমিউনিটি সেন্টার/অডিটোরিয়াম নির্মাণ (ইন্টেরিয়র ডিজাইন, লাইট ও সাউন্ড সিস্টেমসহ), নগরের প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য ও জলাধারসহ অন্যান্য নাগরিক বিনোদন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বস্তিবাসীদের জন্য মৌলিক সুবিধা প্রদানসহ নগর পরিবেশের উন্নয়ন।

(খ) আর্থিক পরিকল্পনার আওতায় ভবানীগঞ্জ পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ (Review) এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী এবং

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির আওতায় ভবানীগঞ্জ পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ পৌরসভার সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল নিয়োগ এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী বা Urban Governance Improvement Action Plan (UGIAP) বাস্তবায়ন করা হবে।

**এ ছাড়াও নিম্নোক্ত দলিলসমূহ অত্র পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ঃ**

(ক) নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী বা Urban Governance Improvement Action Plan (UGIAP)
(খ) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা বা Poverty Reduction Action Plan (PRAP)
(গ) জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বা Gender Action Plan (GAP)

# ৩. ভবানীগঞ্জ পৌরসভার বিবরণ

## ৩.১ ভবানীগঞ্জ পৌরসভার গঠন
## Constitution of Bhowanigonj Pourashava

১৯৯৮খ্রি ১৫ ডিসেম্বর তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব এ,এস,এইচ, কে সাদেক ও গণ্যমান্য ব্যাক্তি বর্গের আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় নাগরিকদের উত্তম সেবা ও উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার গঠিত হয়। "গ" শ্রেণীর তালিকা ভূক্ত পৌরসভাটি "খ" শ্রেণীতে উন্নীত হয় ২৪-১২-১৯৮৭ ইং তারিখে এবং "খ" শ্রেণী থেকে "ক" শ্রেণীতে উন্নীত হয় ২০-০৫-১৯৯৩ ইং তারিখে। যাহার মোট আয়তন ১৩.৯৯ বর্গ কি:মি: ওয়ার্ড সংখ্যা ০৯ টি এবং মহল্লা সংখ্যা ৪১ টি এবং বর্তমান জন সংখ্যা ২৬২২৯ জন । ৯ জন নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ৩ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর (মহিলা) এবং ১ জন নির্বাচিত মেয়রের নেতৃত্বে পৌরসভার সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

পৌরসভার সার্বিক কাজ ও যে কোন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় ভবানীগঞ্জ পৌর এলাকায় অবস্থিত পৌর ইনস্টিটিউট এর কার্যকরী কমিটি, নাগরিক কমিটি, ভবানীগঞ্জ সাংস্কৃতিক সংসদ (বেসাস), শিক্ষক সমিতির সকল প্রতিনিধি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, বণিক সমিতির সদস্য, প্রেস ক্লাবের সদস্য, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত ও পৌরসভার বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্য, বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর সদস্য, ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে গঠিত ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WLCC) এর সদস্য, মেয়রের নেতৃত্বে গঠিত নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাদের মতামত গ্রহন করা হয় । ভবানীগঞ্জ পৌরসভা নিম্নের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

(ক) সংস্কৃতি ও ক্রীড়া:- পৌর এলাকায় সংস্কৃতি ও ক্রীড়ার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার পৃষ্টপোষকতা এবং অর্থায়নে পৌর পাবলিক লাইব্রেরি কাম রিসার্স ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে কবিতা আবৃত্তি, জনগণের মুখোমুখি জবাবদিহিতা মূলক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সভা সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন, ম্যাগাজিন প্রকাশসহ বিভিন্ন সামাজিক ভূমিকা পালন করে আসছে। ভবানীগঞ্জ ক্লাব এর মাধ্যমে দেশী ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরীকরণের জন্য প্রতিযোগিতা মূলক ফুটবল টুর্নামেন্ট, ব্যাড মিন্টন, ক্রিকেট, ভলিবল, সাঁতারসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও বাঙ্গালির সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য লালন করার নিমিত্তে বর্ষবরণ উৎসব পালন করা হয়। ভবানীগঞ্জ সাংস্কৃতিক সংসদ (বেসাস)- এর মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার লক্ষ্যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, নাটক মঞ্চায়ন, নৃত্য প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

(খ) শিক্ষা:- পৌর এলাকায় শিক্ষার মানোন্নয়নের কথা বিবেচনা করে গরীর- মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, নিরক্ষর মানুষের শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে পুরস্কার প্রদান, শিক্ষকদের প্রশিক্ষন ও বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন, কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা, পৌর এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নসহ শিক্ষা উপকরণাদি সরবরাহ করা হয়।

(গ) স্বাস্থ্য সেবা:- পৌরবাসীর উন্নততর নিরাপদ স্বাস্থ্য সেবার কথা চিন্তা করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা, মশক নিধন, অ-স্বাস্থ্যকর পায়খানা অপসারণ করতঃ তথায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন, পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহসহ সুস্থ নাগরিক জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসুচী গ্রহণ করা হয়।

(ঘ) পরিবেশ:- প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষ রোপন অভিযান পরিচালনাসহ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা, পরিকল্পিতভাবে বায়ূ দূষণ প্রশমন, শিল্প ও যাবাহনজনিত পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধ, শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিত্যক্ত ময়লা আবর্জনা অপসারন, বেওয়ারিশ লাশ দাফন, প্রাণির মৃতদেহ অপসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়।

(চ) দারিদ্র হ্রাসকরণ:- বেকার ও কর্মহীন যুবক/যুবতীদের আত্নকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কারিগরী বিষয়ে প্রশিক্ষনদান করতঃ হাঁস মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ও গবাদী পশু পালনের জন্য নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন, রিক্সা ও ভ্যানগাড়ী সরবরাহ করা হয়। তাছাড়াও জমি অধিগ্রহণ পূর্বক ভবানীগঞ্জ র হারানো ঐতিহ্য পূনরুদ্ধারের লক্ষে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পূনর্বাসনের জন্য মার্কেট, নতুন নতুন হাট-বাজার, বিসিক ও শিল্পপার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

(ছ) দূর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন:- দূর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে সমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক সংগঠনের সমন্বয়ে নাগরিক সভা সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, জবাবদিহীতা মূলক জনগনের মুখোমুখি অনুষ্ঠান, প্রাতিষ্ঠানিক দূর্নীতি রোধ কল্পে অভ্যন্তরীন হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

(জ) নারীর ক্ষমতায়ণ:- নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ণ, নারী আইনের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণসহ নারীর অধিকার সংরক্ষনের নিমিত্বে ইতোমধ্যেই অত্র পৌরসভার বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিতে নারীদের সদস্যা হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করে নারী পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া তাদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহন করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়।

(ঝ) আইন শৃঙ্খলা:- আইন শৃঙ্খলার অভূতপূর্ব উন্নতি ছাড়া কোন জাতির জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন তথা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। তাই পৌরসভার পৃষ্টপোষকতা ও অর্থায়নে পৌর এলাকার আইন শৃংখলার উন্নতির জন্য ওয়ার্ড কমিউনিটি পুলিশিং, বাজার কমিউনিটি পুলিশিং, পৌর কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই কমিটি সমাজের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিতকরণসহ কোন কোন ক্ষেত্রে শালিসী বৈঠকের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করে থাকে। ফলশ্রুতিতে পৌর এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

## ৩.২ পৌরসভার কার্যালয়
## Pourashava Office

ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনার জন্য যে অফিস ঘর ছিল তার ভিতরে বর্তমানে উক্ত অবস্থানেই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জমির অভাবে দির্ঘদিন যাবৎ পৌর অফিস ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। জমি সংস্থানের মাধ্যমে সরকারী বরাদ্দের ভিত্তিতে পৌরভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, কালের পরিক্রমায় পৌরসভার জনবল কাঠামো পরিবর্তন ও জনবল বৃদ্ধি জনিত কারনে পৌরভবনের অভাবে বর্তমানে সুষ্ঠভাবে নাগরিক সেবা প্রদানে ব্যহত হচ্ছে।

পৌরসভার কার্যালয়

## ৩.৩ পৌরসভার অবস্থান

রাজধানী শহর ঢাকা হতে প্রায় ২৬০ কি: মি: উত্তর-পশ্চিমে ও জেলা শহর রাজশাহী হতে প্রায় ৪০ কিঃমিঃ উত্তরে এ পৌরসভার অবস্থান। এর উত্তর সীমান দ্বীপপুর ও বড় বিহানলী ইউনয়ন পরিষদ, উত্তর পশ্চিমে কাচারীকোয়লী পাড়া ও পশ্চিমে বাসুপাড়া ও ইউনিয়ন পরিষদ, দক্ষিন দিকে  বাগমার থানা ও শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ এবং পূর্বে মাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ ।৪টি উপজেলা শহর যথাক্রমে পুঠিয়া, দুর্গাপুর, আত্রাই এবং মান্দা এর জনসাধারণ অত্র পৌরসভায় প্রতিনিয়ত ব্যবসা-বানিজ্যের কাজে আসা যাওয়া করে।

:

## ভবানীগঞ্জ পৌরসভার বেইস ম্যাপ

# ৩.৪ আর্থ-সামাজিক অবস্থা

## ৩.৪.১ ভূমির ব্যবহার (Land Use)ঃ

ইংরেজী ২০০০ সালের ১২ জুলাই প্রতিষ্ঠিত পৌরসভার মোট আয়তন প্রায় ১০.০০ বর্গ কি:মি: এবং লোক সংখ্যা ২২,৯৮২ জন। ভবানীগঞ্জ পৌরসভার ভূমির ব্যবহারের চিত্র নিম্নে **ছক-৪.১ ও ম্যাপ-৪.৪** এ বর্ণিত হল।

**ছক-৩.১ঃ বর্তমান ভূমি ব্যবহার**

| ক্রমিক নং | মোট আয়তন (হেক্টর) | ভূমি ব্যবহারের ধরন | আয়তন (হেক্টর) | শতকরা হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| ১) | ২২৬৯.৪৬২ | কৃষি | ৬৮৬.৩০ | **৫৪.০৭** |
| ২) | | বাণিজ্যিক | ০.৩৬ | **০.০৩** |
| ৩) | | রাস্তা | ১২.৯৩ | **১.০২** |
| ৪) | | আম ও লিচু বাগান | ৫৫.৯৭ | **৪.৪১** |
| ৫) | | জলাশয় | ৯৪.১০ | **৭.৪১** |
| ৬) | | পান বরজ | ১০.২১ | **.৮০** |
| ৭) | | পাবলিক প্রশাসন | ০.০৫ | **০.০০০৩** |
| ৮) | | পল্লী এলাকা | ২৮৮.৭৮ | **২২.৭৫** |
| ৯) | | আবাসিক | ১২০.৭৬ | **৯.৫২** |
| | | মোট | ১২৬৯.৪৬ | ১০০.০০ |

## ৩.৪.২ এনজিও ও সামাজিক সংস্থার তালিকা

| ক্র. নং | সংস্থার নাম ও ঠিকানা/মোবাইল নং | রেজিঃ নং ও তারিখ | চলমান কার্যক্রম |
|---|---|---|---|
| ১ | পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন, ভবানীগঞ্জ বাজার, বাগমারা, রাজশাহী। মোবাইল নং-০১৭৭৭৭৯১৬৮৭ | | ----------- |
| ২ | ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ভবানীগঞ্জ বাজার, বাগমারা, রাজশাহী। | | ১। সামাজিক কার্যক্রম |
| ৩ | সততা সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লি:, ভবানীগঞ্জ বাজার, বাগমারা, রাজশাহী। মোবাইল নং-০১৭১৩৭৭২২০৩ | | |
| ৪ | মেসেন্জার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় ও সমিতি, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭১৭৭৯৭৬৯৬ | | ১। সামাজিক কার্যক্রম |
| ৫ | পল্লি উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭১৩৭৭০২১০ | | ১। শিক্ষা কার্যক্রম, ২। সামাজিক কার্যক্রম, ৩। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম |
| ৬ | বুরো বাংলাদেশ, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭৩৩২২০৭১৮ | | ---------------- |
| ৭ | রোরান রিকনষ্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন আর আর এফ, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং- | | ১। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ<br>২। সেলাই প্রশিক্ষণ |

| ক্র. নং | সংস্থার নাম ও ঠিকানা/মোবাইল নং | রেজিঃ নং ও তারিখ | চলমান কার্যক্রম |
|---|---|---|---|
| | ০১৭২০৫২৬২২৭ | | ৩। অন্যান্য প্রশিক্ষণ |
| ৮ | আশ্রয়, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। | | ১। দুঃস্থ নারীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, ২। ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ৩। স্বাস্থ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি। |
| ৯ | ই এস ডি ও, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭১৯৪৭০০৭২ | | ১। সামাজিক কার্যক্রম |
| ১০ | আত-তিজারা রাজশাহী লি:, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭৫০০৮১১৯৫ | | ১। কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম, ২। শিক্ষা কার্যক্রম, ৩। সামাজিক কার্যক্রম ৪। অন্যান্য |
| ১১ | উারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইনসুরেন্স কো: লি:, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭২৫৪৩২৪২৯ | | ১। শিক্ষা কার্যক্রম, ২। শিশু শ্রম কার্যক্রম, ৩। সামাজিক কার্যক্রম ৪। অন্যান্য |
| ১২ | আঁত-তাবারা রাজশাহী লি:, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭৩৩২৫৪২৬৮ | | ১। শিক্ষা, ২। সামাজিক ৩। অন্যান্য |
| ১৩ | টি এম এস এস, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭৩০৩২৫৫২০ | | ১। দরিদ্র রোগীদের সাহায্য প্রদান ২। বিনামুল্যে ঔষধ সরবরাহ ৩। চিকিৎসা সেবা |
| ১৪ | আশা, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭০০৯৯১৫৮ | | ১। সামাজিক কার্যক্রম |
| ১৫ | ডেলটা লাইফ ইনসুরেন্স কো: লি:, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭১৪৭৬৪৪৯৫ | | ১। ক্ষুদ্র ঋণ, ২। শিক্ষা ৩। অন্যান্য |
| ১৬ | ব্র্যাক, সূর্য্যপাড়া, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭৩০০৪৮১৪৫ | | ১। সামাজিক কার্যক্রম |
| ১৭ | যমুনা ঋণদান সমবায় সমিতি লি:, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭৩০৯৮৩৩১৯ | | ১। সামাজিক কার্যক্রম |
| ১৮ | সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭২৩৬০৬০৭০ | | ১। সামাজিক কার্যক্রম |
| ১৯ | শতফুল বাংলাদেশ, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। | | ১। সামাজিক কার্যক্রম |
| ২০ | আশার আলো সমবায় সমিতি লি: ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭২৩১১৭৪১৯ | | ১। সামাজিক কার্যক্রম |
| ২১ | আলোর আশা সমবায় সমিতি লি:, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭১১৪১০৭২১ | | ১। সামাজিক |
| ২২ | আলোর সন্ধানে মানবিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি:, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭৩৬২৩৬৭৯৯ | | ১। সামাজিক |
| ২৩ | মেঘনা ডেভলপমেন্ট লি:, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭২৮৪০২৪৩৪ | | ১। সামাজিক |
| ২৪ | আমেনা ফাউন্ডেশন, চাঁনপাড়া, ভবানীগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭১৩৭৭০৩৩৭ | | ১। সামাজিক |
| ২৫ | মাতৃছায়া ইলেকট্র লি:, ভবানীগঞ্জ। | | ঋণদান প্রতিষ্ঠান |
| ২৬ | আল বায়া রাজশাহী লি:, ভবানীগঞ্জ। | | ১। হস্ত শিল্প।, ২। নার্সারী ৩। মৎস্য চাষ |
| ২৭ | নদী সঞ্চয় ও ঋণদানকারী সমিতি লি:, ভবানীগঞ্জ। | | ১। মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ |

| ক্র. নং | সংস্থার নাম ও ঠিকানা/মোবাইল নং | রেজিঃ নং ও তারিখ | চলমান কার্যক্রম |
|---|---|---|---|
| | | | ২। নৈশ বিদ্যালয়<br>৩। বৃক্ষরোপন, ও ৪। পরিবার-পরিকল্পনা। |
| ২৮ | আলোর বাংলা সমবায় সমিতি লিঃ, ভবানীগঞ্জ। | | ১। সামাজিক |
| ২৯ | আব্দুল্লাহ গ্লোবাল কন্‌সালচেন্স লিঃ ভবানীগঞ্জ। | | ১। গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান<br>২। চিকিৎসা সহায়তা করণ<br>৩। অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ড়দের সাহায্য করণ |
| ৩০ | সোনার বাংলা সমবায় সমিতি লিঃ, ভবানীগঞ্জ। | | ১। বয়স্ক শিক্ষা, ২। পরিবার পরিকল্পনা<br>৩। বনায়ন, ৪। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন |
| ৩১ | সাফল্য সঞ্চয় ও ঋণদানকারী সমিতি লিঃ, ভবানীগঞ্জ। | | ১। অন্ধদের স্থায়ী পুনর্বাসন<br>২। অন্ধদের ভিক্ষাবৃত্তি দুরীকরণ<br>৩। অন্ধদের কারিগরী প্রশিক্ষণ |
| ৩২ | আধুনিক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি লিঃ, ভবানীগঞ্জ। | | ১। এইচ আইভি এইডস সচেতনতা মূলক কর্মসূচী, ২। প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কর্মসূচী, ৩। পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম, ৪। নার্সারী। |
| ৩৩ | পয়েশ ঘোশ ডেভলপমেন্ট লিঃ, ভবানীগঞ্জ। | | ১। নারী কল্যাণ , ২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন৩। পরিবার পরিকল্পনা |
| ৩৪ | ভবানীগঞ্জ ক্লিনিক, ভবানীগঞ্জ। | | ১। বিনামুল্যে ডায়াবেটিক স্বাস্থসেবা ও চিকিৎসা প্রদান, ২। পরিবার পরিকল্পনা, ৩। দুস্থ কল্যাণ, ৪। নিরক্ষরতা |
| ৩৫ | মোহনা নাসিং হোম এ্যান্ড ডায়গনিষ্টিক সেন্টার, ভবানীগঞ্জ। | | ভবানীগঞ্জ জেলা ব্যাপী খেলাধূলা কার্যক্রম,<br>ক্লাবের উন্নয়ন সাধন, শিক্ষা মূলক কার্যক্রম। |
| ৩৬ | অরিন ইসলামী হাসপাতাল এ্যান্ড ডায়গনিষ্টিক সেন্টার, ভবানীগঞ্জ। | | ১। বেকারত্ব দুরীকরণ<br>২। স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা<br>৩। হাস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন |
| ৩৭ | জননী ডেন্টাল কেয়ার, ভবানীগঞ্জ। | | ১। সামাজিক |
| ৩৮ | গাফল্য ক্লিনিক এ্যান্ড ডায়গনিষ্টিক সেন্টার, ভবানীগঞ্জ। | | ১। নিরক্ষরতা দূরীকরণ<br>২। প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ<br>৩। স্যানিটেশন। |
| ৩৯ | আঁত-তাবার মডেল হাসপাতাল এ্যান্ড ডায়গনিষ্টিক সেন্টার, ভবানীগঞ্জ। | | ১। সামাজিক |
| ৪০ | মা ডায়গনিষ্টিক সেন্টার এন্ড ক্লিনিক, ভবানীগঞ্জ। | | ১। নকশী কাথা, বয়স্ক শিক্ষা<br>২। মৎস্য চাষ, যৌতুক প্রতিরোধ<br>৩। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা |

| ক্র. নং | সংস্থার নাম ও ঠিকানা/মোবাইল নং | রেজিঃ নং ও তারিখ | চলমান কার্যক্রম |
|---|---|---|---|
| ৪১ | স্বাধীন ক্লিনিক এ্যন্ড ডায়গনিষ্টিক সেন্টার, ভবানীগঞ্জ। | | ১। গ্রাম পর্যায়ভুক্ত আদিবাসীদের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যস্থার উন্নয়ন সাধন করা, ২। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা<br>৩। প্রশিক্ষণের |
| ৪২ | ভবানীগঞ্জ ডায়বেটিকস সেন্টার, ভবানীগঞ্জ। | | ১। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, বৃক্ষরোপণ<br>২। হাস মুরগি পালন, সেলাই শিক্ষা<br>৩। নারী ও শিশু অধিকার |
| ৪৩ | হাজেরা ডায়গনিষ্টিক সেন্টার, ভবানীগঞ্জ। | | ১। স্বনির্ভর অর্জন, সামাজিক অধিকার<br>২। নৈশ বিদ্যালয়, সেলাই শিক্ষা ৩। মৎস্য চাষ, হাস-মুরগী পালন, ৪। নার্সারী |
| ৪৪ | শিখা ক্লিনিক এ্যন্ড ডায়গনিষ্টিক সেন্টার, ভবানীগঞ্জ। | | ১। মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপণ<br>২। নৈশ বিদ্যালয়, সেলাই শিক্ষা<br>৩। হাঁস-মুরগী পালন |
| ৪৫ | জনতা ক্লিলিনিক, ভবানীগঞ্জ। | | ১। মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপণ, ২। নৈশ বিদ্যালয়, সেলাই শিক্ষা, ৩। হাস-মুরগী পালন |
| ৪৬ | ফাহিম ক্লিনিক এ্যন্ড ডায়গনিষ্টিক সেন্টার, ভবানীগঞ্জ। | | ১। পরিবার পরিকল্পনা<br>২। নৈশ বিদ্যালয়, সেলাই শিক্ষা<br>৩। হাস-মুরগী পালন |
| ৪৭ | আফরা ডায়গনিষ্টিক ও মেডিঃ ফার্মা, ভবানীগঞ্জ। | | ১। সামাজিক |

উৎস ঃ পৌরসভার নিজস্ব জরীপ ও সমাজসেবা'সমবায় কার্যালয়ের সহযোগীতা

## ৩. ৪.৩ সামাজিক চিত্র

প্রাথমিক পর্যায়ে ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় পরিচালিত নমুনা জরিপের জন্য ১০৭ টি পরিবার নির্বাচন করা হয়। উল্লেখ্য যে, পৌরসভার সকল ওয়ার্ডের হোল্ডিং সংখ্যা অথবা মোট পরিবার সংখ্যা অথবা সর্বশেষ আদমশুমারীর হিসেবে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে যাতে ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিবার সংখ্যা নির্বাচন করা হয় এবং এদের মধ্যে যাতে পৌরসভায় বসবাসরত সকল শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব থাকে তা নিশ্চিত করা হয়। এ হিসেবে ভবানীগঞ্জ পৌসভায় ১০৭ পরিবার জরিপের জন্য গ্রহণ করা হয়। অতএব পরবর্তী যে কোন বিশ্লেষণে এরূপ শ্রেণী বিভাগ বিবেচনায় রাখা বাঞ্ছনীয়। এখানে উল্লেখ যে, সীমিত সময়ে পরিবার জরিপ সম্পাদন করা সম্ভবপর না হওয়ায় ভবানীগঞ্জ পৌরসভার বর্তমান অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য ২০০৪ সালে পরিচালিত *আইএইচএস বেঞ্চমার্ক সার্ভে*র তথ্যকে ২০০১ থেকে ২০১১ সালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্বারা প্রক্ষেপণ করে ২০৩০ সালের প্রয়োজনীয় তথ্য বের করা হয়।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের বিস্তারিত বিবরণ ভবানীগঞ্জ পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিশেষণ প্রতিবেদনে দেখা যেতে পারে। নিম্নে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার আর্থ-সামাজিক অবস্থার কতিপয় চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

## ৩.৫ বস্তি ও ক্লাস্টারের দারিদ্র্যের চিত্র

ভবানীগঞ্জ পৌরসভা কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী উক্ত পৌরসভায় ৩ টি বস্তি ও ৩৬ টি ক্লাস্টার বিদ্যমান এবং অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দরিদ্র পরিবার বসবাস করছে। বস্তি এবং নগর দরিদ্র এলাকায় (ক্লাস্টার) বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা ৫৬৮২ জন। যা নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত হ'লঃ

**ছক-৩.২ঃ বস্তি ও নগর দরিদ্র এলাকার (ক্লাস্টার) সার-সংক্ষেপ**

| ক্র নং | বসবাসকারী এলাকার অবস্থান | বস্তি/ ক্লাস্টারের সংখ্যা | এলাকার আয়তন (একর) | আবাসিক পরিবার সংখ্যা | আবাসিক জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বস্তি | ০৩ | ১.৪৭ | ৫০ | ২৫২ |
| ২ | বস্তি বহির্ভুত নগর দরিদ্র এলাকা (ক্লাস্টার) | ৩৬ | ৪৬.৬৫ | ১০৭৮ | ৫৪৩৩ |
| **মোট** | | **৩৯** | **৪৮.১২** | **১১২৮** | **৫৬৮২** |

উৎস ঃ পৌরসভার নিজস্ব জরীপ ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়

অত্র পৌরসভায় অবস্থিত বিভিন্ন বস্তি ও নগর দরিদ্র এলাকার (ক্লাস্টার) তালিকা নিম্নরুপঃ

**ছক -৩.৩ঃ বস্তি ও নগর দরিদ্র এলাকার (ক্লাস্টার) তালিকা**

| ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | বস্তি/নগর দরিদ্র এলাকার (ক্লাস্টার) নাম | এলাকার ধরন (বস্তি/নগর দরিদ্র এলাকা) | আয়তন (একর) | মালিকানার ধরন | আবাসিক পরিবার সংখ্যা | আবাসিক জনসংখ্যা | | | পেশা | মাসিক আয়ের স্তর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | পুং | স্ত্রী | মৌট | | |
| ১ | ৫ | সুইপার কলোনী | বস্তি | ০.০৫ | নিজস্ব ও অন্যান্য | ০৫ | | | ২০ | | |
| ২ | ৬ | চাঁনপাড়া মধ্যপাড়া বস্তি | | ০.৭২ | ঐ | ২৫ | | | ১২৯ | | |
| ৩ | ৭ | সাদোপাড়া বস্তি | | ০.৭০ | | ২০ | | | ১০৩ | | |
| ৪ | ১ | কসবা দপ্তরিপাড়া | নগর দরিদ্র এলাকা (ক্লাস্টার) | ১.৬৫ | | ৫০ | | | ২২৮ | | |
| ৫ | ১ | ডাক্তা দর্জিপাড়া | | ১.৭২ | | ৪০ | | | ২০৫ | | |
| ৬ | ১ | ডাক্তা হঠাৎপাড়া | | ০.৬৮ | | ১৫ | | | ৭৬ | | |
| ৭ | ১ | কসবা বাগাতিপাড়া | | ০.৬৪ | | ১৫ | | | ৭৫ | | |
| ৮ | ২ | বিলাসবাড়ী | | ০.৭৪ | | ১২ | | | ৬০ | | |
| ৯ | ২ | মাঝিপাড়া | | ০.৬৮ | | ১০ | | | ৫২ | | |
| ১০ | ২ | উত্তর একডালা পশ্চিমপাড়া | | ০.৬৪ | | ১৫ | | | ৭৭ | | |
| ১১ | ২ | উত্তর একডালা নামোপাড়া | | ০.৬৫ | | ২৩ | | | ১২০ | | |
| ১২ | ২ | উত্তর একডালা মধ্যপাড়া | | ০.৮০ | | ১৫ | | | ৭৬ | | |

| ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | বস্তি/নগর দরিদ্র এলাকার (ক্লাস্টার) নাম | এলাকার ধরন (বস্তি/নগর দরিদ্র এলাকা) | আয়তন (একর) | মালিকানার ধরন | আবাসিক পরিবার সংখ্যা | আবাসিক জনসংখ্যা | | | পেশা | মাসিক আয়ের স্তর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | পুং | স্ত্রী | মৌট | | |
| ১৩ | ২ | ঋষিপাড়া | | ৩.৭০ | | ৭৫ | | | ৩৮৫ | | |
| ১৪ | ৩ | বিলবাড়ী | | ১.৪১ | | ৩০ | | | ১৫০ | | |
| ১৫ | ৩ | পাহাড়পুর | | ১.৪০ | | ৩০ | | | ১৪৮ | | |
| ১৬ | ৪ | দানগাছী মধ্যপাড়া পাবনা পট্টি | | ০.৩৮ | | ১৫ | | | ৭৫ | | |
| ১৭ | ৪ | সাজিপাড়া কালিতলা | | ০.৪২ | | ১৬ | | | ৮০ | | |
| ১৮ | ৪ | দানগাছী পাবনা পট্টি | | ০.৪০ | | ১৪ | | | ৭০ | | |
| ১৯ | ৪ | পাহাড়পুর ঋষিপাড়া | | ২.৩৯ | | ৫০ | | | ২২৫ | | |
| ২০ | ৫ | ভাবনীগঞ্জ হিন্দুপাড়া | | ২.৩৭ | | ৫০ | | | ২৫৫ | | |
| ২১ | ৫ | হেদায়েতিপাড়া | নগর দরিদ্র এলাকা (ক্লাস্টার) | ২.৪২ | | ৫০ | | | ২৫০ | | |
| ২২ | ৫ | ভাবনীগঞ্জ হাটচালা | | ০.৪৬ | | ১০ | | | ৪০ | | |
| ২৩ | ৬ | চাঁনপাড়া উত্তর-দক্ষিণপাড়া | | ১.৪৪ | | ৪০ | | | ২১০ | | |
| ২৪ | ৭ | খাজাপাড়া | | ০.৪৩ | | ১৫ | | | ৭৫ | | |
| ২৫ | ৭ | সাদোপাড়া | | ০.৪১ | | ১০ | | | ৫০ | | |
| ২৬ | ৭ | সূর্যপাড়া সাহাপাড়া | | ১.৩৫ | | ২৫ | | | ১২৫ | | |
| ২৭ | ৭ | সূর্যপাড়া বেঙ্গাপাড়া | | ২.৩৬ | | ৫০ | | | ২৫০ | | |
| ২৮ | ৭ | সূর্যপাড়া পশ্চিম মন্ডলপাড়া | | ১.৪৪ | | ২৫ | | | ১২৫ | | |
| ২৯ | ৭ | সূর্যপাা[ মুল্লাপাড়া | | ১.৫০ | | ৩০ | | | ১৫০ | | |
| ৩০ | ৭ | সূর্যপাড়া জিয়ারপাড়া | | ২.৪০ | | ৬০ | | | ৩১০ | | |
| ৩১ | ৭ | সূর্যপাড়া মেকাপাড়া | | ১.৪২ | | ২৮ | | | ১৪২ | | |
| ৩২ | ৭ | সূর্যপাড়া হঠাৎপাড়া | | ১.৪০ | | ২০ | | | ১০০ | | |
| ৩৩ | ৭ | সূর্যপাড়া পূর্বপাড়া | | ০.৫০ | | ২০ | | | ১০০ | | |
| ৩৪ | ৭ | সূর্যপাড়া ফকিরপাড়া | | ০.৭০ | | ৩০ | | | ১৫২ | | |
| ৩৫ | ৮ | হাজরাপাড়া | | ২.৬০ | | ৭০ | | | ৩৬০ | | |
| ৩৬ | ৮ | নাজিরপুর | | ২.৬৫ | | ৬০ | | | ৩৩২ | | |
| ৩৭ | ৯ | কর্নিপাড়া | | ১.১০ | | ২৫ | | | ১২৫ | | |
| ৩৮ | ৯ | জানিপুর | | ০.৫০ | | ১০ | | | ৫০ | | |
| ৩৯ | ৯ | রামকৃষ্ণপুর | | ০.৯০ | | ২৫ | | | ১২৭ | | |
| মোট | | | | ৪৮.১২ | ০ | ১১৩৭ | ০ | ০ | ৫৬৮২ | | |

উৎস ঃ পৌরসভার নিজস্ব জরীপ

## ৩.৬ পরিবার চিত্র

বিভিন্ন উৎস ও পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত FGD থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে ভবানীগঞ্জ পৌর এলাকায় বসবাসকারী পরিবারের আবাসন, আয়, পেশা, শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি ছক আকারে নিম্নে প্রদত্ত হল

**ছক -৩.৪ঃ পরিবার চিত্র**

| পরিবার সংখ্যা | মহিলা প্রধান পরিবার সংখ্যা | পরিবারের গড় লোক সংখ্যা | মোট জনসংখ্যা | সেক্স অনুপাত |
|---|---|---|---|---|
| ৪৪৮০ | ১৫৮ | ৫.১৩ | ২২৯৮২ | |

উৎস ঃ পৌরসভার নিজস্ব জরীপ

**ছক -৩.৫ঃ পরিবারের আবাসন চিত্র**

| ক্রঃ নং | আবাসনের ধরন | সংখ্যা | শতকরা হার (%) |
|---|---|---|---|
| ১ | পাকা বাড়ি | ৮৪৩ | ১৯.০৯ |
| ২ | আধা-পাকা বাড়ি | ২৩৯৬ | ৫২.৮১ |
| ৩ | কাঁচা বাড়ি | ১০৮৩ | ৪২.৫২ |
| ৩ | ঝুপরি | ১৫৮ | ৩.৫৮ |
| মোট | | ৪৪৮০ | ১০০.০০ |

উৎস ঃ পৌরসভার নিজস্ব জরীপ

বিঃদ্রঃ এখানে আধাপাকা বাড়ি বলতে দেওয়াল ইটের কিন্তু ছাদের উপকরন টিন ও কাঠ, টিনের বাড়ি বলতে ছাদ ও দেওয়ালের উপকরন টিন ও কাঠ এবং কাঁচা বাড়ি বলতে দেওয়াল ও ছাদের উপকরন মাটি, চাটাই,খড় ইত্যাদি দ্বারা তৈরী বিবেচনা করা হয়েছে।

**ছক - ৩.৬ঃ পরিবারের আবাসনের মালিকানার চিত্র**

| মোট পরিবারের সংখ্যা | নিজস্ব মালিকানা | | ভাড়াটিয়া | | ভাড়াবিহীন | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | % হার | সংখ্যা | % হার | সংখ্যা | % হার |
| ৪৪৮০ | ৩৫০৯ | ৭৮.৩৩ | ৫২৯ | ১১.৯৯ | ৪৪১ | ১০ |

*উৎস ঃ পৌরসভার নিজস্ব জরীপ*

**ছক- ৩.৭ঃ আয় ভিত্তিক পরিবার চিত্র**

| মাসিক আয় শ্রেণী | পরিবার সংখ্যা | (%) | ক্রম পুঞ্জিত (%) |
|---|---|---|---|
| ৫০০০/- টাকার কম | ১০২ | ২.২৮ | ২.২৮ |
| ৫০০১/- থেকে ১০০০০/- | ৬০৫ | ১৩.৫০ | ১৫.৭৮ |
| ১০০০১/- থেকে ১৫০০০/- | ৭০৬ | ১৫.৭৬ | ৩১.৫৪ |
| ১৫০০১/- থেকে ২০০০০/- | ৯০৮ | ২০.২৭ | ৫১.৮১ |
| ২০০০১/- থেকে ২৫০০০/- | ১০০১ | ২২.৩৪ | ৭৪.১৫ |
| ২৫০০১/- এর উর্ধ্বে | ১১৫৮ | ২৫.৮৫ | ১০০.০ |
| মোট | ৪৪৮০ | ১০০.০ | |

*উৎস ঃ পৌরসভার তথ্য জরীপ*

**ছক-৩.৮ঃ পেশা ভিত্তিক পরিবার চিত্র**

| পেশা | পরিবারের সংখ্যা | পরিবারের শতকরা হার |
|---|---|---|
| কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক কর্মসংস্থান | ৮২০ | ১৮.৩০ |
| পশুপালন | ১৮০ | ৪.০২ |
| মৎস্য শিকার/মৎস্য চাষ | ৮৮০ | ১৯.৬৪ |
| বাণিজ্য (ব্যবসা বৃত্তি ইত্যাদি) | ৪৫০ | ১০.০৪ |
| উৎপাদনকারী | ৭০ | ১.৫৬ |
| শিল্প শ্রমিক | ১২০ | ২.৬৮ |
| দিন মজুর (মজুরী ভিত্তিক) | ৩২০ | ৭.১৪ |
| ক্ষুদ্র পেশা/ব্যবসায় | ১৫৬০ | ৩৪.৮২ |
| অন্যান্য | ৮০ | ১.৮০ |
| **মোট** | **৪৪৮০** | **১০০.০০** |

*উৎস ঃ পৌরসভার তথ্য জরীপ*

**ছক-৩.৯ঃ আয় ভিত্তিক দরিদ্র পরিবার চিত্র**

| শ্রেণী | মাসিক আয় | পরিবার সংখ্যা | (%) | ক্রম পুঞ্জিত (%) |
|---|---|---|---|---|
| অতিদরিদ্র | ৫০০০/- টাকার কম | ১০২ | ২.২৮ | ২.২৮ |
| দরিদ্র | ৫০০১/- থেকে ১০০০০/- | ৬০৫ | ১৩.৫০ | ১৫.৭৮ |
| | ১০০০১/- থেকে ১৫০০০/- | ৭০৬ | ১৫.৭৬ | ৩১.৫৪ |
| নিম্ন আয় | ১৫০০১/- থেকে ২০০০০/- | ৯০৮ | ২০.২৭ | ৫১.৮১ |
| মধ্য আয় | ২০০০১/- থেকে ২৫০০০/- | ১২০১ | ২২.৩৪ | ৭৪.১৫ |
| উচ্চ আয় | ২৫০০১/- এর উর্ব্ধে | ৯৮৫ | ২৫.৮৫ | ১০০.০ |
| মোট | | ৪৪৮০ | ১০০.০% | |

*উৎস ঃ পৌরসভার তথ্য জরীপ অনুযায়ী*

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার *আওতায় আয় ভিত্তিক* পৌরসভায় বসবাসরত মোট পরিবারে সংখ্যা ৪৪৮০ টি। এদের মধ্যে দরিদ্র পরিবারের মোট সংখ্যা ১৪১৩ টি। অতি দরিদ্র পরিবারসমূহের মধ্যে মাসিক আয় ৫০০০/- টাকার নিচে এমন পরিবারের সংখ্যা ১০২ টি যারা দরিদ্র শ্রেণীর আওতাভুক্ত, ৫০০১-১০০০০/- টাকা মাসিক আয়ের পরিবার সংখ্যা ৬০৫ টি এবং ১০০০১-১৫০০০/- টাকা মাসিক আয়ের পরিবার সংখ্যা ৭০৬ টি যারা দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দরিদ্র ও অতিদরিদ্রদের মধ্যে ৬৫ টি মহিলা প্রধান পরিবার রয়েছে যাদের মোট জনসংখ্যা ৩৩৬ জন । দিন মজুর, রিক্সা চালক, ভ্যান চালক, গৃহ-পরিচারিকা ইত্যাদি শহরের দরিদ্র পরিবারগুলোর মূল পেশা।

## ৩.৭ দরিদ্র, নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ আয়ের পরিবার চিত্র

### Low Income, Middle Income & High Income Househld Profile

ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় ৯টি ওয়ার্ডের তথ্য গ্রহন করা হয়। উক্ত তথ্যানুযায়ী নিম্ন আয়ের (মাসিক ২০০০০/- টাকা পর্যন্ত) পরিবারের শতকরা হার ২০.২৭, মধ্যে আয়ের (মাসিক ২০০০০-২৫০০০/- টাকা পর্যন্ত) পরিবারের শতকরা হার ২২.৩৪ এবং উচ্চ আয়ের (মাসিক ২৫০০০/- টাকার উপরে) পরিবারের শতকরা হার ২৫.৫৮। পৌরসভা তথ্য জরীপ থেকে এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে বিস্তারিত উল্লেখ করা হ'ল **(উৎস পৌরসভা তথ্য জরীপ) ঃ**

ছক- **১.১০ঃ পৌরসভা তথ্য জরীপ** অনুযায়ী আয় ভিত্তিক পরিবার চিত্র

| **আয়ের শ্রেণী** | মহল্লা/এলাকার নাম | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | কসবা দপপ্তরীপাড়া | মাঝিপাড়া | পাহাড়পুর | পবনাপট্টি | হিন্দুপাড়া | হেদায়েতিপাড় | চাঁনপাড়া |
| নিম্ন আয়ের পরিবার (%) মাসিক আয় টাকা ২০০০০/- পর্যন্ত | ৩০ | ১০ | ৩০ | ৩০ | ৩৫ | ৪০ | ৩০ |
| মধ্য আয়ের পরিবার (%) মাসিক আয় টাকা ২০০০০-২৫০০০ পর্যন্ত | ৪০ | ৩০ | ২৫ | ৪০ | ৪০ | ২৫ | ৪০ |
| উচ্চ আয়ের পরিবার (%) মাসিক আয় টাকা ২৫০০০/- এর উর্ব্ধে | ৩০ | ৬০ | ৪৫ | ৩০ | ২৫ | ৩৫ | ৩০ |

| **আয়ের শ্রেণী** | মহল্লা/এলাকার নাম | | | | গড় | ক্রমপুঞ্জিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ব্যাঙ্গাপাড়া | মোল্লাপাড়া | নাজিরপুর | রামকৃষ্ণপুর | | |
| নিম্ন আয়ের পরিবার (%) মাসিক আয় টাকা ২০০০০/- পর্যন্ত | ৫৫ | ৩৫ | ১০ | ৩৫ | ৩০.৯১ | ৩০.৯১ |
| মধ্য আয়ের পরিবার (%) মাসিক আয় টাকা ২০০০০-২৫০০০ পর্যন্ত | ২৫ | ৪০ | ৩০ | ৪০ | ৩৪.০৯ | ৬৫.০০ |
| উচ্চ আয়ের পরিবার (%) মাসিক আয় টাকা ২৫০০০/- এর উর্ব্ধে | ২০ | ২৫ | ৬০ | ২৫ | ৩৫.০০ | ১০০.০০ |

*উৎস ঃ পৌরসভার তথ্য জরীপ অনুযায়ী*

## ৩.৮ জনসংখ্যার চিত্র

### Demography

বয়সের বিবেচনায় শ্রেণী বিণ্যাসে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে ৯% এর বয়স ৪ বছরের নিচে; ৫-১৪ বছরের মধ্যে ২৪.৪%; ১৫-২৪ বছরের মধ্যে ১৮.৮%; ২৫-৬৪ বছরের ৪৩.৫% এবং ৬৪ বছরের উপরে বয়স এমন সদস্য ৪.১%। এতে বুঝা যায় কর্মক্ষম জনগনের সংখ্যা এখানে উল্লেখযোগ্য হারে (৬২.৩%) রয়েছে, যারা কর্মসংস্থানের সুযোগ পেলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান উন্নত করতে পারবে। তাই তাদের কর্মসংস্থানের দিক বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে।

ছক -৩.১১ঃ পৌরসভার জনসংখ্যার বয়স চিত্র

| ওয়ার্ড নং | বয়স শ্রেনী | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ০-৪ | ৫-৯ | ১০-১৪ | ১৫-১৯ | ২০-২৪ | ২৫-২৯ | ৩০-৪৯ | ৫০-৫৯ | ৬০-৬৪ | ৬৫+ | মোট |
| ওয়ার্ড নং-০১ | ৮.৯ | ১১.৫ | ১২.৬ | ৯.৬ | ৮.৯ | ৯.৭ | ২৬.২ | ৬.১ | ২.৫ | ৪ | ১০০ |
| ওয়ার্ড নং-০২ | ৭.২ | ১১.৮ | ১১.১ | ১০.৮ | ৮.৯ | ৯.৪ | ২৭.৬ | ৬.৩ | ২.২ | ৪.৮ | ১০০ |
| ওয়ার্ড নং-০৩ | ৯ | ১২.৩ | ১১.৫ | ১০ | ১০.৩ | ৯.৩ | ২৪.৬ | ৬.২ | ২.৩ | ৪.৫ | ১০০ |
| ওয়ার্ড নং-০৪ | ৯.২ | ১১.৭ | ১২.৩ | ৯.৪ | ৮.৭ | ৯.৪ | ২৭.১ | ৬.১ | ২.১ | ৩.৭ | ১০০ |
| ওয়ার্ড নং-০৫ | ৮.৬ | ১১.৮ | ১৩.৮ | ১০.৯ | ৮.৮ | ৯ | ২৫.৪ | ৫.৮ | ২.১ | ৩.৯ | ১০০ |
| ওয়ার্ড নং-০৬ | ৯.৩ | ১১.৮ | ১২.৮ | ১০ | ৯.৩ | ৯.১ | ২৪.৯ | ৫.৯ | ২.৬ | ৪.৫ | ১০০ |
| ওয়ার্ড নং-০৭ | ৮.২ | ১১ | ১২.৫ | ৯ | ৯.৯ | ১০.৪ | ২৬.৮ | ৬.৬ | ২.৫ | ৩.১ | ১০০ |
| ওয়ার্ড নং-০৮ | ৯.৮ | ১৪.৩ | ১২.৫ | ৮.৩ | ৯.৮ | ৯.৩ | ২৩.১ | ৫.৮ | ২.৬ | ৪.৩ | ১০০ |
| ওয়ার্ড নং-০৯ | ১০.৬ | ১৩.১ | ১১.৬ | ৮.৫ | ৮.৭ | ১০.২ | ২৩.৭ | ৬.৪ | ২.৭ | ৪.৫ | ১০০ |
| মোট (গড়) | ৯ | ১২.১ | ১২.৩ | ৯.৬ | ৯.২ | ৯.৫ | ২৫.৫ | ৬.১ | ২.৪ | ৪.১ | ১০০ |

*(উৎসঃ বি বিএস, ২০১১)*

## ৩.৯ শিক্ষা

**Education**

প্রায় ১০.০০ বর্গ কি:মি: আয়তন বিশিষ্ঠ পৌরসভার মোট জনসংখ্যা ২২,৯৮২ জন । পৌরসভার জন্ম ইতিহাস পর্যলোচনা করে জানা যায় যে, পৌরসভা প্রতিষ্ঠার সহিত জড়িত তৎকালীন গণ্য মান্য ব্যাক্তি বর্গের পৌর জনসাধারনের শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপেক ভূমিকা রয়েছে যার ফলশ্রুতিতে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার প্রাণকেন্দ্রে তাদের উদ্যেগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ভবানীগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ভবানীগঞ্জ মহিলা ডিগ্রী কলেজ, ভবানীগঞ্জ ফাজিল মাদ্রসা সহ আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষার স্তর বিচারে অশিক্ষিতের হার পুরুষের (৫৮.৮%) থেকে মহিলাদের (৫৩.৬%) মধ্যে বেশী । ওয়ার্ড ভিত্তক শিক্ষার হার বিবেচনায় ৫ নং ওয়ার্ডের শিক্ষার হার সর্বোচ্চ প্রায় (৭৩.৩%) । ২য় স্থানে রয়েছে ৪ নং ওয়ার্ড এবং ৩য় স্থান রয়েছে ৬ নং ওয়ার্ড । শিক্ষার হার বিবেচনায় ৯ নং ওয়ার্ড সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে যার শিক্ষার হার প্রায় ৩৫.৮%। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, ৫ নং ওয়ার্ড মূল শহর এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় অত্র ওয়ার্ডের জনগণ শিক্ষার ব্যাপারে সামাজিকভাবে অসচেতন। পক্ষান্তরে ১,২,৩,৮ ও ৯ নং প্রান্তিক এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় তাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। যাই হোক তারপরও ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার এ হার উৎসাহব্যঞ্জক এবং ভবানীগঞ্জ পৌরনাগরিকদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ এখানে শিক্ষার দিকে জনগণের স্বাভাবিক ইচ্ছা রয়েছে। তাই জনগণের প্রয়োজন পুরণে প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

## ৩.১০ কর্মসংস্থান/পেশা

**Employment/Occupation/Profession**

ভৌগলিক ও প্রকৃতিক পরিবেশ গত কারনেই অত্র এলাকার কৃষি প্রধান এলাকা হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। সম্প্রতিকালে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারনে এলাকার বিভিন্ন স্থানে কৃষি ভিত্তিক ছোট ও মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যার কারনে কর্মসংস্থান সহ মানুষের মাথাপিছু গড় আয় দিন দিন বাড়ছে। শিল্প ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের সু-বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় দিন

দিন মানুষের মন ও মননের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নিম্নে অত্র পৌরসভার বসবাসকারী জনসাধারনের কর্মসংস্থান ভিত্তিক শতকরা হার বর্ণিত হলঃ-

ছক-৩.১২ঃ পৌরবাসীর কর্মসংস্থান/পেশার ধরনের চিত্র

| ওয়ার্ড নং | চাকরিজীবি | ব্যবসায়ী | হকার | দিনমজুর | দক্ষকর্মজীবি | কৃষক | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১১% | ৪৪% | ৫% | ১৪% | ৪% | ২২% | - |
| ২ | ২৭% | ৩৩% | ২% | ১৫% | ১০% | ৮% | ৫% |
| ৩ | ১৩% | ২৪% | ২% | ৩৭% | ১% | ২৩% | - |
| ৪ | ২৬% | ৬% | ২% | ২৯% | ৮% | ২৫% | ৪% |
| ৫ | ১৯% | ৩৫% | ৬% | ১৯% | ৬% | ৮% | ৭% |
| ৬ | ২৩% | ৩০% | ২% | ২০% | ১০% | ৮% | ৭% |
| ৭ | ৩০% | ৩২% | ৩% | ১৫% | ৬% | ৮% | ৬% |
| ৮ | ১০% | ১৬% | ১% | ৪০% | ৫% | ২৪% | ৪% |
| ৯ | ১৭% | ৩০% | ১% | ৩৫% | ৫% | ৬% | ৬% |
| **মোট=** | **২০%** | **২৮%** | **৩%** | **২৫%** | **৬%** | **১৫%** | **৪%** |

সূত্র ঃ- সংগৃহীত তথ্য মোতাবেক

## ৩.১১ ভবানীগঞ্জ পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্ধি

### Population Growth Trend of Bhawanigong Pourashava

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত আদমশুমারী ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১ অনুযায়ী ভবানীগঞ্জ পৌরসভার জনসংখ্যার চিত্র নিম্নোক্ত **ছক**-এ প্রদত্ত হ'লঃ

ছক -৩.১৩ঃ আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা

| ক্রমিক নং | বিষয় | আদমশুমারী ১৯৯১ | আদমশুমারী ২০০১ | আদমশুমারী ২০১১ |
|---|---|---|---|---|
| ১) | পুরুষ | ৫৪৫৬ | ৭৪৯৫ | ৯১০৭ |
| ২) | মহিলা | ৫৩০১ | ৭২৮২ | ৮৮৪৮ |
| **৩)** | **মোট** | **১০৭৫৭** | **১৪৭৭৭** | **১৭৯৫৫** |
| ৪) | পরিবার (খানার) সংখ্যা | ২১০৯ | ৩০৭৯ | ৪২৭৫ |
| ৫) | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%) | ২.১৫% | ২.৭২% | ১.৭৭ |
| ৬) | জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি ব.কি.মি.-এ) | ১০৭৫ | ১৪৭৮ | ১৭৯৫ |
| ৭) | পরিবার প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা | ৫.১ | ৪.৮ | ৪.২ |

*(উৎসঃ বি বিএস, ১৯৯১,২০০১,২০১১)*

আদমশুমারী '২০১১ অনুযায়ী ওয়ার্ড-ভিত্তিক জনসংখ্যার চিত্র নিম্নোক্ত ছক এ দেখানো হলঃ

**ছক ৩.১৪ আদমশুমারী '২০১১ অনুযায়ী ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যার চিত্র**

| ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা, ২০১১ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | | মহিলা | | মোট জনসংখ্যা | |
| | নং | % | নং | % | নং | % |
| ০১ | ৮৩৮ | ৪.৬৭ | ৭৯৬ | ৪.৪৩ | ১৬৩৪ | ৯.১০ |
| ০২ | ৮৩২ | ৪.৬৩ | ৮৩২ | ৪.৬৩ | ১৬৬৪ | ৯.২৬ |
| ০৩ | ৯৮৭ | ৫.৫০ | ৯৫০ | ৫.২৯ | ১৯৩৭ | ১০.৭৯ |
| ০৪ | ৮২৯ | ৪.৬২ | ৭৭৮ | ৪.৩৩ | ১৬০৭ | ৮.৯৫ |
| ০৫ | ১১২১ | ৬.২৪ | ১০১৬ | ৫.৬৬ | ২১৩৭ | ১১.৯০ |
| ০৬ | ১৪৮৯ | ৮.২৯ | ১৪২২ | ৭.৯২ | ২৯১১ | ১৬.২১ |
| ০৭ | ১০৯১ | ৬.০৮ | ১০৭৭ | ৬.০০ | ২১৬৮ | ১২.০৮ |
| ০৮ | ৮৪০ | ৪.৬৮ | ৯১৩ | ৫.০৮ | ১৭৫৩ | ৯.৭৬ |
| ০৯ | ১০৮০ | ৬.০২ | ১০৬৪ | ৫.৯৩ | ২১৪৪ | ১১.৯৫ |
| **সর্বমোট** | **৯১০৭** | **৫০.৭৩** | **৮৮৪৮** | **৪৯.২৭** | **১৭৯৫৫** | **১০০.০০** |

*(উৎসঃ বি বিএস, ২০১১)*

আদমশুমারী ২০০১ ও ২০১১ অনুযায়ী ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমান ৩১৭৮ জন। অর্থাৎ বিগত ১০ বছরে ৩১৭৮ জন লোক বৃদ্ধি পেয়েছে যা বাংলাদেশের একটি মাঝারী মানের শহর এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু পৌরসভার নিজস্ব তত্ত্বাবধায়নে কোন পরিবার জরীপ সম্পন্ন করা হয় নি; কাজেই আদমশুমারী ২০০১ ও ২০১১ সালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিবেচনা করে পৌরসভার ভবিষ্যত জনসংখ্যার প্রক্ষেপন নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত আদমশুমারী ২০০১ (১৪৭৭৭) ও ২০১১ সালের জনসংখ্যা (১৭৯৫৫) বিবেচনা করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয়। উক্ত বৃদ্ধির হার (১.৭৭%) বিবেচনায় ২০১৫, ২০২০, ২০২৫ এবং ২০৩০ সালে প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা নিম্নোক্ত ছক-৩ এ দেখানো হলঃ

ছক - ৩.১৫ঃ পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা

| ওয়ার্ড নং | বি বিএস, ২০১১-এর জনসংখ্যা | | | প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ২০১৫ | | | ২০২০ | | | ২০২৫ | | | ২০৩০ | | |
| | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ১ | ৮৩৮ | ৭৯৬ | ১৬৩৪ | ৮৯৭ | ৮৫২ | ১৭৪৯ | ৯৭৬ | ৯২৭ | ১৯০৩ | ১০৬২ | ১০০৯ | ২০৭১ | ১১৫৬ | ১০৯৮ | ২২৫৪ |
| ২ | ৮৩২ | ৮৩২ | ১৬৬৪ | ৮৯১ | ৮৯১ | ১৭৮২ | ৯৭০ | ৯৭০ | ১৯৪০ | ১০৫৬ | ১০৫৬ | ২১১২ | ১১৪৯ | ১১৪৯ | ২২৯৮ |
| ৩ | ৯৮৭ | ৯৫০ | ১৯৩৭ | ১০৫৭ | ১০১৭ | ২০৭৪ | ১১৫১ | ১১০৭ | ২২৫৮ | ১১৫৩ | ১২০৫ | ২৪৫৮ | ১৩৬৪ | ১৩১২ | ২৬৭৬ |
| ৪ | ৮২৯ | ৭৭৮ | ১৬০৭ | ৮৮৮ | ৮৩৩ | ১৭২১ | ৯৬৭ | ৯০৭ | ১৮৭৪ | ১০৫৩ | ৯৮৭ | ২০৪০ | ১১৪৬ | ১০৭৪ | ২২২০ |
| ৫ | ১১২১ | ১০১৬ | ২১৩৭ | ১২০০ | ১০৮৮ | ২২৮৮ | ১৩০৬ | ১১৮৪ | ২৪৯০ | ১৪২২ | ১২৮৯ | ২৭১১ | ১৫৪৮ | ১৪০৩ | ২৯৫১ |
| ৬ | ১৪৮৯ | ১৪২২ | ২৬১১ | ১৫৯৪ | ১৫২৩ | ৩১১৭ | ১৭৩৫ | ১৬৫৮ | ৩৩৯৩ | ১৮৮৯ | ১৮০৫ | ৩৬৯৪ | ২০৫৬ | ১৯৬৫ | ৪০২১ |
| ৭ | ১০৯১ | ১০৭৭ | ২১৬৮ | ১১৬৮ | ১১৫৩ | ২৩২১ | ১২৭১ | ১২৫৫ | ২৫২৬ | ১৩৮৪ | ১৩৬৬ | ২৭৫০ | ১৫০৬ | ১৪৮৭ | ২৯৯৩ |
| ৮ | ৮৪০ | ৯১৩ | ১৭৫৩ | ৮৯৯ | ৯৭৮ | ১৮৭৭ | ৯৭৯ | ১০৬৫ | ২০৪৪ | ১০৬৬ | ১১৫৯ | ২২২৫ | ১১৬০ | ১২৬২ | ২৪২২ |
| ৯ | ১০৮০ | ১০৬৪ | ২১৪৪ | ১১৫৬ | ১১৩৯ | ২২৯৫ | ১২৫৮ | ১২৪০ | ২৪৯৮ | ১৩৬৯ | ১৩৫০ | ২৭১৯ | ১৪৯০ | ১৪৬৯ | ২৯৫৯ |
| মোট | ৯১০৭ | ৮৮৪৮ | ১৭৬৫৫ | ৯৭৫০ | ৯৪৭৪ | ১৯২২৪ | ১০৬১৩ | ১০৩১৩ | ২০৯২৬ | ১১৪৫৪ | ১১২২৬ | ২২৭৮০ | ১২৫৭৫ | ১২২১৯ | ২৪৭৯৪ |

বিঃ দ্রঃ বিবিএস এর আদমশুমারী ২০০১ এবং ২০১১ সালের জনসংখ্যা বিবেচনায় বৃদ্ধির হার নির্ণয় পূর্বক ভবানীগঞ্জ পৌরসভার জনসংখ্যা প্রক্ষেপন করা হয়েছে।

**ছক নং-৩.১৬ঃ প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার আলোকে নির্ণীত পরিবার এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব**

| বিষয় | গাল | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২০১১ | ২০১৫ | ২০২০ | ২০২৫ | ২০৩০ |
| মোট জনসংখ্যা | ১৭৯৫৫ | ১৯২২৪ | ২০৯২৬ | ২২৭৮০ | ২৪৭৯৪ |
| মোট পরিবার | ৪২৭৫ | ৪৩২০ | ৪৪৫২ | ৪৭৪৬ | ৫২২০ |
| পরিবার আকার | ৪.২০ | ৪.৪৫ | ৪.৭০ | ৪.৮০ | ৪.৭৫ |
| জনসংখ্যা ঘনত্ব (প্রতি বঃকিঃমিঃ) | ১৭৯৫.৫ | ১৯২২ | ২০৯৩ | ২২৭৮ | ২৪৭৯ |

উপরোক্ত ছকের তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় আদমশুমারী ২০১১ অনুযায়ী বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা ১৭৯৫৫, যার মধ্যে পুরুষ ৯১০৭ ও মহিলা ৮৮৪৮, পরিবার সংখ্যা ৪২৭৫, পরিবারের আকার ৪.২, জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৭৯৫.৫০/বর্গ কিঃমিঃ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৭৭% । অতি সম্প্রতি জাতিসংঘ জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশের নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার ৩.৩% । সুতরাং আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, দেশের গড় নগরায়নের তুলনায় ভবানীগঞ্জ পৌর এলাকার নগরায়নের মাত্রা কম। কিন্তু ভবানীগঞ্জয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও কৃষিভিত্তিক শিল্প ও মৎস্যখাত উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করা যায় যে এখানে অদুর ভবিষ্যতে নগরায়নের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

ছক-৩.১৭ঃ পুরুষ ও মহিলা জনসংখ্যার অনুপাত (Sex Ratio)

| সন | পুরুষ | মহিলা | অনুপাত |
|---|---|---|---|
| ২০১১ | ৯১০৭ | ৮৮৪৮ | ১০২.৯৩ |
| ২০১৫ | ৯৭৫০ | ৯৪৭৪ | ১০২.৯১ |
| ২০২০ | ১০৬১৩ | ১০৩১৩ | ১০২.৯১ |
| ২০২৫ | ১১৪৫৪ | ১১২২৬ | ১০২.০৩ |
| ২০৩০ | ১২৫৭৫ | ১২২১৯ | ১০২.৯১ |

পদ্ধতিঃ পুরুষ ও মহিলার অনুপাত = (পুরুষ সংখ্যা ÷ মহিলা সংখ্যা) / ১০০

# ৪. সেবা প্রাপ্তির সুবিধা সংক্রান্ত নাগরিক উপলব্ধি অনুসন্ধান

# Analysis of Access to Services and Peoples perception

## ৪.১ পানি সরবরাহ

## Water Supply

বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন। ২০০০ সালে পৌরসভা গঠিত এবং ২০২০ সালে পৌরসভাটি ‘ক’ শ্রেণীতে উন্নিত হওয়া সত্বেও পৌর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র ৩৭৬টি হস্তচালিত নলকুপ জনগনের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। অবশ্য বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কিছুটা পানি সরবরাহ চলছে। তাই পৌসভার মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহন করা একান্ত দরকার।

**ছক-৪.১ঃ পানি সরবরাহ (অবকাঠামো)**

| সূচক/ প্যারামিটার | পানি ব্যবস্থা | | | | | পানি পরিশোধন প্লান্ট | | আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার | | ওভারহেড ট্যাংক | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | চালু হস্তচালিত নলকুপ | উৎপাদক নলকুপ (পাইপ লাইনে পানি সরবরাহ) | | পাইপ লাইনে পানি সরবরাহ বিবরণ | | ধরণ | ধারণ ক্ষমতা (প্রতিদিন ঘন মি:/ঘন্টা) | সংখ্যা | ধারণ ক্ষমতা (গ্যালন/ লিটার) | সংখ্যা | ধারণ ক্ষমতা (ঘনমিটার / লিটার) |
| | সংখ্যা | সংখ্যা | পরিমাপ (মিঃমিঃ ডায়া) | ট্যাংক মেইন্স দৈর্ঘ্য (কিমি) | সার্ভিস মেইন্স দৈর্ঘ্য (কিমি) | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১. বিদ্যমান অবস্থা (সংখ্যা/দৈর্ঘ্য, পরিমাণ) | ৩৭৬ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ২. পৌরসভার মোট চাহিদা | ৮৭৬ | ০৩ | ৩০০,২৫০,২০০,১৫০,১০০ | ৩.২৫ | ৪৪.০০ | - | ২০০.০০ | - | - | ০১ | ১৭০০ |
| ৩. ব্যবধান (২ - ১) | ৫০০ | ০৩ | ৩০০,২৫০,২০০,১৫০,১০০ | ৩.২৫ | ৪৪.০০ | - | ২০০.০০ | - | - | ০১ | ১৭০০ |
| ৪. ব্যবধান পুরণে খরচ (লক্ষ টাকা) | ২৫০ | ৩০ | - | ১০০.০০ | ৫০.০০ | - | ৪৫০.০০ | - | - | - | ২০ |

**মূখ্য বিষয়/সমস্যাঃ**

(১) সমস্ত এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ নেই, ওভারহেড ট্যাংক নির্মান ও সরবরাহ লাইন নির্মান প্রয়োজন।

(২) শুস্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় হস্তচালিত নলকুপে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না। অনেক দূর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়।

**সমাধানের পরামর্শঃ**

(১) সমস্ত এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই, সমস্ত এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) ০৩ টি উৎপাদক নলকূপ ও ১ টি ওভারহেড নির্মানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) ক্লাষ্টার ও বস্তিতে পর্যাপ্ত হস্তচালিত কমিউনিটি নলকুপ, কমিউনিটি ট্যাপ স্থাপন করা প্রয়োজন

(৪) পানির অপচয় রোধকল্পে ওয়াটার মিটার ছাড়া কোন পানি সংযোগ না দেওয়া ।

## ৪.২ নর্দমা ব্যবস্থা

## Drainage System

বিগত কয়েক বছরে নগরায়নের প্রতি মানুষের ব্যাপক আগ্রহ ও ব্যাপেক হারে নগরমুখী হওয়ার কারনে পৌর এলাকার core এলাকার পরিমান অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বসতী। আর্থিক সংকট জনিত কারনে নগরায়নের সাথে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি নাগরিক সুবিধা সমূহ ( রাস্তা ড্রেন, সড়ক বাতি) ইত্যাদি যার ফলশ্রুতিতে শহরের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতা বিনষ্ঠ হচ্ছে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ। পৌরসভার বর্তমান মোট ড্রেন এর পরিমান ৪.০৫ কি:মি: যাহার মধ্যে পাঁকা ৩.৫৫ কি:মি: এবং কাঁচা ০.৫০ কি:মি;। পৌর অভ্যন্তরে Tertiary এবং Secendary drain এর পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। নগরবাসীর আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের বসবাস এবং দুষণ মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড আরও অধিক পরিমানে ড্রেন নির্মাণ করা প্রয়োজন। নিম্নে অত্র পৌরসভার ড্রেইনেজ (নর্দমা) ব্যবস্থাপনা সমূহের তালিকা বর্ণিত হল ঃ

**ছক-৪.২ঃ ড্রেনেজ অবকাঠামো সম্পর্কিত তথ্য**

| সূচক | আরসিসি ড্রেন (কিঃমিঃ) | ইটের তৈরী ড্রেন (কিঃমি) | কাঁচা ড্রেন (কিঃমি) | মোট |
|---|---|---|---|---|
| বিদ্যমান অবস্থা | ৩.৫৫ | - | ০.৫০ | **৪.০৫** |
| মোট চাহিদা | ১৩.৫৫ | ০.৭৫ | - | **১৩.৫৫** |
| ব্যবধান | ১০.০০ | ০.৭৫ | - | **৯.৫০** |
| ব্যবধান মেটাতে অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকায়) | | | | |

উপরের তথ্যাদি হতে যে সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ মর্মে প্রতিয়মান হয় তা হল- (১) চাহিদার তুলনায় বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থা নগন্য; (২) প্রায় ১০.০০ কি:মি: বিভিন্ন ক্যাটাগরির নতুন ড্রেন নির্মাণ দরকার; (৩) এতে অর্থের প্রয়োজন হবে প্রায় ২৭.০০ কোটি টাকা। পৌর এলাকার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রানী নদী ও ইহার সাথে ক) ওয়াশিলা মাটিকাটা খাল, খ) তুলশি গংগা খাল, গ) শিয়াল লেজা খাল এবং ঘ) বিহারা বিল পৌর এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখছে। অধিকাংশ ড্রেনের আউটফল নদীর সাথে এবং কিছু ড্রেন বর্নিত খালের সাথে সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

**মূখ্য বিষয়/ সমস্যাঃ**

পৌর জরীপ থেকে বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও এর রক্ষণাবেক্ষনের (O&M) সমস্যা উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১. পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসণ ও দূষিত পানি নিষ্কাশনের জন্য সুষ্ঠূ ও দীর্ঘ্য মেয়াদী পরিকল্পনার অভাব;
২. নির্মান ত্রুটি, ড্রেনের সংখ্যার স্বল্পতা, বিদ্যমান ড্রেন ও আউটফলের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেই; এবং
৩. আর্থিক অবস্থার কারণে ঙ্গ যথাযথভাবে হয় না।
৪. ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় পর্যাপ্ত সংখ্যাক ড্রেন ও আউটফল নেই, তাই বৃষ্টিপাতের সময় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।
৫. অপরিকল্পিত বাড়িঘর নির্মানের ফলে ড্রেনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা পাওয়া যায় না।
৬. অধিকাংশ এলাকাবাসী ময়লা পানি ও বর্জ্য পদার্থ ড্রেনে নিক্ষেপ করে,
৭. ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় নিয়মিত ড্রেন পরিস্কার না করায় ড্রেন ভরাট হয়ে অকেজো হয়ে পড়ছে।
৮. রাস্তার পার্শ্বে ড্রেনের স্ল্যাব না থাকায় পথচারীরা দুর্ঘটনার সম্মুখিন হয়।

সাধারনের পরামর্শ ঃ

- প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করে প্রতিটি ড্রেন নিয়মিত পরিস্কার করা ।
- ড্রেনে ময়লা ও বর্জ্য পদার্থ না ফেলার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
- ড্রেনেজ মহা পরিকল্পনা তৈরীর মাধ্যমে ভবানীগঞ্জ পৌর এলাকাকে ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে পরিকল্পিত ড্রেন নির্মান করা।
- ড্রেনের সাথে ল্যাট্রিনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা সহ এই সংযোগ আর না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।

## ৪.৩ স্যানিটেশন

Sanitation

পৌর এলাকাকে ১০০% স্বাস্থ্য-সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী এলাকার আওতায় আনার প্রক্রিয়া গ্রহন করা হলেও এখনও ইহা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এখনও ২০-২৫% পরিবার স্বাস্থ্য-সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুবিধা হতে বঞ্চিত। নিম্নে বিদ্যমান পারিবারিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার তথ্য উল্লেখ করা হ'ল ঃ

পৌর জরীপ থেকে বিদ্যমান পারিবারিক স্যানিটেশন ব্যবহার চিত্র থেকে দেখা যায় যে,

| | | |
|---|---|---|
| (১) | সুয়্যারের (পয়ঃপ্রনালী) সাথে সংযোগপ্রাপ্ত পরিবারের শতকরা হার | ঃ ০০% |
| (২) | সেপটিক ট্যাংক আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার | ঃ ৫০% |
| (৩) | সোকওয়েল আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার | ঃ ২০% |
| (৪) | হাউজহোল্ড ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার | ঃ ২০% |
| (৫) | ঝুলন্ত ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার | ঃ ০০% |
| (৬) | ম্যানুয়াল সার্ভিস ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার | ঃ ০০% |
| (৭) | অন্য ধরনের ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার | ঃ ০৭% |
| (৮) | কোন ল্যাট্রিন নাই এমন পরিবারের শতকরা হার | ঃ ০৩% |
| **(৯)** | **মোট পরিবারের সংখ্যা** | **ঃ ১০০%** |

(১০) বাণিজ্যিক এলাকায় ৩টি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন জনসমাগম এলাকায় ২টি পাবলিক টয়লেট আছে যা প্রতি বছর লীজ প্রদানের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। এছাড়া পৌরসভার মাধ্যমে স্কুল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩০টি স্যানিটারী লেট্রিন এবং দরিদ্রপরিবারের মাঝে প্রায় ২০০ হাউজ হোল্ড লেট্রিন সরবরাহ করা হয়েছে।

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার স্যানিটেশন সম্পর্কে চাহিদা ও বিদ্যমান অবস্থার পার্থক্য নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ

চাহিদা -১। স্বাস্থ্য বিভাগে জনবল নিয়োগ।

২। এডিপি বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান বৃদ্ধি করা।

**চাহিদা ও বিদ্যমান অবস্থার পার্থক্য (চাহিদা-বিদ্যমান ব্যবস্থা)ঃ**

ক) প্রতি পরিবারের আলাদা টয়লেট

খ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাবলিক টয়লেট

গ) স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের টয়লেট সুবিধা

ঘ) ময়লা পরিবহণ, পরিচ্ছন্নতা, পরিশোধন ব্যবস্থার উন্নয়ন (ডাম্পিং গ্রাউন্ড (Ground) নির্মাণ)

ঙ) স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়ন ও গণ সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহন।

উল্লিখিত ব্যবধান সমূহ পুরণের জন্য প্রায় ২০০ লক্ষ্য টাকা প্রযোজন মর্মে বেইজ লাইন জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে।

**মুখ্য বিষয় /সমস্যা ঃ**

**পৌর জরীপ থেকে**

(১) স্বাস্থ্য বিভাগে জনবলের অভাব;
(২) এডিপি বরাদ্দের স্বল্পতা;
(৩) ৫টি মাত্র পাবলিক টয়লেট আছে কিন্তু দরিদ্র এলাকায় কোন পাবলিক টয়লেট নেই,
(৪) পর্যাপ্ত ময়লা পরিবহন ব্যবস্থা নেই; এবং
(৫) স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের কার্যক্রমের অভাব।
(৬) ডাম্পিং গ্রাউন্ড নাই।

**পরিবার জরিপঃ**

- পরিবার জরিপে অংশগহণকারীর মধ্যে ৮৭.১১% ভাগ পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন রয়েছে, অন্যদিকে ০.৭০% ভাগ পরিবারের অস্বাস্থ্যকর টয়লেট রয়েছে।
- যাদের টয়লেট আছে সেই সমস্ত পরিবারের মধ্যে ৪.২৭% বাড়ির কাছেই সেপটিক ট্যাংকের পঙ্কিল ফেলে দেয়, ১১.১১% ভাগ পরিবারের সেপটিক ট্যাংক পাশ্ববর্তী খাল বা ড্রেনের সাথে সংযুক্ত, ৮২.৪৮% ভাগ পরিবার মাটি গর্ত করে সেখানে পঙ্কিল অপসারন করে।
- যাদের টয়লেট নেই তাদের মধ্যে কমিউনিটি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে ১৬.৯৮%, প্রতিবেশীর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে ২৬.৪২% ভাগ এবং যৌথ মালিকানাধীন ল্যাট্রিন ব্যবহার করে ৫৬.৬০% ভাগ।
- পৌরবাসীর মধ্যে ১০.৯০% ভাগ পরিবার পৌরসবার স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিয়ে খুবই অসন্তুষ্ট এবং ১১.২৮% ভাগ পরিবার খুবই সন্তুষ্ট। আবার ৩৪.২১% পরিবার সন্তুষ্ট না আবার অসন্তুষ্টও না এবং ৪০.২৩% ভাগ পরিবার এই ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)ঃ

(১) কিছু সংখ্যক পরিবারের টয়লেট পার্শ্ববর্তী খাল বা ড্রেনের সাথে সংযুক্ত

(২) অধিকাংশ পরিবার রিং- স্লাব বিশিষ্ট ল্যাট্রিন ব্যবহার করে।
(৩) কিছু পরিবার খোলা টয়লেট ব্যবহার করে।
(৪) রিং স্ল্যাব ও খোলা টয়লেট হতে দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং পরিবেশ দুষন করে ও রোগব্যাধি ছড়ায়।
(৫) পঙ্কিল অপসারনের সুবিধা না থাকায় তা পার্শ্ববর্তী জলাধার বা নিচু এলাকায় ফেলে দেয়।
(৬) বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় ল্যাট্রিন ও সোকওয়েলের ময়লা বের হয়ে পরিবেশ দুষন ঘটায়।
(৭) সচেতনতার অভাবে নিয়মিত টয়লেট পরিস্কার করে না।

**সমাধানের পরামর্শঃ**

১) পৌরসভায় পর্যাপ্ত সংখ্যাক পাবলিব টয়লেট নির্মান করা আবশ্যক।
২) পাবলিক টয়লেটে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকা দরকার।
৩) ময়লা পরিবহনের ও পরিশোধনসহ সাকশন মেশিনের ব্যবস্থা করে তার মাধ্যমে এসব ময়লা অপসারনের ব্যবস্থা প্রয়োজন।
৪) স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহন;
৫) প্রতি পরিবারের জন্য আলাদা টয়লেট ব্যবস্থা ;
৬) দরিদ্র পরিবারের জন্য স্বল্প মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করা ;
৭) স্যানিটেশন ব্যবস্থার সার্বক্ষনিক মনিটরিং ও তদারকির জন্য স্বাস্থ্য বিভাহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করা।
৮) আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ড্রেন বা খালের সংযুক্ত সেপটিক ট্যাংকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং সকল ঝুলন্ত টয়লেট অপসারনের ব্যবস্থা করা।
৯) মানুষের তরল বর্জ ডাম্পিং ব্যবস্থা গ্রহন করা।

## ৪.৪ প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা ঃ
## Primary health care and heath Service

পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ এ শাখায় জনবল নিয়োগ করে পৌরসভার বিধিবদ্ধ কার্যাবলীর আওতায় কার্যপরিধি অনুসরণে খাদ্য দ্রব্যের মান সংরক্ষন, সুপেয় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন, বেওয়ারিশ কুকুর নিধন, মশা নিধন ইত্যাদি কার্যক্রমসহ স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী ও ইপিআইসহ বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা কার্যক্রম গ্রহন করা প্রয়োজন।

**ছকু ৪.৩ ঃ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বিষয়ক চিত্র**

| স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রকৃতি | বিদ্যমান সংখ্যা |
|---|---|
| ক. উপ-স্বাস্থ্য কেন্দের সংখ্যা | ১ |
| খ. বেসরকারী ক্লিনিকের সংখ্যা | ৪ |
| গ. ইপিআই কেন্দ্রের সংখ্যা | ১৬ |
| ঘ. পশু হাসপাতালের সংখ্যা | ১ |
| ঙ. বেসরকারী ডায়াবেটিস ক্লিনিকের সংখ্যা | ১ |
| চ. কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা | ২ |

পৌর জরীপ থেকে অনুযায়ী দেখাযায় যে, পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন হাসপাতাল, ক্লিনিক,মাতৃসদন কেন্দ্র ,পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও যক্ষ্মা ক্লিনিক নেই। পৌরবাসী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও অন্যান্য বেসরকারী ক্লিনিক ও ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বার থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহন করে থাকে। ইহা ছাড়া পৌরসভা কর্তৃক ই.পি.আই কেন্দ্রে কোন চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় না। এখাতে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন হিসাবে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দান এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।

**মুখ্য বিষয়/সমস্যাঃ**

পৌর জরীপ মতে

১. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ অন্যান্য জনবল এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য উপকরনের অভাব।
২. চাহিদা অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় না;
৩. পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই;
৪. সরকারী স্বাস্থ্য সেবা পরিমাণ অপ্রতুল
৫. পৌরসভায় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ স্বাস্থ্য শাখায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নেই।
৬. সকল শ্রেনীর জনগনের স্বাস্থ্য সেবার অভাব বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের জন্য কোন স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা নাই।
৭. নিরাপদ মাতৃত্বের কোন ব্যবস্থা নাই, সেই জন্য দুরবর্তী হাসপাতালে যেতে হয়।
৮. পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে টিকা দান কেন্দ্র নেই , সব ধরনের প্রয়োজনীয় টিকা পাওয়া যায় না।
৯. নিয়মিত বেওয়ারিশ কুকুর ও মশা নিধন হয় না।

**প্রধান প্রধান পরামর্শঃ**

ক) পৌরসভা কর্তৃক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা নগর কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মান প্রয়োজন।
খ) উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন সহ পৌসভার স্বাস্থ্য শাখায় মেডিকাল অফিসার নিয়োগ প্রদান।
গ) পৌরসভার বিধিবদ্ধ কার্যাবলীর আওতায় কার্যপরিধি অনুসরণে খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, সুপেয় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুষ্ঠ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন, মশা ও বেওয়ারিশ কুকুর নিধন ইত্যাদি কার্যক্রমসহ স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী ও ইপিআইসহ বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম গ্রহন করা প্রয়োজন।

## ৪.৫ শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ
## Education and Other Institutions

বেইজ লাইন সার্ভের তথ্য থেকে জানা যায় যে, ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন বিদ্যালয় নেই এবং শিক্ষাখাতে অনুদান সহ কিছু ব্যয় হয়ে থাকে। তবে ভবিষ্যতে পৌর এলাকার আয়তন বৃদ্ধি পেলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

আর্থ-সামাজিক দিক থেকে শিক্ষা সেবাকে ওয়ার্ড ভিশনিং এ অংশগ্রহণকরীগণ ৩য় অগ্রাধিকার এবং FGD তে ৬নং অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয় বিধায় পৌরসভা কর্তৃক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা জরুরী নয়। তবে বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে পৌরসভা বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া বয়স্ক

শিক্ষাসহ শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পৌরসভা গ্রহণ করতে পারে। অত্র পৌরসভায় বর্তমানে নিম্নোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ঃ

**ছক -৪.৪ ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক চিত্র**

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ | সংখ্যা |
|---|---|
| ১. মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১০ |
| ২. পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা | - |
| ৩. মাদ্রাসার সংখ্যা | ০৬ |
| ৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৭ |
| ৫. মহাবিদ্যালয়/কলেজ সংখ্যা | ০৩ |
| ৬. কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ০৩ |
| ৭. কেজি স্কুল | ০৪ |

**মুখ্য বিষয়/ ভূমিকাঃ**

ক. শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয় বিধায় পৌরসভার তেমন কিছু করনীয় নেই; তবে পৌরসভা শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগি ভূমিকা পালন করতে পারে।

খ. পৌরসভা দরিদ্র এলাকায় দরিদ্র শিশুদের জন্য উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে পারে, সেই সাথে বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা পালন করতে পারে।

**পৌর জরিপ তথ্য মতেঃ**

ক. প্রয়োজনের তুলনায় স্কুলের সংখ্যা কম বিধায় শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

খ. অনেক মহল্লায় কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকলেও পার্শ্বের ওয়ার্ডে বিদ্যালয় আছে।

গ. শিক্ষা অবকাঠামো অপর্যাপ্ত এবং অনুন্নত।

ঘ. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শিক্ষকের অভাব।

ঙ. অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব।

চ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুরে অবস্থিত এবং যাতায়াত সমস্যা রয়েছে।

**সমাধানের পরামর্শঃ**

ক. প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সুবিধা জনক স্থানে প্রয়োজনীয় বিদ্যালয় নির্মানে পৌরসভা উদ্যোগ গ্রহন করতে পারে এবং সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে।

খ. পৌরসভা কর্তৃক রাত্রীকালীন বয়স্ক শিক্ষা স্কুল স্থাপন করা প্রয়োজন এবং দরিদ্রপ্রবন এলাকাতে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র নির্মান করে বস্তির শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগে পৌরসভা উদ্যোগি ভূমিকা পালন করতে পারে

## ৪.৬ সড়ক বাতি

## Street Light

ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় প্রায় ১০% এলাকায় সড়ক বাতি আছে। স্টেকহোল্ডারগণ রাস্তা নির্মাণের সাথে সড়কবাতি স্থাপনকে ১নং অগ্রাধিকার প্রদান করলেও ওয়ার্ড ভিশনিং এর স্টেকহোল্ডারগণ সড়কবাতি স্থাপনকে ৭নং অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বিশেষ করে এলাকার নিরাপত্তা ও কর্মজীবী মহিলাদের নিরাপদে চলাচলের বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ বাজেট বরাদ্দ করা এবং একই সাথে রক্ষণাবেক্ষনের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা বিশেষ জরুরী।

**বিদ্যমান অবস্থাঃ**

পৌর সার্ভে হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভবানীগঞ্জ পৌরসভায়

১. স্থাপিত সড়ক বাতির সংখ্যা (সোলার) ঃ ১৫৯
২. সড়ক বাতির সুবিধাপ্রাপ্ত রাস্তার শতকরা হার ঃ ২০%
৩. বার্ষিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যয় ঃ ৫,০০,০০০.০০
৪. গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যত প্রয়োজনীয়তা ঃ নতুন ২০০০ সড়ক-বাতি সোলার ব্যবস্থা করা
৫. ব্যবধান ঃ ১৮৪১ সড়ক-বাতি সোলার
৬. ব্যবধান পুরণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ঃ ২৩৫০.০০ লক্ষ টাকা।

**মুখ্য বিষয়/ সমস্যাঃ**

১. ৮০% রাস্তায় সড়ক বাতি না থাকায় রাত্রে যানবাহন ও পথচারী চলাচলে সমস্যা হয়।
২. বিভিন্ন স্থানে রাস্তায় চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে থাকে।

পৌর জরীপ তথ্য মতেঃ

এলাকার নিরাপত্তা ও কর্মজীবী মহিলাদের নিরাপদে চলাচলের বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ বাজেট বরাদ্দ করা এবং একই সাথে রক্ষণাবেক্ষনের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা বিশেষ জরুরী।

**সমাধানের পরামর্শঃ**

ক. পৌরসভায় যদিও বেশীরভাগ রাস্তায় এনার্জি সেভিংল্যাম্প ব্যবহার করা হয়, তবে বাকি রাস্তায়ও এই ধরনের লাইট সরবরাহ করা উচিৎ।
খ. প্রতিটি রাস্তায় পর্যাপ্ত সড়ক বাতি সরবরাহ করা প্রয়োজন।
গ. পৌরসভায় বৈদ্যুতিক শাখার জনবল থাকা দরকার।
ঘ. যেহেতু অত্র এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যা রয়েছে তাই বিদ্যুত সাশ্রয়ে পৌরসভা সোলার প্যানেল ব্যবহার করে অত্র এলাকায় সড়ক বাতির বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করতে পারে।

## ৪.৭ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

## Solid Waste Management

পৌর সার্ভের তথ্য থেকে জানা যায় যে, পৌরসভাতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ বা ডাস্টবিনের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই। পৌরসভা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ও সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি না থাকায় যেখানে-সেখানে স্তুপাকারে আবর্জনা ফেলা হয়। প্রধান রাস্তায় সপ্তাহে ৭ বার, মাঝারী সড়কে সপ্তাহে ৩ বার ও অন্যান্য এলাকায় সপ্তাহে ১ বার, বাজার এলাকায় সপ্তাহে ৭ বার বর্জ্য পরিষ্কারের কথা বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে কেবল বাজার এলাকায় বর্জ্য পরিষ্কার করা হয়। মাঝে মধ্যে অন্যান্য এলাকা থেকে অতি প্রয়োজনে এরূপ কাজ করা হয়। তবে বর্জ্য অপসারণের জন্য ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় রাস্তার পাশে বা কোন নিচু স্থানে বর্জ্য ফেলা হয়। এতে পরিবেশ দূষণ হয়। FGD ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর প্রথম ৫টি অগ্রাধিকার তালিকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ৪র্থ স্থান পায়। ভবানীগঞ্জ পৌরসভার কিছু এলাকা এখনও গ্রাম্য পরিবেশ বিরাজমান থাকায় ঐ সকল এলাকার স্থানীয় জনগণ ও স্টেকহোল্ডারগণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে তেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেনি। তাবে বাজার এলাকাসহ শহরের ঘনবসতি এলাকার বর্জ্য অপসারনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ জরুরী। এজন্য এখনই আগামী ২০/২৫ বছরের চাহিদা নিরুপন করে ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ করা, জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ করা, যানবাহন ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা ইত্যাদির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরী। আর এজন্য সংশ্লিষ্ট শাখার জনবল নিয়োগসহ পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহন করা আবশ্যক। এই জন্য আনুমানিক ১.৫০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন রয়েছে।

**মুখ্যবিষয় /সমস্যাঃ**

পৌর সার্ভের আলোকে নিম্নে সমস্যাগুলো উল্লেখ করা হলঃ

(১) পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/কনজারভেন্সি সেবা প্রদানের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নেই।

(২) পৌরসভায় সার্বক্ষনিক কঞ্জাররেন্সী সুপারভাইজার/ইনেসপেক্টর নাই।

(৩) বেশির ভাগ রাস্তা অপ্রসস্ত তাই গার্ভেজ ট্রাক থাকলেও সব রাস্তায় তা চলাচল করতে পারে না বিধায় এখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক রিক্সা ভ্যানের প্রয়োজন আছে।

(৪) অর্থের অভাবে এবং মন্ত্রনালয়ের অনুমোদন না পাওয়ায় পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে পারে না।

**পৌর জরীপ তথ্য মতেঃ**

ক. বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার কোন সার্ভিস না থাকায় পরিবেশ দুষন হয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রোগ জীবানু জম্মে।

খ. ডাষ্টবিন না থাকা এবং নিয়মিত বর্জ্য পরিস্কার না করা।

গ. কিছু এলাকাতে ডাষ্টবিন থাকলেও ব্যাবহারে জ্ঞান সচেতন নহে এবং প্রয়োজনের তুলনায় ডাষ্টবিনের সংখ্যা কম।

ঘ. বেশির ভাগ সময় রাস্তার উপর ময়লা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় দুর্গন্ধের কারনে চলাচলে অনুবিধা হয় এবং পরিবেশ দূশন হয়।

ঙ. রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা কম

চ. রাস্তার পার্শ্বে এবং পাশ্ববর্তী ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলে।

ছ. জনগনের সচেতনতার অভাব

জ. আবাসিক এলাকার বাড়ি বাড়ি থেকে কঠিন বর্জ্য অপসারনের ব্যবস্থা না থাকা।

**সমাধানের পরামর্শঃ**

(১) পৌরসভা কর্তৃক কঠিন বর্জ্য অপসারনে সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা থাকা উচিৎ।

(২) প্রজোনীয় সংখ্যক ট্রান্সফার স্টেশন নির্মান করতে হবে।

(৩) পৌরসভার উদ্যেগে ভ্যান গাড়ীতে করে বাড়ী বাড়ী থেকে প্রতিদিন ময়লা সংগ্রহ করা এবং বিনিময়ে সেবা গ্রহিতার কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ আদায় করা।

(৪) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

(৫) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য মনিটরিং সেল গঠন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা /কর্মচারীদের বর্জ্য অপসারনে আরো যত্নবান হওয়া।

(৬) আগামী ২০৪০ সালের চাহিদা নিরুপন করে ডাম্পিং গ্রাউন্ড উন্নয়ন করা, জমি ক্রয় / অধিগ্রহন করা, যানবাহন যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা।

## ৪.৮ বিনোদন সুবিধাঃ
## Recreational Facilities

### পৌর জরীপ থেকে **প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ীঃ**

ক. পৌরবাসীদের জন্য কোন বিনোদন সুবিধা নাই। পৌরএলাকায় শিশুদের জন্য খেলার মাঠ ও শিশু পার্ক নাই। এতে শিশুদের মানষিক ও শাররিক বিকাশ ব্যহত হচেছ।

খ. বিনোদনের জন্য সরকারী বা ব্যক্তিগত ভাবে কোন সুবিধা নাই।

গ. অধিকাংশ স্কুলের সাথে কোন খেলার মাঠ নেই।

ঘ. বিনোদন সুবিধা নেই বলে তর ্ন সমাজ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে।

ঙ. পৌরসভার উদ্যেগে কোন পার্ক , ব্যায়ামগার, কমিউনিটি সেন্টার বা অডিটোরিয়াম নাই।

চ. বয়স্ক লোকেরা সকাল বিকাল ব্যায়াম করার মত কোন সুবিধা পায় না।

**সমাধানের পরামর্শঃ**

ক. পৌরসভার উদ্যোগে শিশুদের জন্য শিশুপার্ক নির্মান সহ মহিলাদের জন্য বিনোদন সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ. পৌরসভার উদ্যেগে অডিটোরিয়াম, ব্যায়ামাগার ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মান করা।

গ. পৌরসভার উদ্যেগে সরকারী খাস জমি বন্দোবস্ত নিয়ে দখলকৃত জমি উদ্ধার করে খেলার মাঠ ও প্রয়োজনে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এলাকা ভিত্তিক ও স্কুল ভিত্তিক পাঠাগার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

## ৪.৯ পৌর মার্কেট কাম আবাসিক হোটেল ও কাচা বাজার নির্মানঃ

**বিদ্যমান অবস্থা**

### পৌর জরীপ থেকে

**পৌর** জরীপ থেকে জানা যায় যে, পৌরসভার নিজস্ব কোন সুপার মার্কেট নাই। চাহিদা মোতাবেক বহুতল বিশিষ্ট সুপার মার্কেট কাম আবাসিক হোটেল নির্মান করতে পারলে পৌরসভার আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। পৌরসভার নিজস্ব জমি আছে সেখানে পৌর সুপার মার্কেট কাম আবাসিক হোটেল নির্মান করা যাবে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১টি ছোট সুপার মার্কেট রয়েছে। এ সংখ্যা আরও বাড়ানোর জন্য পৌরসভা ভূমিকা রাখতে পারে। পৌরসভার কাঁচা বাজারে ১টি কসাইখানা আছে। পরিবেশ সম্মত রাখতে

হাটের সেড সমুহ নতুনভাবে নির্মাণ প্রয়োজন বলে বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটি সুপারিশ করেছে। ওয়ার্ড ভিশনিং এ সুপার মার্কেট মাছ ,মাংস সেড সহ কাঁচা বাজার নির্মাণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বাজার অবকাঠামো নির্মান উন্নয়নে পৌরসভার প্রায় ৩.৫০ কোটি টাকা দরকার।

মুখ্য বিষয় / সমস্যা

- পৌর এলাকায় চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী মার্কেট ও কাঁচা বাজারের অভাব ;
- বিদ্যমান মার্কেট ও বাজার এলাকায় নিরাপত্তার অভাব ও পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা অভাব;
- পৌরসভার আওতায় মার্কেট নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির অভাব রয়েছে। সরকারী খাস জমি থাকলেও তা ব্যক্তি মালিকানায় লীজ দেওয়ায় পৌরসভা বাজার সম্প্রসারন করতে পারে না।

সমাধানের পরামর্শ

- সরকারী খাসজমি পৌরসভার অনুকূলে স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান সহ সকল খাস জমি হস্তান্তরে পৌরসভার অনুমতি গ্রহন বাধ্যতামূলক করা উচিৎ।
- পৌরবাসীর প্রয়োজনে বহুতল বিশিষ্ট মার্কেট কাম আবাসিক হোটেল ও কাঁচা বাজার নির্মান ও উন্নয়ন করতে হবে।
- এলাকাভিত্তিক কমপক্ষে আরও চারটি কাঁচা বাজারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- স্বাস্থ্যসম্মত আধুনিক কসাইখানা নির্মানসহ হালাল উপায়ে পশু জবাই এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- মার্কেট ও বাজার এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং রাত্রিকালীন আলোর ব্যবস্থা সহ সহজ মালামাল পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

## ৪.১০ রাস্তা-ঘাট/সেতু/কালভার্ট ও পরিবহন
## Road/Bridge/Culvert

### বিদ্যমান অবস্থা

ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় প্রয়োজন অনুপাতে রাস্তা কম, অপ্রসস্ত এবং বিদ্যমান রাস্তার অধিকাংশ আধাপাকা, ভাংগাচোরা ও ব্যবহার অনুপযোগী। পৌর এলাকায় যানবাহন চলাচলের জন্য কোন পরিবহণ ব্যবস্থাপনা নেই। পৌর এলাকার যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা নগরবাসীর চলাচলের জন্য মান সম্মত নয়। এই এলাকার উপর দিয়ে দেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র নাটর গ্রীন ভ্যালি ও গণভবন হতে ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য জেলার সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। তবে পৌর এলাকার অভ্যন্তরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এখনও আশানুরুপ উন্নয়ন হয়নি। এ মুহুর্তের চাহিদা মেটাতে প্রায় ৪.৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন মর্মে বেইজ লাইন সার্ভের উপরের তথ্য থেকে জানা যায়।

ছক- ১.২২ ঃ ভবানীগঞ্জ পৌরসভার বিদ্যমান রাস্তা ও সড়ক অবকাঠামোর চিত্র

| রাস্তার পরিমাণ (কিঃমিঃ) | | | | সেতু | কালভার্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| **পাকা** | আধা পাকা | কাঁচা | মোট রাস্তা | | |
| **৩২.৫০** | **৬.২০** | **৬.২৩** | **৪৪.৯৩** | **৪ টি** | **২৫ টি** |

**পৌর সার্ভে থেকে**

**পৌর জরীপ তথ্যে রাস্তা/ব্রীজ/কালভার্ট সম্পর্কিত বিদ্যমান অবকাঠামো অবস্থার প্রধান ৩টি সমস্যা উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ**

১. পৌর এলাকার রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ্য মেয়াদী পরিকল্পনা নেই;
২. রাস্তার সংখ্যার স্বল্পতা, অপ্রসস্ততা এবং সম্প্রসারণ জটিলতা, এবং
৩. আর্থিক অবস্থার কারণে O&M যথাযথভাবে হয় না ।

**পৌর সার্ভে হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ীঃ**

(১) (ক) কিছু কিছু রাস্তা কাঁচা হওয়ায় বর্ষাকালে তা কর্দমাক্ত হওয়ায় চলাচলে অসুবিধা হয়।
(২) দীর্ঘদিন রাস্তা সংস্কার না করার কারণে কিছু কিছু রাস্তা ভাঙ্গা, যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী।
(৩) ব্যক্তি মালিকানাধীন অবকাঠামো নির্মানে রাস্তার জন্য জায়গা না রাখায় রাস্তা প্রশস্ত করতে সমস্যা হয়।
(৪) অধিকাংশ রাস্তা অপ্রসস্ত এবং রাস্তার পার্শ্বে জলাধার থাকায় উন্নয়ন করা যায় না এবং পানির কারণে রাস্তা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
(৫) রাস্তার উপর নির্মান সামগ্রি, দোকানের পসরা, মালামাল এবং ওয়েল্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা করায় রাস্তার বেশীর ভাগ জায়গা দখল থাকায় যান চলাচলে সমস্যা হয়।

**সমাধানের পরামর্শ**

১. মহা পরিকল্পনার আওতায় রোড নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
২. রাস্তার জায়গা অবৈধ দখল মুক্ত করতে হবে।
৩. সংযোগ সড়ক নির্মান করতে হবে।
৪. পথচারি চলাচলের জন্য ফুটপাথ নির্মান ও ভাঙ্গা রাস্তা সংস্কার করতে হবে।
৫. বিদ্যমান কাঁচা ও আধাপাকা রাস্তা পাকা করণ ও অপ্রসস্ত রাস্তা প্রসস্ত করতে হবে।
৬. ইমারত নির্মানের সময় রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা ছাড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং এই জন্য কঠোর তদারকীর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৭. আধুনিক বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মান ও রাস্তার উপর যত্রতত্র পার্কিং প্রতিরোধ করতে হবে।
৮. সিবিও'র মাধ্যমে মহল্লার আভ্যন্তরীন রাস্তা উন্নয়নে পরিকল্পনা অনুযায়ী আলাদা পদক্ষেপ গ্রহন করে মহল্লাবাসিকে রাস্তার জন্য জমি ছাড়তে উৎসাহিত করতে হবে।

## ৪.১১ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী

### Activities and function of Pourashava

বাংলাদেশের সকল পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত আইনের আওতায় ভবানীগঞ্জ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নে বর্নিত হলঃ

### ক) পৌরসভার দায়িত্ব ঃ

১) স্ব-স্ব এলাকাভুক্ত নাগরিকগনের এই আইন ও অন্যান্য আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সকল প্রাকার নাগরিক সুবধা প্রদান করা;
২) পৌর প্রশাসন ও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহন করা;

৩) পৌর এলাকায় নাগরিকগনের পৌরসেভা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণসহ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা; এবং

৪) নাগরিক নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

## খ) পৌরসভার মূখ্য কার্যাবলীঃ

১. আবাসিক, শিল্প এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহ;

২. পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন;

৩. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;

৪. অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষে পরিকল্পনা প্রণয়ন;

৫. যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়নকল্পে রাস্তা,ফুটপাথ, জনসাধারনের চলাচল, যাত্রী এবং মালামালের সুবিধার্থে টার্মিনাল নির্মাণ;

৬. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০১৩ (১৭/১৮ বিধিমালা) এ প্রদত্ত কার্যাবলী;

৭. পরিবহন ব্যাবস্থাপনার সুবিধার্থে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, পথচারীদের সুবিধার্থে যাত্রী ছাউনী, সড়ক বাতি, যানবাহনের পার্কিং স্থান এবং বাস স্ট্যান্ড বা বাস স্টপ এর ব্যাবস্থা করা;

৮. নাগরিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষাণাবেক্ষণ , বৃক্ষরোপন ও রক্ষনাবেক্ষণ;

৯. বাজার ও কসাইখানা স্থাপন এবং ব্যাবস্থাপনা;

১০. শিক্ষা, খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদন, আমোদ প্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ সৃষ্টি প্রসারে সহয়তা, পৌর এলাকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি।

# ৫. পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা

# Pourashava Governance

## ৫.১ পৌরসভার জনবল

## Pourashava Staff

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট পৌরসভার সংখ্যা ৩২৯টি, শ্রেণী বিন্যাসে এ সকল পৌরসভা 'বিশেষ' শ্রেণী, 'ক' শ্রেণী 'খ' শ্রেণী ও 'গ' শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের মধ্যে ভবানীগঞ্জ 'ক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পৌরসভা। অন্য দিকে প্রত্যেক শ্রেণীর পৌরসভার জন্য আলাদা আলাদা অর্গানোগ্রাম রয়েছে যার ভিত্তিতে ঐ পৌরসভার জনবল নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ সকল জনবল আবার পৌরসভা কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগবিধি অনুসরনে নিযুক্ত করা হয়। সার্বিক ভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ করা হয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহন সাপেক্ষে পৌরসভা কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়। ক শ্রেণীর পৌরসভা হিসেবে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুমোদিত পদ এবং তার বিপরীতে বর্তমানে পুরণকৃত পদ, শুন্য পদের সংখ্যা, দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে কর্মরতদের সংখ্যা, মহিলাদের দ্বারা পুরণকৃত পদের সংখ্যা ও বিগত ১০ বছরে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীদের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলঃ

| ক্রঃ নং | বিভাগ/শাখা | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | পূরণকৃত পদ | শুন্যপদ (পদের নাম ও পদ সংখ্যা) | দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা | মহিলাদের দ্বারা পুরণকৃত পদসংখ্যা | গুরুত্বপুর্ণ (শাখা প্রধান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা)পদে অধিষ্ঠিত/কর্মরত ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা | গুরুত্বপুর্ণ (শাখা প্রধান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা)পদে অধিষ্ঠিত/কর্মরত ব্যক্তিদের কর্ম অভিজ্ঞতা(বৎসর) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| | **মেয়র** | ০১ (+২ এম এল এস এস) | ১ | ২ (এম এল এস এস) | ২ জন | × | | |
| | **প্রধান নির্বাহী কমকর্তা** | ১ জন (+১ এল এস এস) | শুণ্য | **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ১জন + ১** (এম এল এস এস) | × | × | × | × |
| ১ | **প্রশাসন বিভাগ - ৫৪ জন** | | | | | | | |
| | সচিব | ১ জন | শুণ্য | × | × | × | | |
| | সাধারণ শাখা | ২০ জন | ২ জন | ১৮ জন | ১ জন | ১ জন | উচ্চমান সহকারী, এইচ.এস.সি | ১১ বছর |
| | হিসাব শাখা | ৬ জন | ২ জন | ০৪ জন | × | ১ জন | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, এম কম | ১৬ বছর |
| | এ্যাসেসমেন্ট (কর নির্ধারণ) শাখা | ৬ জন | ১ জন | ০৫ জন | × | × | এসেসর, বি এ | ২১ বছর |
| | কর আদায় ও লাইসেন্স শাখা | ১৬ জন | ১ জন | ১৫ জন | ৫ জন | × | ১) কর আদায়কারী, বি এস সি | ২১ বছর |
| | | | | | | | ২) লাইঃ পরিদর্শক, বিএ (চুক্তিভিত্তিক) | ৬ বছর |
| | পৌর বাজার শাখা | ৫ জন | × | ০৫ জন | ১ জন | × | বাজার পরিদর্শক, (চুক্তিভিত্তিক) বি এস এস | ৫ বছর |
| | শিক্ষা/সংস্কৃতি/ পাঠাগার শাখা | | | | | | | |
| | | ৫৪ | ০৬ | ৪৮ | ৭ | ২ | | |
| ২ | **প্রকৌশল বিভাগ - ৬৮ জন** | | | | | | | |
| | নির্বাহী প্রকৌশলী | ১ জন | ১ জন | - | × | × | ডিপ্লোমাঃ ইঞ্জিঃ সিভিল | ৩০ বছর |
| | বিদ্যুৎ, পূর্ত ও যান্ত্রিক শাখা | ৫১ জন | ৪ জন | ৪৭ জন | ৪ জন | × | ১) সহঃ প্রকৌশলী এবং ডিপ্লোমাঃ ইন ইঞ্জিঃ সিভিল | ২১ বছর |

| ক্রঃ নং | বিভাগ/শাখা | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | পূরণকৃত পদ | শুন্যপদ (পদের নাম ও পদ সংখ্যা) | দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা | মহিলদের দ্বারা পুরণকৃত পদসংখ্যা | গুরুত্বপুর্ণ (শাখা প্রধান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা)পদে অধিষ্ঠিত/কর্মরত ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা | গুরুত্বপুর্ণ (শাখা প্রধান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা)পদে অধিষ্ঠিত/কর্মরত ব্যক্তিদের কর্ম অভিজ্ঞতা(বৎসর) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ২) উপ-সহঃ প্রকৌশলী ডিপ্লোমাঃ ইন ইঞ্জিঃ সিভিল | ১ বছর |
| | পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন শাখা | ১৬ জন | × | ১৬ জন | × | × | | |
| | | ৬৮ | ৪ | ৬৪ | ৪ | | | |
| | স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ - ৩৩ জন | | | | | | | |
| | স্বাস্থ্য কর্মকর্তা | ১জন | শুণ্য | স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ১জন | × | × | × | × |
| ৩ | স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শাখা | ২৭ জন | ১ জন | ২৬ জন | ২ জন | ১ জন | টিকাদান সুপারভাইজার, এম.এ | ১১ বছর |
| | পরিচ্ছন্নতা শাখা | ৫ জন | × | ৫ জন | ৫ জন | ২ জন | | ৬ বছর |
| | | ৩৩ | ১ | ৩২ | ৭ | ৩ | | |
| | | **১৫৭** | **১২** | **১৪৫** | **২৫** | | | |

উপরোক্ত ছকে দৃশ্যমান পৌরসভার জনবলের বিবরণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, যেখানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৫৭ টি সেখানে কর্মরত রয়েছেন মাত্র ১২ জন। এদের মধ্যে প্রশাসন বিভাগের ৫৪ টি পদের বিপরীতে ০৬ জন, প্রকৌশল বিভাগে ৬৮ টি পদের বিপরীতে ০৪ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পিরকল্পনা বিভাগে ৩৩ টি পদের বিপরীতে ০১ জন কর্মরত আছেন, পৌরসভার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীসহ মোট ২৫ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়ে কোনরকমে পৌর কাজ-কর্ম চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ অনুমোদিত পদের তুলনায় প্রায় ৯০% পদ শুন্য রয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তার গুরুত্ব পূর্ণ ২টি পদও আছে। কাজেই এতে সহজেই ধারণা করা যায় যে, পৌরসভার প্রয়োজনীয় জনবলের তুলনায় বিদ্যমান জনবল এতই অপ্রতুল যে, এদের দ্বারা পৌরসভার কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা বাস্তবে প্রায় অসম্ভব ।

## ৫.২ নগর সমন্বয় কমিটি এবং ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি

পক্ষান্তরে অধিকাংশ ওয়ার্ড ভিশনিং এ পৌরসভা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যার সাথে পরিবার জরিপের তথ্যাদির সামঞ্জস্যতা দেখা যায়। এ সংক্রান্তে ওয়ার্ড ভিশনিং এ অংশগ্রহণকারীদের শক্তিশালী অভিমত হচ্ছে পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক। 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এ পৌরসভার সেবামূলক ও অন্যান্য কাজে জনগণের মতামত গ্রহনের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড পর্যায়ে এবং পৌরসভা পর্যায়ে কমিটি গঠন করতে পারবে মর্মে বিধান রাখা হয়েছে। পৌরসভা আইনের উক্ত বিধান অনুসরণেই জনগণ/স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WC) এবং পৌরসভা পর্যায়ে নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) গঠন করা হয়েছে। পিডিপিতে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

পৌরসভায় যে ভাবে ওয়ার্ড কমিটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়

## ৫.৩ পৌরসভার স্থায়ী কমিটি সমূহঃ

- সংস্থাপন ও অর্থ;
- কর নিরূপণ ও আদায়;
- হিসাব ও নিরীক্ষা;
- নগর পরিকল্পনা , নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন;
- আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা;
- যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো;
- মহিলা ও শিশু;
- মৎস্য ও পশু সম্পদ;
- তথ্য ও সংস্কৃতি; এবং
- বাজার মূল্য পর্যবেক্ষন, মনিটরিং, নিয়ন্ত্রণ।

উপরোক্ত স্থায়ী কমিটি ব্যতীত ভবানীগঞ্জ পৌরসভা প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে এবং বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন, আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়ক কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

## ৫.৪ অভিযোগ নিস্পত্তি

### Grievance Redresses (GRC)

পৌরসভায় বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের অভিযোগ দাখিল করার সুযোগ রয়েছে। এই সমস্ত অভিযোগ তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে (৯০%) সরাসরি উপস্থিত হয়ে দাখিল করেন। আবার পত্র মারফত বা মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মাত্র ১০% ভাগ পরিবার অভিযোগ দাখিল করেন।

১) অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলরকে সহ পৌর সালিশি বোর্ডের মাধ্যমে নিস্পিত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২) ছোট খাটো অভিযোগ সমূহ মেয়র মহোদয় অথবা ক্ষেত্র বিশেষ বিভাগীয় প্রধানগণ নিস্পত্তি করেন

## ৫.৫ আর্থিক সক্ষমতা (বাজেট,কর/বিল আদায় বিশ্লেষণ)

### ৫.৫.১ বিধি-বিধান

’স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯’ এর বিধান অনুযায়ী পৌরসভা তহবিল গঠিত ও পরিচালিত হয়। ’পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩’, আদর্শ কর তফসিল-২০১৪ এবং মডেল ট্যাক্স সিডিউল ২০০৩ পৌরসভা রাজস্ব নির্ধারনের ভিক্তি। পৌরসভার পৌরদ সচিবের নেতৃত্বাধীন সাধারণ বিভাগের আওতায় হিসাব শাখা, এ্যাসেসমেন্ট শাখা ও কর আদায় শাখার সমন্বয়ে আর্থিক বিষয়ক রেকর্ডপত্র তৈরী ও সংরক্ষণ করে। অন্যান্যা পৌরসভার মত ভবানীগঞ্জ পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সাধারণ প্রশাসন পৌর মেয়রের নেতৃত্বে পৌর-পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

### ৫.৫.২ করনির্ধারণ ও পুণঃনির্ধারণ

'পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩' এবং 'আদর্শ কর তফসিল, ২০০৩' বিধান অনুযায়ী সকল পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পর পরই সাধারণ কর নির্ধারণ বাস্তবায়ন করবে এবং অতপর পাঁচ বছর অন্তর অন্তর পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স বা পৌরকর পূর্ণ নির্ধারণ করবে এছাড়া নিয়মিত অন্তবর্তীকালীন পৌরকর নির্ধারণ প্রক্রিয়া চালু রাখবে। তদানুযায়ী সর্বশেষ ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় সাধারণ কর নির্ধারণ বাস্তবায়ন করা হয়। সে হিসাবে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বৎসরে পরবর্তী কর পূনঃনির্ধারনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার কথা। এছাড়া অন্তবর্তীকালীন কর নিধারণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

### ৫.৫.৩ হিসাব বই (Accounts book)

ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় নিম্নে বর্নিত হিসাব বই বা (Accounts Book) সংরক্ষনণ করে।

| হিসাব বই/ রেজিষ্টার / ডকুমেন্ট | দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যাক্তি |
|---|---|
| সাধারণ ক্যাশ বই | হিসাব রক্ষক |
| ক্যাশিয়ারের ক্যাশ বই | হিসাব রক্ষক |
| চেক ইস্যু রেজিষ্টার | হিসাব রক্ষক |
| দৈনিক গ্রহণ/আদায় রেজিষ্টার | হিসাব রক্ষক |
| কর আদায় রেজিষ্টার | সহকারী কর আদায়কারী |
| ট্রেড লাইসেন্স রেজিষ্টার | লাইসেন্স পরিদর্শক |
| দায় রেজিষ্টার | হিসাব রক্ষক |
| কর নির্ধারন রেজিষ্টার | কর নির্ধারক |
| ফিক্সড এ্যাসেট রেজিষ্টার | নিম্নমানসহকারী সহকারী |

### ৫.৫.৪ বাজেট ও বাজেটের নিয়ন্ত্রণঃ

অন্যান্য পৌরসভার মত সরকার নির্ধারিত ছক ও পদ্ধতি অনুসরণে ভবানীগঞ্জ পৌরসভাও আর্থিক বছর ভিত্তিক আয় ব্যয় প্রদর্শন পূর্বক বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করে। উক্ত বাজেটে পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়, চলতি বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবেশন করা হয়। পৌরসভার বাজেটেই পৌরসভার সত্যিকারের আয়-ব্যয়ের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। পৌরসভাকে মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে বাজেট তৈরী করে মে মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠাতে হয়। সাধারনত জুন মাসের মধ্যে পৌরসভা তাদের বাজেটের অনুমোদন পেয়ে থাকে।

### ৫.৫.৫ অডিট

ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় অভ্যান্তরিন নিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রতি বছর সরকারী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ভবানীগঞ্জ পৌরসভার রাজস্ব খাত, উন্নয়ন খাত উন্নয়ন কর্মসূচী ইত্যাদি লেন-দেনের হিসাব নিরীক্ষা করার বিধান থাকলেও সাধারণতঃ দুই / তিন বছর পরপর এই নিরীক্ষা কার্যক্রম করা হয়ে থাকে। পৌরসভাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত অডিটর কর্তৃক মতামতের সন্তোষজনক জবাব দিতে হয়।

### ৫.৫.৬ রিপোর্ট পেশ

বাজেট ছাড়া ভবানীগঞ্জ পৌরসভাকে বছরের একবার আয়-ব্যায়ের হিসাব (জবপবরঢ়ঃ ধহফ চধুসবহঃ অপপড়ঁহঃ) এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড সহ মন্ত্রনালয়ের চাহিদামত বিভিন্ন রিপোর্ট তৈরী করে স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠাতে হয়।

| সেবার নাম | সেবার পরিমান ও মান | সন্তুষ্টির মাত্রা | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rank-1* | Rank-2* | Rank-3* | Rank-4* | Rank-5* |
| **১। পয়ঃ নিষ্কাশন** | পয়ঃনিষ্কাশনের অবস্থা | ১০.৯০ | ৩.৩৮ | ৩৪.২১ | ৪০.২৩ | ১১.২৮ |
| **২। নর্দমা** | নর্দমার অবস্থা | ১৯.৪৭ | ৪২.৩৭ | ২১.৭৬ | ১১.০৭ | ৫.৩৪ |
| **৩। কঠিন বর্জ্য অপসারণ** | সার্বিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ২৯.৮২ | ২৩.২৭ | ৩৪.৯১ | ৩.২৭ | ৮.৭৩ |
| **৪। রাস্তা ও পরিবহন** | রাস্তা ও পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে | ১১.১১ | ১৭.৬২ | ৫৮.৬২ | ১১.৪৯ | ১.১৫ |
| **৫। স্বাস্থ্য সেবা** | পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থা | ১২.৬২ | ১৭.৭৬ | ৫৪.৬৭ | ১২.১৫ | ২.৮ |

### ৫.৫.৭ পৌরকর পরিশোধ

### Payment of Pourashava Taxes

পৌরসভার আদায় বিভাগ থেকে জানাযায় যে, শতকরা ৮০% এর অধিল পরিবার হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করে। কারণ প্রথমতঃ পৌরসভার অর্থ সংক্রান্ত সেক্টোরাল ওয়াকিং গ্রুপ এ বিষয়টি নিয়মিত কর পূণঃনির্ধারণ ও অন্তবর্তিকালীন কর নির্ধারণসহ এ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বিবেচনা করে পিডিপিতে তার প্রতিফলন যাতে ঘটে তার ব্যবস্থা করতে পারে।

### ৫.৫.৮ পৌরসভার তহবিল

স্থাণীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ মোতাবেক প্রত্যেক পৌরসভায়, পৌরসভা তহবিল নামে একটি তহবিল থাকবে (ধারা ৮৯)। উক্ত পৌরসভা তহবিলে নিম্নে বর্ণিত অর্থ জমা হবেঃ

(ক) এ আইন কার্যকর হওয়ার সময় পৌরসভার সম্পূর্ণ এখতিয়ারে উদ্বৃত্ত তহবিল;
(খ) এ আইনের অধীনে পৌরসভা কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য দাবি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;
(গ) পৌরসভার ওপর ন্যস্ত অথবা তদন্তকৃত ব্যবস্থিত সম্পত্তি হতে সকল খাজনা এবং আয়, যা পৌরসভার নিকট পরিশোধ অথবা জমা যোগ্য;
(ঘ) এ আইনের অধীনে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইনের অধীনে পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ;
(ঙ) কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা স্থানীয় যে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দানের সমুদয় অর্থ;
(চ) পৌরসভার অধীনে পরিচালিত ট্রাস্ট হতে (যদি থাকে) জমাকৃত সমুদয় আয়;
(ছ) সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল অনুদান;
(জ) বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত সমুদয় লভ্যাংশ; এবং
(ঝ) সরকারের নির্দেশে পৌরসভার সম্পূর্ণ অধিকারে ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ।

### ৫.৫.৯ আরোপিত ব্যয়

পৌরসভা তহবিলের ওপর আরোপিত ব্যয় (ধারা ৯০) নিম্নরূপ হবে, যথাঃ

(ক) পৌরসভার কর্মে নিয়োজিত যে কোন সরকারি কর্মচারী অথবা স্থানীয় পরিষদ সার্ভিসের যে কোন সদস্যকে অথবা তার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদেয় সমুদয় অর্থ;

(খ) নির্বাচন পরিচালনায় অবদান, পৌরসভার সার্ভিসসমূহ রক্ষাণাবেক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষা এবং এরূপ অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পৌরসভা কর্তৃক প্রদেয় সমুদয় অর্থ; এবং

(গ) কোন আদালত অথবা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পৌরসভার বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন অর্থ এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত এরূপ আরোপযোগ্য যে কোন ব্যয়।

## ৫.৫.১০ সংরক্ষণ, বিনিয়োগ এবং বিশেষ তহবিল গঠন

(ক) পৌরসভা তহবিলের জমাকৃত টাকা সরকারি ট্রেজারির কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে অথবা সরকার কর্তৃক সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন পদ্ধতিতে জমা রাখতে হবে;

(খ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পৌরসভা তার তহবিলের যে কোন অংশ বিনিয়োগ করতে পারবে;

(গ) পৌরসভা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য পৃথক তহবিল গঠন এবং সংরক্ষণ করতে পারবে, যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে;

(ঘ) পৌরসভার তহবিলে সময়ে সময়ে জমাকৃত অর্থ নিম্নরূপ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োগ করতে হবেঃ-

(ঘ-১) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান;

(ঘ-২) এ আইনের অধীন পৌরসভার তহবিলের ওপর আরোপিত ব্যয় মিটানো;

(ঘ-৩) পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পৌরসভা কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা তহবিলের ওপর আরোপিত যথোপযুক্ত ব্যয় মিটানো; এবং

(ঘ-৪) সরকার কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা তহবিলের ওপর আরোপিত ব্যয় মিটানো।

## ৫.৫.১১ বাজেট

প্রতিটি পৌরসভা প্রতি অর্থ-বছর শুরু হওয়ার পূর্বে, (ধারা-৯২) পৌরসভার সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, প্রাক্কলিত বাজেট বলে উল্লেখিত, পৌর পরিষদ বিধি বিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করবে এবং তার একটি করে অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে। উক্ত বাজেটে পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়, চলতি বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবেশন করা হয়।

#### হিসাব

(ক) পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের হিসাব (ধারা-৯২) নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে রক্ষিত হয়;

(খ) প্রতি অর্থ বছরের শেষে বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়; এবং

(গ) বার্ষিক হিসাব বিবরণীর একটি প্রতিলিপি জনসাধারণের দর্শনের জন্য পৌরসভার কার্যালয়ের প্রকাশ্য কোন স্থানে প্রদর্শন করে এবং জনসাধারণের নিকট হতে হিসাব সংক্রান্ত সকল আপত্তি অথবা পরামর্শ পৌরসভা কর্তৃক বিবেচিত হয়।

### নিরীক্ষা

(ক) পৌরসভার হিসাব উপযুক্ত নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্যানেল হতে নিয়োজিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেক পৌরসভার হিসাব নিরীক্ষিত হয়;

(গ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার হিসাব সংক্রান্ত সকল বই এবং অন্যান্য দলিলাদি দেখতে পারে এবং পৌরসভার মেয়র অথবা কোন কাউন্সিলর অথবা কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে;

(ঘ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা সমাপনান্তে প্রতিবেদন দাখিল করবেন, যাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে উল্লেখ থাকবে-

(ঘ-১) তহবিল তসরুপের ঘটনা;

(ঘ-২) পৌরসভা তহবিলের ক্ষতি, অপচয়, অথবা অপপ্রয়োগের ঘটনা;

(ঘ-৩) হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনিয়ম;

(ঘ-৪) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের মতে যে সকল ব্যক্তি উপরোক্ত (ঘ-১), (ঘ-২) ও (ঘ-৩) এ বর্ণিত অনিয়মের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী তাদের নাম প্রতিবেদণে উল্লেখ করে;

(ঙ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কপি পৌরসভাকে প্রদান করে, তার অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করে;

(চ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত অনিয়ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পৌরসভা দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং গৃহীত ব্যবস্থা নিরীক্ষা কতৃর্পক্ষ এবং সরকারকে অবহিত করে; এবং

(ছ) পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের হিসাব তার নিরীক্ষা ও হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি প্রতি বছরে একবার নিরীক্ষা করে এবং এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পৌরসভার সাধারণ সভায় উপস্থাপন করে।

## ৫.৬ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী
## (Responsibilities and activities of Pourashava)

বাংলাদেশের সকল পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত আইনের আওতায় পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ

**ধারা-৫০ ঃ (১) পৌরসভার দায়িত্ব ঃ**

(১) স্ব-স্ব এলাকাভুক্ত নাগরিকগণের এ আইন ও অন্যান্য আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদান করা ;

(২) পৌর প্রশাসন ও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(৩) পৌর এলাকায় নাগরিকগণের পৌরসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণসহ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ; এবং

(৪) নাগরিক নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

**(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৌরসভার কার্যাবলী হইবে ঃ**

(১) আবাসিক, শিল্প এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহ ;

(২) পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ;

(৩) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ;

(৪) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ;

(৫) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রাস্তা, ফুটপাথ, জনসাধারণের চলাচল, যাত্রী এবং মালামালের সুবিধার্থে টার্মিনাল নির্মাণ ;

(৬) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) এ প্রদত্ত কার্যাবলী ;

(৭) পরিবহন ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, পথচারীদের সুবিধার্থে যাত্রী ছাউনী, সড়ক বাতি, যানবাহনের পার্কিং স্থান এবং বাস স্ট্যান্ড বা বাস স্টপ এর ব্যবস্থা করা ;

(৮) নাগরিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ;

(৯) বাজার ও কসাইখানা স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা ;

(১০) শিক্ষা, খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদন, আমোদ প্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসারে সহায়তা, পৌর এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

(১১) আইন,বিধি, প্রবিধি,উপ-আইন বা সরকার প্রদত্ত আদেশ দ্বারা অর্পিত অন্যান্য কার্যবলী

(৩) উপরি-উক্ত যে কোন কার্য সম্পাদন করিতে পৌরসভা নিজস্ব কারিগরী ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সামর্থ্য না থাকিলে নাগরিক সুবিধার্থে উপরি-উক্ত কার্যবলী স্থগিত করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্নিত কোন কার্য সম্পাদিত না হইলে সরকার এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে পারিবে।

(৫) উপরি-উক্ত কার্যাবলী ছাড়াও পৌরসভা উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী দ্বিতীয় তফসিলে বর্নিত কার্যবলী সম্পাদন করিবে।

## ধারা-৫১ ঃ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলী ঃ

(১) এ আইনে প্রদত্ত কার্যাবলী ব্যতীত সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা, প্রতিরোধ ও নিরাময় মূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিবহন, অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা এবং পৌর এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, ইত্যাদি যে কোন দায়িত্ব ও কার্য পৌরসভা সম্পাদন করবে।

(২) অন্য কোন দায়িত্ব বা কার্য পৌরসভা কর্তৃক সম্পাদন করিবার প্রস্তাব করা হইলে সরকার উহা যথাযথ মনে করিলে প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে সম্পাদনের নির্দেশ দিতে পারিবে।

## ধারা-৫২ ঃ পৌরসভার বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ

(১) পৌরসভা প্রত্যেক বছর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে পৌরসভার কার্যক্রমের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং পরবর্তী বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা প্রকাশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ করিতে না পারিলে সরকার পৌরসভার অনুকূলে অনুদান প্রদান স্থগিত রাখিতে পারিবে।

(৩) পৌরসভার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা মেয়রের সহিত পরামর্শক্রমে খসড়া প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং উহা চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিবে।

## ধারা-৫৩ ঃ নাগরিক সনদ প্রকাশ ঃ

(১) এই আইনের আওতায় গঠিত প্রতিটি পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণ প্রকাশ করবে যা "নাগরিক সনদ" (Citizen Charter) বলে অভিহিত হবে।

(২) সরকার পৌরসভার জন্য আদর্শ নাগরিক সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে এবং পৌরসভা আইন ও বিধি সাপেক্ষে, এই নির্দেশিকার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার ক্ষমতা রাখিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এ ধরনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হইলে, তা অবগতির জন্য সরকারকে অবহিত করতে হইবে।

(৩) নাগরিক সনদ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নে নিম্ন বর্নিত বিষয়সহ অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকিবে, যথা ঃ-

ক) পৌরসভা প্রদত্ত প্রতিটির সেবার নির্ভুল ও স্বচ্ছ বিবরণ;

খ) পৌরসভা প্রদত্ত সেবা প্রদানের মূল্য;

গ) সেবা গ্রহণ ও দাবী করা সংক্রান্ত যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া;

ঘ) সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা;

ঙ) সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে নাগরিকদের দায়িত্ব;

চ) সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা;

ছ) সেবা প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া; এবং

জ) সনদে উল্লেখিত অঙ্গীকার লংঘনের শাস্তি।

**ধারা-৫৪ ঃ উন্নত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন ঃ**

(১) প্রত্যেক পৌরসভা সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। পৌরসভা নাগরিক সনদে বর্ণিত আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়সহ সরকারিভাবে প্রদত্ত সকল সেবার বিবরণ উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিকদের জ্ঞাত করার ব্যবস্থা করবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) পৌরসভা নাগরিক সনদে বর্নিত আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়সহ সরকারিভাবে প্রদত্ত সেবার বিবরণ উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিকদের জ্ঞাত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

**ধারা-৫৫ ঃ পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন ঃ**

(১) পৌরসভা গঠিত হওয়ার পর প্রথম সভায় অথবা তৎপরবর্তী কোন সভায় কার্যপরিধি ও আড়াই বৎসর মেয়াদ নির্ধারণ করিয়া বিধি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে, যথা ঃ-

(ক) সংস্থাপন ও অর্থ;
(খ) কর নিরূপণ ও আদায়;
(গ) হিসাব ও নিরীক্ষা;
(ঘ) নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন;
(ঙ) আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা;
(চ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো;
(ছ) মহিলা ও শিশু;
(জ) মৎস্য ও পশু সম্পদ;
(ঝ) তথ্য ও সংস্কৃতি; এবং
(ঞ) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

(২) উল্লিখিত স্থায়ী কমিটি ব্যতীত প্রতি পৌরসভা প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন, আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাইতে পারে।

(৩) পরিষদের স্থায়ী কমিটিতে সর্বাধিক ৫ জন সদস্য থাকিবেন এবং উক্ত কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ পরিষদের সভায় কাউন্সিলরগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে মেয়র কোন স্থায়ী কমিটির সভাপতি হইতে পারিবে না;

তবে আরো শর্ত থাকে যে, কোন কাউন্সিলর পরিষদের সিদ্ধান্ত ব্যতীত একের অধিক কমিটির সভাপতি হতে পারিবে না।

(৪) যে সকল পৌরষভা নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার স্বল্পতাহেতু এই ধারায় প্রণীত সকল বিষয়ে পৃথক পৃথক স্থায়ী কমিটি কার্যকর করা সম্ভব হইবে না, সেই সকল পৌরসভার ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাইবে।

(৫) প্রত্যেক স্থায়ী কমিটিতে অন্যূন শতকরা ৪০ভাগ মহিলা সদস্য রাখা যাইবে।

(৬) সকল স্থায়ী কমিটিতে মেয়র পদাধিকারবলে সদস্য থাকিবেন এবং মেয়র আইন শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকিবেন।

(৭) স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্য লিখিতভাবে কমিটির পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং এই সংক্রান্ত পদত্যাগপত্র মেয়রকে সম্বোধন করিয়া দিতে হইবে এবং এইরুপ পত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে।

(৮) কোন স্থায়ী কমিটির সভাপতি বা সদস্য অনিবার্য কারণ বশতঃ দুইমাসের অধিক অনুপস্থিত থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে পরিষদ উহার সভায় অন্য কোন কাউন্সিলরকে উক্ত স্থায়ী কমিটির সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে পারিবে।

(৯) স্থায়ী কমিটি ইহার কাজের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন একজন ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত (Co-Opt) করিতে পারিবেন।

(১০) স্থায়ী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত সদস্য (Co-Opt member) এর কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

**ধারা-৫৬ ঃ স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী ঃ**

(১) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে, তবে উপ-আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাইবে।

(২) স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচিত হইবে এবং কোন সুপারিশ পৌর পরিষদে গৃহীত না হলে তার যথার্থতা ও কারণ লিখিতভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাইতে হইবে।

(৩) স্থায়ী কমিটির সকল কার্যধারা পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

**ধারা-৫৭ ঃ সভায় নাগরিক গণের উপস্থিতি ঃ**

কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা কোন নাগরিক বা নাগরিকবৃন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিষদ বা ইহার স্থায়ী কমিটি বা অন্য কোন কমিটি সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি দিতে পারিবে এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করে যথাযথ হলে উক্ত মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত বা সুপারিশমালা গ্রহণ করিতে পারিবে।

**ধারা-৫৯ ঃ পৌর এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন ঃ**

পৌর এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ অন্যান্য বিষয়ে সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক বা একাধিক কমিটি গঠিত হবে, যার গঠন ও কার্যপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

**ধারা-৬১ ঃ নথিপত্র, প্রতিবেদন, ইত্যাদি সংরক্ষণ ঃ**

(ক) পৌরসভার কার্যাবলীর সমুদয় নথিপত্র নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে;
(খ) মেয়াদী প্রতিবেদন এবং বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;
(গ) পৌরসভার কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার সময় সময় যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেরূপ তথ্যাবলী প্রকাশ করিবে।

## কাঠামো পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য

ভবিষ্যত বৃদ্ধির ক্ষেত্রগুলির সীমানা নির্ধারণের মাধ্যমে এবং প্রধান উন্নয়ন এলাকার সম্ভাব্য অবস্থানের ইঙ্গিতের মাধ্যমে কাঠামো পরিকল্পনা এলাকার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত: ক) গুরুত্বপূর্ণ ভৌত অবকাঠামোর ইঙ্গিত; এবং খ) ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য নীতি সুপারিশ নির্ধারণ করা। রেফারেন্সের শর্তাবলী অনুসারে, মধুপুর পৌরসভা কাঠামো পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি হল:

- পৌরসভার প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌত পরিবেশগত বৃদ্ধি, জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে কার্যকরী যোগসূত্র এবং শ্রেণিবিন্যাসের বর্ণনা; ক্যাচমেন্ট এলাকা; জনসংখ্যা; ভূমি ব্যবহার এবং নগর সেবা; বিভিন্ন সেক্টরাল কার্যক্রম, ইত্যাদির জন্য দায়ী সংস্থা।
- নিদর্শন এবং উন্নয়নের প্রবণতা বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে শহুরে বৃদ্ধি এলাকার সনাক্তকরণ, এবং পরবর্তী ২০ বছরের জন্য জনসংখ্যা, ভূমি ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অনুমান।
- মধুপুর পৌরসভার শারীরিক ও পরিবেশগত সমস্যার সনাক্তকরণ ও বর্ণনা।
- বর্তমান অনুশীলনে ব্যবহারের সম্ভাব্য সুযোগ বিশ্লেষণ এবং খুঁজে বের করার জন্য প্রাসঙ্গিক নীতির আলোচনা এবং মধুপুর পৌরসভার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিদ্যমান নীতির সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতা খুঁজে বের করা।
- ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন কৌশল প্রদান করা।
- বেসরকারি খাতের উন্নয়নের জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রদান করা।
- উন্নয়নের ক্ষেত্রের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক, অবকাঠামোগত এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলির জন্য কৌশল এবং নীতি প্রদান করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পৌরসভা শক্তিশালীকরণ, সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি সহ বাস্তবায়ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা।

**ভূমি ব্যবহার জরিপঃ** ভূমি ব্যবহার জরিপ মূলত আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্যিক, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক ইত্যাদির মতো কার্যকরী কার্যকলাপ দ্বারা জমির ব্যবহার রেকর্ড করে। বৈশিষ্ট্য সমীক্ষার সময় প্রতিটি বৈশিষ্ট্য তাদের ব্যবহারের প্রতিনিধিত্বকারী পৃথক আইডি বা কোড দিয়ে রেকর্ড করা হয়েছিল। একই সময়ে, কাঠামোবিহীন জমির ব্যবহার মৌজা প্লটে কোড করা হয়েছিল। পরবর্তীতে রেকর্ডকৃত কোড ব্যবহার করে জমির ব্যবহার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয় এবং শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং ডেটা প্রসেসিং পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়, যেখান থেকে বিভাগ-ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার মানচিত্র প্রতিটি জমির ব্যবহার বৈশিষ্ট্যের শনাক্তকরণ স্তর ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়। ভূমি ব্যবহার মানচিত্রটি টিওআর-এ বর্ণিত ভূমি ব্যবহারের বিস্তৃত বিভাগগুলি নির্দেশ করে প্রস্তুত করেছে। ভূমি ব্যবহার মানচিত্রটি আরএস মৌজা মানচিত্রে স্কেল 1"=165' (RF 1:1980) এ প্রস্তুত করা হয়েছে।

**বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সমীক্ষাঃ** টোটাল স্টেশন (টিএস) এবং ডিফারেনশিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (ডিজিপিএস) সমীক্ষা কৌশল উভয় ব্যবহার করে বায্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি জরিপ করা হয়েছিল। সমস্ত কাঠামো এবং স্থাপনাগুলি টিএস এবং অ্যালাইনমেন্ট দ্বারা জরিপ করা হয়েছিল এবং রাস্তা, নদী, খাল, মার্শল্যান্ড, হোমস্টেড, বড় জলাশয় ইত্যাদির মতো বন্ধ সীমানা ডিজিপিএস দ্বারা জরিপ করেছে। যেখানে প্রতিবন্ধকতার কারণে দুর্বল স্যাটেলাইট সিগন্যালের জন্য ডিজিপিএস জরিপ করা সম্ভব হয়নি, সেখানে সেই নির্দিষ্ট এলাকার জন্য টিএস জরিপ কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল।

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের অবস্থান এবং মাত্রা রিয়েল টাইম কাইনেমেটিক গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (RTK-GPS) সমর্থিত TS এবং DGPS সমীক্ষা কৌশল ব্যবহার করে জরিপ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য (লাইন, পয়েন্ট এবং বহুভুজ হিসাবে) পৃথক ID বা কোড নম্বর সহ TS এবং DGPS মেমরিতে ডেটা রেকর্ড করা হয়েছিল। পরে টিএস এবং ডিজিপিএস ডেটা সরাসরি জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ডাটাবেসে স্থানান্তরিত হয়েছিল যেখানে নির্দিষ্ট কোড বা আইডি অনুসারে বৈশিষ্ট্যটি আলাদা স্তরে রাখা হয়েছিল। ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপের সময় জনবসতি, গ্রাম, নদী, খাল, হ্রদ, রাস্তা, বাজার ইত্যাদির নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। TS সার্ভে সমর্থন করার জন্য, RTK দ্রুত স্ট্যাটিক সার্ভে কৌশল এবং প্রকল্পের মডেল ব্যবহার করে বিপুল সংখ্যক অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই টিসিপিগুলি টিএস গ্রুপগুলি রেফারেন্স পয়েন্ট (স্টেশন এবং ব্যাক পয়েন্টস) হিসাবে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, টপোগ্রাফিক এবং ভূমি ব্যবহার জরিপের জন্য ব্যবহার করেছিল।

**টপোগ্রাফিক জরিপঃ** টপোগ্রাফিক জরিপ টিএস এবং ডিজিপিএস ব্যবহার করে সঞ্চালিত হয়েছে। কনট্যুর জেনারেশনের জন্য স্পট লেভেল (নর্থিং, ইস্টিং, এলিভেশন বা আরএল) পরিমাপের জন্য TS সার্ভে গ্রুপ/টিম দায়ী ছিল। সাধারণভাবে ভূমিতে স্পট স্তরগুলি একটি ব্যবধানে নেওয়া হয়েছে যা ভূমি পৃষ্ঠের ভূগোলকে প্রতিনিধিত্ব করে। ইউটিলিটি খুঁটি এবং ইউটিলিটি লাইনের সারিবদ্ধকরণ ডিজিপিএস ব্যবহার করে জরিপ করা হয়েছে। RTK-GPS সহ প্রতিষ্ঠিত টিসিপিগুলি টিএস গ্রুপগুলি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করেছিল (স্টেশন এবং ব্যাক পয়েন্ট)। সমস্ত ভৌত বৈশিষ্ট্য এবং অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করে এলজিইডি দ্বারা প্রস্তাবিত আকারে কনট্যুর মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

টোটাল স্টেশন (টিএস) সমীক্ষা গোষ্ঠীগুলি টপোগ্রাফিক জরিপ পরিচালনার জন্য দায়ী ছিল যেখানে ০.৩ ইঞ্চি ব্যবধানে কনট্যুর জেনারেশনের জন্য ভূমির স্তর/স্পটের স্তর (এমপিডব্লিউডি ডেটামের ক্ষেত্রে উত্তর, পূর্ব, এবং উচ্চতা) পরিমাপের জন্য টোটাল স্টেশন (টিএস) ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে ভূমিতে স্পট লেভেল ৫০ মিটারের বেশি অভ্যন্তরীণ না হওয়াতে নেওয়া হয়েছিল, দ্রুত নড়বড়ে হওয়ার ক্ষেত্রে কাছাকাছি দাগ নেওয়া হয়েছিল। স্ট্যাটিক জরিপ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বেঞ্চ মার্কস ছাড়াও, ১২০ নম্বর। সেকেন্ডারি বেঞ্চ মার্কস/কন্ট্রোল, পয়েন্ট টিএস জরিপকে সমর্থন করার জন্য ফাস্ট স্ট্যাটিক এবং BM ক্যারি সার্ভে ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই এসসিপি এবং প্রাথমিক বিএমগুলি টপোগ্রাফিক এবং বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সমীক্ষা উভয়ের জন্যই রেফারেন্স পয়েন্ট (স্টেশন এবং ব্যাক পয়েন্ট) হিসাবে মোট স্টেশন জরিপের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। স্পট লেভেল/জমি লেভেল জিআইএস ডাটাবেসে স্থানান্তর করা হয়েছিল এবং পরে ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (ডিইএম) প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে সেইসাথে ০.৩ মিটার ব্যবধানে কনট্যুর ম্যাপ জিআইএস-এর টিআইএন (ত্রিভুজাকার অনিয়মিত নেটওয়ার্ক) পদ্ধতি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল।

**পরিবহন সমীক্ষাঃ** পরিবহণ জরিপ সম্পাদনের জন্য, ১০ জুন, ২০১০ তারিখে দলটিকে সংঘবদ্ধ করা হয়েছিল। ১৫ই জুন, ২০১০ তারিখে মেয়র, কাউন্সিলর, প্রকৌশলী এবং অন্যান্য পেশাদারদের উপস্থিতিতে একটি পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সমীক্ষার পাশাপাশি জরিপ কেন্দ্র চিহ্নিত করতে। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ২০/০৬/২০১০ তারিখকে স্থানীয় হাট দিবস এবং ২৭/০৬/২০১০ তারিখকে পরিবহন সমীক্ষা পরিচালনার জন্য নিয়মিত দিন হিসাবে সুপারিশ করেছে। তাদের পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে, জরিপের সময় ৭:৩০ AM থেকে ৮:৩০ PM পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল সেই দুই দিনের জন্য যখন ট্রাফিক চলাচল ঘন ঘন ছিল। অধ্যয়ন রাস্তা / লিঙ্ক সম্পর্কে একটি সঠিক দৃশ্যকল্প পেতে, ট্রাফিক চলাচলের বিশদ ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এই কাজটি সামগ্রিক ট্রাফিক ভলিউম এবং বিভিন্ন ট্র্যাফিকের অনুপাত হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। ট্র্যাফিক ভলিউম জরিপ থেকে সংগৃহীত ডেটা ব্যবহার করে ট্র্যাফিকের ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণ করা হয়েছিল।

**নিষ্কাশন জরিপঃ** অপটিক্যাল লেভেল মেশিন দ্বারা চ্যানেলের মাথা থেকে আউটফল পর্যন্ত ড্রেনেজ চ্যানেলগুলি জরিপ করা হয়েছিল। প্রতিটি চ্যানেলের মাথায় একটি শূন্য ডেটাম বেছে নেয়া হয়েছিল। এই শূন্য উচ্চতাটি তখন মাথা থেকে পায়ের পাতা বা আউটফল পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সমতল করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। যেসব এলাকায় ব্লকেজ বা রিফাইজ চ্যানেলের নিচে জমা হতে দেখা গেছে, সেখানে এই ধরনের ব্লকেজের কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে।

**পরিবেশগত জরিপঃ** পরিবেশগত জরিপ পরিবেশ দূষণ নির্ধারণের জন্য মানক পদ্ধতি এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়েছিল। নগর এলাকার উন্নয়নের জন্য পরিবেশ দূষণের উপাদানগুলি হল বায়ু, জল, ভূমি এবং শব্দ। পরামর্শদাতারা বায়ু, জল, স্থল ও শব্দের দূষণ নির্ধারণে পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর, প্রকৌশলী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সাধারণ বাসিন্দাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্য নিয়েছেন। মাঠ থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

**আর্থ-সামাজিক জরিপঃ** আর্থ-সামাজিক জরিপটি প্রস্তাবিত পদ্ধতির সাথে পরিচালিত হয়েছে ১২ নভেম্বর '১০ থেকে শুরু হয়ে ১৮ নভেম্বর '১০ এ শেষ হয়েছে। জরিপ দলটি ফিল্ড সুপারভাইজারের সহায়তায় ৬ জন মাঠ তদন্তকারীর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। সুপারভাইজারকে কনসালটেন্ট অফিস থেকে সেকেন্ড করা হয়েছে। সমীক্ষাটি পূর্ব-নির্ধারিত প্রশ্নাবলীর সেটের সাথে সম্পূর্ণ হতে প্রায় দুই সপ্তাহ সময় নেয়। পৌরসভা ৯টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। আর্থ-সামাজিক জরিপ সমস্ত ওয়ার্ডকে কভার করে। এই ওয়ার্ডগুলিকে মূল এবং সম্ভাব্য কোর এলাকা হিসাবে চিহ্নিত এবং বিতরণ করা হয়। মোট, ৫% নমুনা পরিবারগুলিকে এলাকার প্রতিটি বিভাগের উপরে থেকে বিবেচনা করা হয় এবং তারপরে আবার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড অনুযায়ী পাকা, আধা-পাকা, কাচা / খোঁড়া (ঘুপড়ি) পরিবারগুলিতে বিতরণ করা হয়।

**এপ্রোচ এবং মেথডোলোজিঃ** পৌরসভার জন্য অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলির যথেষ্ট উন্নয়ন এবং পৌরসভার বাসিন্দাদের জন্য সর্বোত্তম সুযোগের ব্যবস্থা করা এবং আশেপাশের এলাকায় পরিষেবাগুলি প্রসারিত করার সুযোগ তৈরি করা। বর্তমান প্রকল্পটি পৌরসভার একটি মহাপরিকল্পনা তৈরি করছে, যেখানে বিদ্যমান অবস্থা এবং বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা হয়, অধ্যয়ন করা হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয় এবং সম্ভাব্য সমাধানগুলিকে উন্নত করার জন্য অনুসন্ধান করা হয়। অধ্যয়নটি পরিকল্পনার জন্য ডেটা সংগ্রহ-বিশ্লেষণ এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলে। পদ্ধতিটি মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ জরিপের উপর ভিত্তি করে।

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ফ্লো চার্ট

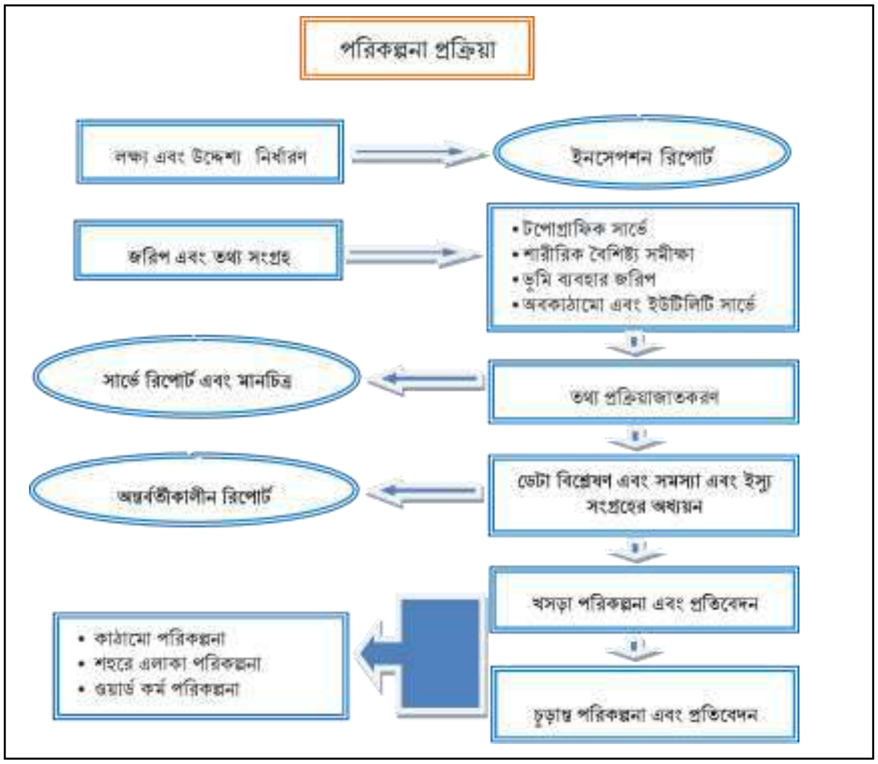


ডেটা মানচিত্র, পাঠ্য এবং সারণী ফর্মের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এর চেয়ে জরিপ প্রতিবেদন ও মানচিত্র তৈরি করে জমা দেওয়া হয়। সংগৃহীত উপাত্তের বিশ্লেষণ করা হয় পৌরসভায় বিরাজমান সমস্যার প্রকৃতি ও মাত্রা চিহ্নিত করার জন্য পরিকল্পনা আকারে গৃহীত কর্মের উদ্দেশ্য ঠিক করার জন্য এবং অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও জমা দেওয়া হয়। প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে, পরিকল্পনাকে যতটা সম্ভব টেকসই করতে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে, ক্রমাগত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা এবং সভা অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। আলোচনা দুটি উদ্দেশ্য সাধন করে, প্রথমত, স্টেকহোল্ডারদের মনে, বিশেষ করে নাগরিকদের মধ্যে, মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করার বিষয়ে, এবং দ্বিতীয়ত, স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তাদের সমাধান খুঁজে বের করা সহজ হয়। যেহেতু স্থানীয় স্টেকহোল্ডাররা স্থানীয় সমস্যা এবং সেই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আরও বেশি জানেন। এই সমস্ত কাজগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করার পরে পৌরসভা স্তরের শহরের জন্য একটি প্রস্তুত পরিকল্পনার মান এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য ভবিষ্যত কৌশল প্রণয়নের ভিত্তিতে খসড়া মহাপরিকল্পনা করা হয়েছিল। আবার প্রস্তুত পরিকল্পনার বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে চূড়ান্ত আলোচনার পর চূড়ান্ত মাস্টারপ্ল্যানটি সম্পন্ন করতে হবে।

# ৬. পৌরসভার ভিশন তৈরী, উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়

## Formulation of Pourashava Vision, Identification of Priority area of Development and Determination of Implementation Strategies

### ৬.১ ওয়ার্ড ভিশন অনুশীলন

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে পৌরসভা প্রদত্ত সেবা প্রদানের মান, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার নির্ণয়ে জনগণের অভিমত ও ধারণা গ্রহণ; আদর্শ ওয়ার্ডে উন্নীত করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে বসবাসকারী নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ গ্রহণ; এবং সার্বিক পৌরসভা ভিশন ও উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে 'ওয়ার্ড ভিশনিং' অনুশীলন পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে ' ওয়ার্ড ভিশন' অনুশীলনের অংশ হিসাবে পৌরসভার অবকাঠামো ও সেবা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণ এবং গভার্নেন্স/পরিচালন ব্যবস্থার বিষয় সমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে স্টেকহোল্ডারগন স্বল্প ও মধ্যে মেয়াদে করনীয় বিষয়সমূহ চিহ্নিত করতঃ প্রতিটি সেক্টরের অংগসমূহের অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি তালিকা তৈরি করে যা একদিকে সেক্টর ভিত্তিক ভিশন তথা ওয়ার্ড ভিশন বিবৃতি প্রনয়নে সহায়তা ভুমিকা পালন করে এবং অন্যদিকে ওয়ার্ডের স্টেক হোল্ডারদের প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা পাওয়া যায়। নিম্লোক্ত ছকে ৯ টি ওয়ার্ডের অগ্রাধিকার বিশ্লেষণ করে সম্মিলিত অগ্রাধিকার নির্নয় করা হয়েছে।

| অবকাঠামো ও সেবা | | আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন | | পৌরসভা গভার্নেন্স ও পরিচালন ব্যবস্থা | |
|---|---|---|---|---|---|
| **সেক্টর ভিত্তিক বিষয়** | **সম্মিলিত অগ্রাধিকার** | **সেক্টর ভিত্তিক বিষয়** | **সম্মিলিত অগ্রাধিকার** | **সেক্টর ভিত্তিক বিষয়** | **সম্মিলিত অগ্রাধিকার** |
| রাস্তা ও ফুটপাথ | ১ম | আবাসন সুবিধা | ৩য় | আপত্তি নিষ্পত্তি | ৮ম |
| নর্দমা নির্মাণ ও মেরামত | ২য় | দারিদ্র্য | ১ম | আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা | ৪র্থ |
| পানি সরবরাহ, সম্প্রসারন ও পুনর্বাসন | ৪র্থ | নিরাপত্তা | ৬ষ্ট | জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন | ২য় |
| পয়ঃনিষ্কাশন | ৩য় | দৈনন্দিন জীবিকা | ২য় | নতুন পানি সংযোগ গ্রহণ ইত্যাদি সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ | ৩য় |
| পরিবেশ উন্নয়ন | ১০ম | বিনোদন ব্যবস্থা | ৮ম | পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক সুবিধা | ৬ষ্ঠ |
| আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ৫ম | শিক্ষা সেবা | ৫ম | পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ (আর্থিক ও প্রশাসনিক) | ৫ম |
| গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন | ৬ষ্ঠ | স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা | ৪র্থ | অন্যান্য(পাগলা কুকুর নিধন, বিল পরিশোধে উদ্বুদ্ধকরন, পাহারাদার নিয়োগ, কোভিড-১৯ বিষয়ে স্বাস্থ্য সচেতনেতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ও মশক নিধন)। | ৭ম |
| বিনোদন সুবিধা | ৯ম | পরিবেশ ভারসাম্য | ৭ম | | ১ম |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| অন্যান্য (মার্কেট, কসাইখানা,সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি) | ৭ম | অন্যান্য | ৯ম | | |
| সড়ক বাতি | ৮ম | | | | |
| অন্যান্য | ১১শ | | | | |

উপরোক্ত অগ্রাধিকারসমূহের সাথে 'ফোকাস গ্রুপ' কর্তৃক চিহ্নিত অগ্রাধিকারকে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। এ ছাড়া পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে এসব তথ্য পর্যালোচনা করা হবে, যাতে পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার নাগরিকদের পৌর সেবা সম্পর্কে ধারনা, তাদের চিহ্নিত অগ্রাধিকার, করনীয় সম্পর্কে তাদের পরামর্শ এবং সর্বোপরি পৌরসভার সার্বিক 'ভিশন ২০৩০' নির্ণয়সহ অন্যান্য স্বচ্ছতার মধ্যদিয়ে ঐ সময়ের মধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ্য মেয়াদি উন্নয়ন কৌশল ও উন্নয়নের অগ্রাধিকার নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে। FGD থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকারের বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলঃ

### ছক- FGD থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকারের বিবরণ

| এলাকা/ মহল্লার নাম | রাস্তা ও ফুটপাথ, কালভার্ট, পরিবহণ ব্যবস্থা | নর্দমা নির্মান/ মেরামত | পানি সরবরাহ | পয়ঃ নিষ্কাশন | কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | স্বাস্থ্য সেবা | শিক্ষা ব্যবস্থা | বিনোদন সুবিধা | আবাসন | সড়ক বাতি স্থাপন (সোলার) | অন্যান্য (দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ভবানীগঞ্জ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| চাঁনপাড়া | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| দানগাছী | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| সূর্যপাড়া | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| দর্গামাড়িয়া | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| কর্নিপাড়া | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| পাহারপুর | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| উত্তর একডালা | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| কসবা | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| 9wU FGD wfwËK AMÖvwaKvi | ৯ | ৯ | ৪ | ৯ | ৪ | ৯ | ৯ | ৪ | ১ | ৯ | ৯ |
| **অগ্রাধিকারের অবস্থান** | **১ম** | **১ম** | **১ম** | **১ম** | **১ম** | **৪র্থ** | **৫ম** | **৬ষ্ট** | **৭ম** | **২য়** | **৩য়** |

## ৬.২ উন্নয়ন ক্ষেত্রসমূহের সম্মিলিত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়

### অবকাঠামো ও সেবা

| সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম | উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ | বাস্তবায়ন কৌশল |
|---|---|---|
| ১ম | রাস্তা, ফুটপাথ, সেতু, কালভার্ট ও সড়ক বাতি | আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থাপনাসহ সকল ওয়ার্ডের সাথে রোড নেটওয়ার্ক প্ল্যান প্রনয়ণ করে রাস্তার শ্রেণী বিন্যাস করতঃ তার আলোকে রাস্তা -ঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও একই সাথে সকল রাস্তায় পর্যাপ্ত সড়ক বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা। |

| | | |
|---|---|---|
| ২য় | নর্দমা নির্মাণ/ মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ | সকল ড্রেনের সুনির্দিষ্ট আউটফল চিহ্নিত করে ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করতঃ তদানুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ ও তা রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা করা। |
| ৩য় | পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, গ্রহন ও পুণর্বাসন | দীর্ঘ মেয়াদী মহা-পরিকল্পনার মাধ্যমে পানির লাইন স্থাপন করে বাড়ী বাড়ী নলবাহিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং দরিদ্র এলাকায় নলকুপ স্থাপন করে পানির ব্যবস্থা করা। |
| ৪র্থ | পয়ঃনিষ্কাশন | মহিলাদের সু-ব্যবস্থা রেখে জনসমাগম যেমন, বাজার, বাস স্ট্যান্ড, ল ঘাট ইত্যাদি এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, স্যানিটেশন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও দরিদ্রদের বিনামূল্য স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ। |
| ৫ম | আবর্জনা অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ করে এবং নিদৃষ্ঠ স্থান থেকে পরিবহণের মাধ্যমে তা অপসারনের সহ ব্যবস্থা করা। ট্রান্সফার ষ্টেশন পরিকল্পিত ভাবে নির্মাণ করা |
| ৬ষ্ঠ | অন্যান্য (মার্কেট, কসাইখানা ইত্যাদি) | প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে পরিকল্পত ভাবে মার্কেট ও কসাইখানা নির্মাণ করা। |
| ৭ম | গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন | বস্তি এলাকা চিহ্নিত করে পরিকল্পিতভাবে বস্তি এলাকার ভৌত অবকাঠামো সুবিধা প্রদান। |

**আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন**

| সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম | উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ | বাস্তবায়ন কৌশল |
|---|---|---|
| ১ম | দারিদ্র্য | দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে তার আওতায় দারিদ্র নিরশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। |
| ২য় | স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন | শিল্পায়নকে উৎসাহিত করে পর্যাপ্ত শিল্প কারখানা স্থাপন করা এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। |
| ৩য় | জীবন মান | প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। |
| ৪র্থ | শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা | প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা । |

**গভার্নেন্স/পরিচালন পদ্ধতি**

| সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম | উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ | বাস্তবায়ন কৌশল |
|---|---|---|
| ১ম | জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, নতুন পানি সংযোগ লাইন, বর্জ ব্যবস্থাপনার পয়: নিস্কাশন ইত্যাদি সেবা গ্রহনের জন্য পৌরসভার সাথে যোগাযোগ। | পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে সকল প্রকার সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা। |
| ২য় | পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ | পৌরসভার আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজে এবং বিভিন্ন কমিটিতে, বাজেট অধিবেশনে, সিবিও'র মাধ্যমে, পৌরসভার পৌর কর ধার্য ও আদায়সহ বিভিন্ন পৌর-সেবাকর্মে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে। |
| ৩য় | অভিযোগ নিরসন | পৌরসভায় অভিযোগ বাক্স খোলা এবং দ্রুত অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত সেবার মান বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা। |

## ফোকাস গ্রুপ কর্মশালা

**ফোকাস গ্রুপ' কর্মশালায় উপস্থিতির একাংশ**

## ৬.৩ পৌরসভা ভিশন ও বাস্তবায়নঃ

পৌরসভার বিদ্যমান সেবার মান এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ্য মেয়াদী চাহিদা সম্পর্কে নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারদের মতামত ও ধারণা গ্রহণ, তাদের পৌরসভাকে একটি আদর্শ পৌরসভাতে উন্নিত করার জন্য স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ গ্রহণ অর্থাৎ পৌরসভার জন্য তাদের 'ভিশন' প্রণয়ন এবং উক্ত 'ভিশন' অর্জনের জন্য উন্নয়ন চাহিদার অগ্রাধিকার ও কৌশল চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় বিভিন্ন সময়ে'পৌরসভা ভিশন' অনুশীলন অনুষ্ঠান করা হয়।

পিডিপি প্রণয়ন নির্দেশিকায় বর্ণীত পৌরসভা ভিশন অনুশীলন পদ্ধতি অনুসরনে ভিশন অনুশীলন কর্মশালার উদ্দেশ্য, কার্যপরিধি এবং প্রস্তাবিত 'পৌরসভা ভিশন ২০৩০' ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অবস্থার বিবরণ, FGD, ওয়ার্ড ভিশন, পৌরসভার সামর্থ ও দূর্বলতা এবং সুযোগ ও হুমকি/ঝুকি বা Strengths & Weaknesses and Opportunities & Threats (SWOT) বিশ্লেষন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে নিম্নবর্নিতভাবে করনীয় নির্ধারণ ক'রে ছকে লিপিবদ্ধ করা হয়। পৌরসভা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের প্রস্তাবে উপনিত হয়।

## বিশ্লেষণের সমন্বয়ের প্রস্তাবনা নিম্নরুপ

| সামর্থ্য | দুর্বলতা |
|---|---|
| • পর্যাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি আছে<br>• দক্ষ জনবল রয়েছে<br>• মার্কেটসহ নিজস্ব একাধিক আয়ের উৎস বিদ্যমান<br>• দৃঢ় মনবল রয়েছে<br>• নির্বাচিত পৌর পরিষদ<br>• সুপরিসর পৌর ভবন (নির্মানাধীন)<br>• শহরে পর্যাপ্ত কর্মক্ষম জনশক্তি ও সস্তা শ্রমশক্তি আছে<br>• রাজনৈতিক সহাবস্থান | • পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যান নাই<br>• যানবাহনের স্বল্পতা<br>• জনবলের স্বল্পতা<br>• নাগরিক সচেতনতার অভাব<br>• আর্থিক সীমাবদ্ধতা<br>• সঠিকভাবে পৌরকর নির্ধারন না করা<br>• আইন প্রয়গে সীমাবদ্ধতা<br>• তদারকির অভাব |
| **সুযোগসমূহ** | **ঝুঁকি/হুমকি** |
| • রানী নদী সংস্কারের মাধ্যমে বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা<br>• বহুতল বিশিষ্ট শপিং মল ও আবাসিক হোটেল নির্মানের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব<br>• কিচেন মার্কেট নির্মানের/পুন: নির্মানের মাধ্যমে কৃষি পন্য বাজারজাতকরণ সহ নাগরিক সেবা বৃদ্ধি ও পৌর রাজস্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব<br>• পৌর পার্কে শিশুপার্ক নির্মানের মাধমে চিত্তবিনোদনের ব্যাবস্থা করা সম্ভব | • নদী ভাঙ্গন<br>• ভূমিকম্প প্রবন এলাকা<br>• অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে অগ্নিকান্ড নির্বাপনের ঝুঁকি<br>• অনিয়ন্ত্রিত ওভার লোডেড ট্রাক চলাচল<br>• অতিরিক্ত রাইস মিলের এবং ইটভাটার কারনে বায়ু দষন<br>• শহরের মধ্যদিয়ে আন্তজেলা মহাসড়ক অতিক্রম করায় সড়ক দূর্ঘটনার প্রবনতা |

| পৌরসভা ভিশন বিবৃতি নিম্নরুপ |
|---|
| “ সূপরিকল্পিত উন্নত অবকাঠামো সমৃদ্ধ, ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতামূলক শহর দেখতে চাই” |
| “ পরিকল্পিত অবকাঠামো ও জবাবদিহীতামূলক পৌরসভা দেখতে চাই ” |
| “ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ডিজিটাল পৌরসভা দেখতে চাই ” |
| “ শতভাগ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সমৃদ্ধ জবাবদিহীতামূলক আদর্শ পৌরসভা দেখতে চাই ” |

গ্রুপ-ভিত্তিক তৈরী করা পৌরসভা ভিশন বিবৃতি চিহ্নিত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ ও তা বাস্তবায়ন কৌশল উপস্থাপনের পর ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র জনাব আবদুল মালেক মন্ডল ৪ টি গ্রুপের ভিশন সমন্বিত করে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ ভবানীগঞ্জ পৌর এলাকাকে একটি আদর্শ নগর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি প্রনয়নের নিমিত্তে আলোচনার জন্য উপস্থিত সকলকে আহবান জানান। আলোচনাকালে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা নিরূপনের সকল পর্যায়ের যথা- বেইজ লাইন সার্ভে,

পরিবার জরিপ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, গ্রুপ ভিত্তিক পৌরসভা ভিশনিং ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত সকল প্রকার তথ্যাদি এবং পৌরসভার আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের তথ্যাদিসহ প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয়। বিশেষ করে অদ্যকার পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে অংশগ্রহনকারী ৪টি দলের স্টেকহোল্ডারদের বিশেণ্ঢষণে পাওয়া তথ্যাদি ও ঝডঙঞ্চ বিশেণ্ঢষণের ধারণা ও উপলব্ধির আলোকে পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি প্রনয়ণের উপর গুরুত্ব আারোপ করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে সকলের সম্মতিতে ভবানীগঞ্জ **ভিশন ২০৩০'** শিরোনামে নিম্নোক্ত ভিশন বিবৃতি প্রনয়ণ ও গ্রহণ করা হয় যা পৌরসভা মেয়র উপস্থিত সকলের সামনে উপস্থাপন করেন ঃ

**'পৌরসভা ভিশনিং কর্মশালায় উপস্থিতির একাংশ**

# পৌরসভা ভিশন বিবৃতি উপস্থাপন করছেন পৌরসভার মেয়র জনাব আবদুল মালেক মণ্ডল

# ৭.পৌরসভার উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ
# Determination of Development strategy

## ৭.১ FGD, Ward Vision, SWOT,Pourashava Visioning থেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমঃ

| সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম | উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ | বাস্তবায়ন কৌশল |
|---|---|---|
| ১ম | পরিকল্পিত উন্নয়ন | দ্রুত Land use Plan, Drainage Master Plan ও Transportation Plan প্রনয়ণ করে অপরিকল্পিত উন্নয়নের উপর নিয়ন্ত্রণ করা। |
| ২য় | শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ | ক্ষুদ্রশিল্প,রাইস মিল ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ আবাসন স্থাপনের কাজে ভূমি ব্যবহারের ব্যাপারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। |
| ৩য় | শিল্প বর্জ্য ও শিল্প দূষণ | শিল্প কারখানার বর্জ্য ও বয়লার দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। |
| ৪র্থ | আর্থিক অবস্থা | বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে করের আওতায় এনে নিয়মিত পৌরকর আদায়সহ সকল আর্থিক বিষয়ে সুংশৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পৌরসভার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা। |
| ৫ম | প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা | অবলম্বে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল নিয়োগ দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, দ্রুত নতুন পৌর ভবন নির্মাণসহ সকল প্রকার লজিষ্টিক সাপোর্ট নিশ্চিত করা। |
| ৬ষ্ট | জলবায়ু প্রভাব মোকাবেলা | গ্রীন হাউস গ্যাস কমানোর ক্ষেত্রে নদী ভাঙ্গন রোধ, বৃক্ষ রোপন, সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন, ইট ভাটা বন্ধ, জলাবদ্ধতা নিরসন। |

উপরোক্ত অগ্রাধিকার নির্ণয়ে অবকাঠামোর ক্ষেত্রে রাস্তা, ফুটপাথ ও সড়ক বাতি, নর্দমা নির্মাণ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উপর ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। একই সাথে পরিকল্পিতভাবে অবকাঠামোসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য গুরুত্ব পুর্ণ স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভূমি ব্যবহার ম্যাপসহ মাষ্টার প্ল্যান, পরিবহণ ব্যবস্থাপনাসহ রোড নেটওয়ার্ক প্ল্যান ও ড্রেনেজ মাষ্টার প্ল্যান প্রনয়ণের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর্থ-সামাজিক সেক্টরে দারিদ্র প্রথম এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থায় পৌরসভার কার্যক্রমে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, নতুন পানি সংযোগ লাইন ইত্যাদি সেবা গ্রহণের জন্য পৌরসভার সাথে যোগাযোগ এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সর্বোচ্চ ও দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পেয়েছে। অবশ্য পরিচালন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অভিযোগ নিরসণ, পৌরসভার আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলোও সমধিক গুরুত্ব পুর্ণ।

সর্বোপরি, ভবানীগঞ্জ পৌরসভাকে দীর্ঘ্য মেয়াদী সম্মিলিত ভিশন অনুযায়ী পরিকল্পিত অবকাঠামোসহ সকল প্রকার বর্জ্য দূষণ মুক্ত এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ ও সয়ং সম্পুর্ণ নিরাপদ ও আধুনিক একটি উন্নত নগর হিসেবে যাতে গড়ে তোলা যায় তার জন্য পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। এসব বিষয়কে সামনে রেখে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার কোর গ্রুপের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিটি সেক্টরাল ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে এটাই ভবানীগঞ্জ পৌরসভার পিডিপি প্রনয়ণের প্রধান লক্ষ্য হোক।

## ৭.২ পৌরসভার সার্বিক ভিশন অর্জনের উপায়/মাধ্যম (সেক্টর বা সেবা ভিত্তিক কৌশল নির্নয়)

একটি শহরের ভিশন এবং প্রধান প্রধান সেক্টরের অগ্রাধিকারই সেক্টর ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়ের পথ দেখায়। সেক্টর ভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা করতে হলে বছর ভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও বছর ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি ও স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে তৈরী অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ এবং বাস্তবায়ন কৌশল অনুসরনে ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্য এবং তা অর্জনের জন্য সময় নির্বাচনসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিক সার্বিক বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় করা হয়। পৌরসভা ‘কোর গ্রুপ’ সেক্টরাল ওয়াকিং গ্রপের সাথে সম্মিলিত ভাবে পৌরসভার ভিশন, অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ ও বাস্তবায়ন কৌশল পর্যালোচনা করে এসব বিষয় নির্ধারণ হয়। ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় পরিচালিত পৌর ভিশনিং অনুশীলনীর মাধ্যমে রচিত পৌর ভিশন অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়। এগুলো হচ্ছেঃ

**ক)** **মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যার আওতায় ভূমি ব্যবহার, রোড নেটওয়ার্ক পরিকল্পনাসহ পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পানি নিস্কাশন (ড্রেনেজ) ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণ ও পরিচালন নিয়ন্ত্রণ করা;**

**খ)** **নাগরিক সেবা সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মান-সম্পন্ন সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা প্রদান করা ;**

**গ)** **নিরাপদ শহর গড়ার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচী গ্রহন করা ;**

**ঘ)** **আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে দক্ষ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাসহ পৌরসভার সকল পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার করা।**

### ৭.২.১ লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

**লক্ষ্য -১** ঃ **মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যার আওতায় ভূমি ব্যবহার, রোড নেটওয়ার্ক পরিকল্পনাসহ পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পানি নিস্কাশন (ড্রেনেজ) ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণ ও পরিচালন নিয়ন্ত্রণ করা;**

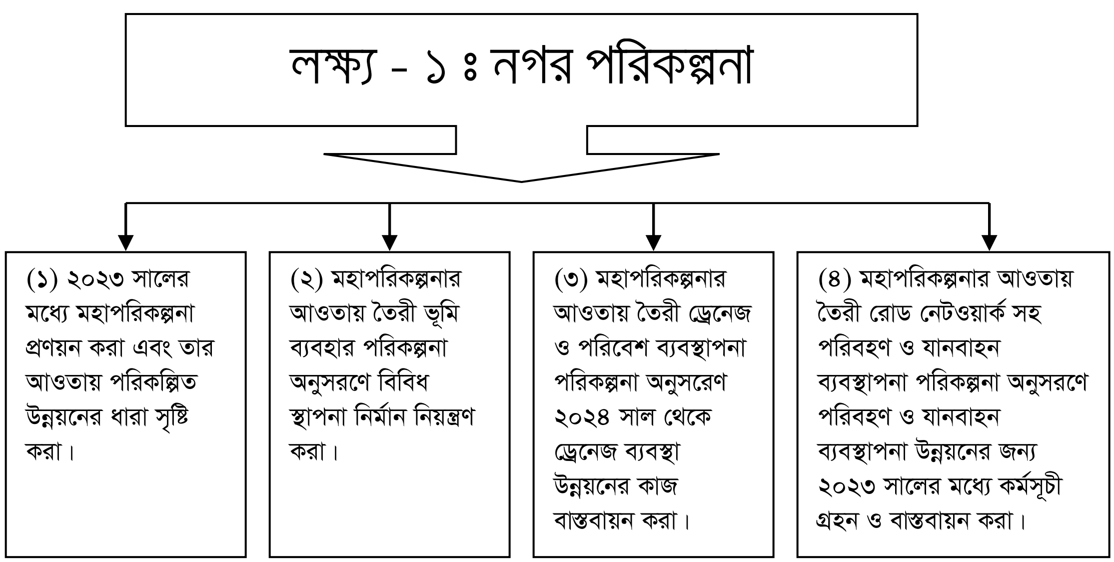


উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কৌশল এবং তা বাস্তবায়নে সময় নির্ধারন করা হয়েছে। তা হচ্ছেঃ

কৌশল ১ ঃ **২০২৩** সালের মধ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তার আওতায় পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি করা।

কৌশল ২ ঃ মহাপরিকল্পনার আওতায় তৈরী ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণে বিবিধ স্থাপনা নির্মান নিয়ন্ত্রণ করা।

কৌশল ৩ ঃ মহাপরিকল্পনার আওতায় তৈরী ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরেণ ২০২৪ সাল থেকে ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়ন করা।

কৌশল ৪ ঃ মহাপরিকল্পনার আওতায় তৈরী রোড নেটওয়ার্ক সহ পরিবহণ ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরণে পরিবহণ ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য ২০২৩ সালের মধ্যে কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা।

উক্ত কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহন করা হবে

**কৌশল ১ ঃ ২০২৩ সালের মধ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তার আওতায় পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি করা।**

**কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম**

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এ পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ৫ বছরের মধ্যে পৌরসভা মহা-পরিকল্পনা (Master plan) প্রনয়নের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু ভবানীগঞ্জ পৌরসভা ২০০০ ইং সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখনও পর্যন্ত পরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। ফলে নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ভবানীগঞ্জ পৌর এলাকায় বিভিন্ন ইমারত স্থাপনসহ অপরিকল্পিত আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা গড়ে উঠছে এবং পৌর এলাকার মধ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা ছাড়াই রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন ইত্যাদি নির্মিত হচ্ছে। উল্লেখিত মহা-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নিলিখিত কার্যক্রম গ্রহন করা হবেঃ

১. মহা-পরিকল্পনা তৈরীর জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা হবে ;
২. প্রয়োজনীয় জরীপ কার্য পরিচালনা করা হবে;
৩. খসড়া মহা-পরিকল্পনা তৈরী ও পর্যালোচনা ;
৪. মহা-পরিকল্পনা চুড়ান্তকরণ;
৫. পৌরসভা কর্তৃক মহা-পরিকল্পনা গ্রহন ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ;
৬. টাউন প্ল্যানিং ইউনিটের/প্রকৌশল বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং
৭. মহা-পরিকল্পনা অনুরসণে উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২৩-২০৩০** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্যক্রম | সংস্থা* | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| (১) মহা-পরিকল্পনা তৈরীর জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা হবে; | পৌরসভা | √ | | | | | | | |
| (২) প্রয়োজনীয় জরীপ কার্য পরিচালনা করা হবে; | ঐ | √ | | | | | | | |
| (৩) খসড়া মহা-পরিকল্পনা তৈরী ও পর্যালোচনা; | ঐ | √ | | | | | | | |
| (৪) মহা-পরিকল্পনা চুড়ান্তকরণ; | ঐ | | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (৫) পৌরসভা কর্তৃক মহা-পরিকল্পনা গ্রহন ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ; | পৌরসভা এলজিইডি | | | | | | | | |
| (৬) টাউন প্ল্যানিং ইউনিটের / প্রকৌশল বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি ; এবং | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৭) মহা-পরিকল্পনা অনুরসণে উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ। | ঐ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।
*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

**কৌশল ২ ঃ মহাপরিকল্পনার আওতায় তৈরী ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণে বিবিধ স্থাপনা নির্মান নিয়ন্ত্রণ করা।**

**কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নাই। তবে সম্প্রতি এলজিইডির তত্ত্বাবধানে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মহা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ আরম্ভ হবে মর্মে জানা গেছে। উক্ত মহা-পরিকল্পনার আওতায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণীত হবে। পৌরসভা উক্ত পরিকল্পনা গ্রহন পূর্বক পৌরসভার আলোকে সমন্বিত করতে পারবে। উক্ত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণে বিবিধ স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পৌরসভায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করা হবেঃ

১. জেলা শহরের জন্য তৈরী করা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা হতে পৌরসভার জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা পৃথকীকরণ এবং পৌরসভার জন্য সমন্বিতকরণ;
২. ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ম্যাপ শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন।
৩. বিল বোর্ড ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা প্রচার ;
৪. টাউন প্ল্যানিং ইউনিটের/প্রকৌশল বিভাগের জনবল নিয়োগ ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
৫. ভবনের প্ল্যান অনুমোদনকালে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সাথে সাথে ভবন নির্মান নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসরণ করা ;
৬. পরিকল্পনা অনুযায়ী বিবিধ স্থাপনা নির্মানের জন্য পৌরসভার বিশেষ ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন ;
৭. সকল প্রকার প্ল্যান/নকশা অনুমোদন ও নির্মান মনিটরিং করা
৮. ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণে সকল অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০৩০** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **কার্যক্রম** | **সংস্থা*** | **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** |
| (১) জেলা শহরের জন্য তৈরী করা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা হতে পৌরসভার জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা পৃথকীকরণ এবং পৌরসভার জন্য সমন্বিতকরণ | পৌরসভা | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (২) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রদর্শণ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৩) পরিকল্পনা অনুসরনের গুরুত্ব প্রচার | ঐ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৪)প্ল্যানিং ইউনিটের/ প্রকৌশল বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি | ঐ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৫) ভবন নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসরণ | ঐ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৬) ভবন স্থাপন নিয়ন্ত্রনে বিশেষ ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন | পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটি | √ | √ | | | | | | |
| (৭) সকল প্রকার প্ল্যান/নকশা অনুমোদন ও নির্মান মনিটরিং করা | ঐ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৮) সকল অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহনে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসরণ | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

**কৌশল ৩ ঃ মহাপরিকল্পনার আওতায় তৈরী ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরণ ২০২৪ সাল থেকে ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়ন করা।**

**কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় সমন্বিত কোন ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাই। পৌর এলাকার মধ্যে একটি নদী এবং কয়েকটি খাল রয়েছে। সার্বিক ভাবে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থার সাথে আঞ্চলিক ড্রেনেজ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। এ জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহনের প্রয়োজন হবে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ আরম্ভের প্রাক্কালে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করা যায় ঃ

(১) ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা প্ল্যান অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য অগ্রাধিকার নির্নয় ;
(২) পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমন্বয় পরিকল্পনা গ্রহন ;
(৩) উপ-প্রকল্প নির্বাচন ;
(৪) কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলন প্রণয়ন ;
(৫) সম্পদ সংগ্রহ ও উন্নয়নের জন্য সময় ভিত্তিক ধাপ ;
(৬) বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহন ; এবং
(৭) সরকারী খাল দখলমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহন,
(৮) সকল কার্যক্রম মনিটরিং ও রির্পোটিং

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০৩০** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্যক্রম | সংস্থা* | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| (১) প্ল্যান অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের অগ্রাধিকার নির্ণয় | পৌরসভা | √ | √ | | | | | | |
| (২) পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে আউটফলসহ সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহন | ঐ | √ | √ | | | | | | |
| (৩) উপ-প্রকল্প নির্বাচন | ঐ | √ | √ | √ | | | | | |
| (৪) কারিগরি নকশা ও প্রক্কলন প্রণয়ন | ঐ | | √ | √ | | | | | |
| (৫) বাজেট বরাদ্দ ও উন্নয়নের জন্য সময় ভিত্তিক ধাপ | ঐ | | √ | √ | | | | | |
| (৬) বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহন | পৌরসভা | | √ | √ | √ | √ | | | |
| (৭) সরকারী খাল দখলমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৮) সকল কার্যক্রম মনিটরিং ও রিপোর্টিং | ঐ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

**কৌশল ৪ ঃ মহাপরিকল্পনার আওতায় তৈরী রোড নেটওয়ার্ক সহ পরিবহণ ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরণে পরিবহণ ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য ২০২৩ সালের মধ্যে কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা ।**

**কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভা রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সকল জেলা উপজেলার সাথে সড়ক পথের মাধ্যমে ভালভাবে সংযোগকৃত। কিন্তু পৌরসভার অভ্যন্তরের রাস্তা, ফুটপাত বা পরিহন ও যানবাহন ব্যবস্থা খুবই খারাপ ও অপ্রতুল। বৃহদাকার পৌরসভার অভ্যান্তরে রোড নেটওয়ার্ক তৈরী করে একদিকে দেশের সার্বিক সড়ক যোগাযোগের সাথে সংযোগ দেওয়া যেমন গুরুত্ব পূর্ণ অন্যদিকে বিভিন্ন পাড়া/মহল্লার ভিতরের রাস্তা তৈরী করে তার সাথে পৌরসভার রোড নেটওয়ার্ক সংযোগ দেওয়া তেমনই জরুরী। পক্ষান্তরে পৌরসভার অভ্যন্তরে 'স ও জ' ও এলজিইডির রাস্তাও রয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের ঐ সকল রাস্তাও অন্তভূক্ত করতে হবে। এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে কৌশল বাস্তবায়নের নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে।

(১) সার্বিক রোড নেটওয়ার্ক এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবহন ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহন।

(২) রোড নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাক্কালে সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং এলজিইডির সাথে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহন।

(৩) কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা, অধাধিকার নিণয়, কারিগরী নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী।

(৪) সম্পদ সংগ্রহ ও উন্নয়নের জন্য সময় ভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম গ্রহন।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০৩০ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্যক্রম | সংস্থা* | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| (১) আভ্যন্তরিন রাস্তাসহ পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন | পৌরসভা এলজিইডি | √ | √ | √ | | | | | |
| (২) সওজ এবং এলজিইডির সাথে পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৩) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, অগ্রাধিকার নিণয়, কারিগরি নকশা প্রাক্কলন তৈরী | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | |
| (৪) সম্পদ সংগ্রহ ও পর্যায় ক্রমিক কার্যক্রম গ্রহন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

## ৭.২.২ ঃ নাগরিক সেবা সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মান-সম্পন্ন সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা প্রদান করা;

লক্ষ্য - ২ ঃ মান সম্পন্ন ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা সুবিধা প্রদান

(১) ২০৩০ সালের মধ্যে রোড নেটওয়ার্কসহ পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় সমগ্র শহরে পরিকল্পিত উপায়ে বাস/ট্রাক টার্মিণাল, রাস্ড়া, ফুটপাত, সেতু/কালভার্ট ইত্যাদি নির্মান ও সড়ক বাতি স্থাপনসহ যাতায়াত সুবিধা প্রদান করা।

(২) ২০২৩ সালের মধ্যে ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করে ২০২৭ সালের মধ্যে সুনির্দিষ্ট আউটফলসহ পরিকল্পিত নর্দমা ব্যবস্থা স্থাপন।

(৩) ২০২৭ সালের মধ্যে সমগ্র শহরে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে নল বাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন এবং পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা।

(৪) ২০২৭ সালের মধ্যে মহিলাদের জন্য সুব্যবস্থা রেখে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনাসহ ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত

(৫) ২০২৭সালের মধ্যে পৌর এলাকায় বিনোদন সুবিধার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহন করা।

(৬) ২০২৭ সালের মধ্যে বর্জ্য অপসারণের জন্য ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সমগ্র পৌরসভাকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে

(৭) ২০২৫ সালের মধ্যে সকল কাঁচা বাজারের উন্নয়ন করা সম্পন্ন করা।

(৮) ২০৩০ সালের মধ্যে কবরস্থান/শ্মশ্মান ঘাট নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থপনা প্রতিষ্ঠা

**উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কৌশল সমূহ গ্রহন করা যেতে পারে; সে সমস্ত কৌশল হচ্ছেঃ**

**কৌশল ১ ঃ ২০৩০ সালের মধ্যে রোড নেটওয়ার্কসহ পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় সমগ্র শহরে পরিকল্পিত উপায়ে বাস/ট্রাক টার্মিণাল, রাস্তা, ফুটপাত, সেতু/কালভার্ট ইত্যাদি নির্মান ও সড়ক বাতি স্থাপনসহ যাতায়াত সুবিধা প্রদান করা।**

**কৌশল ২ ঃ ২০৩০ সালের মধ্যে কবরস্থান/শ্মশ্মান ঘাট নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থপনা প্রতিষ্ঠা করা।**

**কৌশল-১ ঃ ২০৩০ সালের মধ্যে রোড নেটওয়ার্কসহ পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় সমগ্র শহরে পরিকল্পিত উপায়ে বাস/ট্রাক টার্মিণাল, রাস্তা, ফুটপাত, সেতু/কালভার্ট ইত্যাদি নির্মান ও সড়ক বাতি স্থাপনসহ যাতায়াত সুবিধা প্রদান করা।**

**কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভা জাতীয় মহাসড়ক দ্বারা সারা দেশের সাথে সংযুক্ত হলেও এর অভ্যন্তরিন রাস্তা ও পরিবহন ব্যবস্থা খুবই খারাপ। অধিকাংশ রাস্তা সরু ও কাঁচা। অধিকাংশ এলাকাতেই সড়ক বাতির ব্যবস্থা নাই। এছাড়া প্রতিটি পাড়া/মহল্লার অভ্যন্তরে চলার জন্য এবং পার্শ্ববতী রোড নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য কোন রাস্তা নেই এমনকি কাচা রাস্তারও কোন নির্ধারিত জায়গা নেই। তবে স্থানীয় অধিবাসীগণ রাস্তার জন্য জমি দিতে আগ্রহী। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করা হবে।

১) রোড নেটওয়ার্ক প্ল্যানসহ পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
২) পরামর্শকের সহায়তায় কারিগরী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে প্রধান সড়ক, মাঝারী সড়ক, গলি রাস্তা, কমিউনিটির অভ্যন্তরিণ রাস্তা/ফুটপাত ইত্যাদির গুরুত্ব অনুযায়ী অগ্রাধিকার নির্ণয়;
৩) অগ্রাধিকার অনুযায়ী ফুটপাতসহ নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা প্রশস্তকরণ, প্রয়োজনীয় সেতু/কালভার্টসহ উন্নয়নের জন্য গৃহিত সকল রাস্তায় সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা;
৪) পরামর্শকদের সহায়তায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত রাস্তার কারিগরী নকশা ও প্রাক্কলন প্রণয়ন;
৫) পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস ও ট্রাক টার্মিণাল নির্মাণ, ফুটওভার ব্রীজ নির্মান ইত্যাদির জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন, নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী ;
৬) রাস্তার জংশনে ট্রাফিক সাইন ও মার্কিং স্থাপন করা এবং ফুটপাত দখলমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা ;
৭) যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের সাথে জড়িত সরকারী সংস্থা এলজিইডি এবং সওজ অধিদপ্তরের সাথে অব্যাহত যোগাযোগ ও সমন্বয় বিধান করা ; এবং
৮) সম্পদ সংগ্রহ পরিকল্পনা ও পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম গ্রহন।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-৩০** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্যক্রম | সংস্থা* | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| (১) পরিবহন ও যানবাহন পরিকল্পনা প্রনয়ন | পৌরসভা<br>এলজিইডি | √ | √ | √ | | | | | |
| (২) অগ্রাধিকার নির্ণয় | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (৩) নির্মান কাজ, প্রশস্তকরণ, উন্নয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করা | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | |
| (৪) অগ্রাধিকার প্রাপ্ত রাস্তার নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৫) ক. বাস/ট্রাক টার্মিণাল, ফুটওভার ব্রীজ নির্মান কার্যক্রম গ্রহন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| (৫) খ. নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | |
| (৬) ট্রাফিক সাইন, রাস্তার মার্কিং ও ফুটপাত দখলমুক্ত করণ | পৌরসভা | √ | √ | √ | | | | | |
| (৭) সওজ এবং এলজিইডির সাথে সমন্বয় | পৌরসভা | √ | √ | √ | | | | | |
| (৮) সম্পদ সংগ্রহ বাজেট বরাদ্দ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

**কৌশল ২ ঃ ২০২৭ সালের মধ্যে ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করে ২০৩০ সালের মধ্যে সুনির্দিষ্ট আউটফলসহ পরিকল্পিত নর্দমা ব্যবস্থা স্থাপন ।**

**কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুবই খারাপ অবস্থায় রয়েছে। শহরের মধ্যে সেকেন্ডারী/টারসিয়ারী ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নেই। এছাড়া আঞ্চলিক পরিমন্ডলের পানি নিস্কাশনের সাথে ভেবানীগঞ্জ পৌরসভার অবস্থাগত কারনে এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা সমন্বিত করার কোন বিকল্প নেই। এসব বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করা যায় ঃ

২. প্রণীত ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহন কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরম্ভ করা ;
৩. ড্রেনেজ প্ল্যানে চিহ্নিত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ড্রেনের বিস্তারিত জরিপ কাজ সম্পাদন করা:
৪. সুনির্দিষ্ট আউটফলসহ বিস্তারিত কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী করা ;
৫. জলাবদ্ধতা কমানোর জন্য পুকুর জলাশয় সংরক্ষণ করা ;
৬. নতুন ড্রেন উন্নয়নের সাথে বিদ্যমান ড্রেনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য উপ-প্রকল্প তৈরীর কার্যক্রম গ্রহন করা;
৭. নতুন ড্রেন ও বিদ্যমান কাচা/পাকা ড্রেন পরিস্কার ও আর্বজনামুক্ত রাখার জনবল নিয়োগসহ কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা;
৮. সম্পদ সংগ্রহ, বাজেট বরাদ্দ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক নির্ধারণ করা ;
৯. ড্রেনের পরিচ্ছন্নতা ও পানির মান নিয়ন্ত্রনের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা করা;
১০. বিদ্যমান খাল দখলমুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-৩০** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্যক্রম | সংস্থা* | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| (১) ড্রেনেজ পরিকল্পনা অনুসরনে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহন | পৌরসভা এলজিইডি | √ | √ | √ | | | | | |
| (২) অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ড্রেনের বিস্তারিত জরিপ করা | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৩) জরিপ অনুযায়ী নকশা ও প্রাক্কলনসহ উপ-প্রকল্প প্রণয়ন করা | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | |
| (৪) পুকুর জলাশয় সংরক্ষণ | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| (৫) বিদ্যমান ড্রেনের উন্নয়নের জন্য উপ-প্রকল্প তৈরী | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | |
| (৬) ড্রেন অবমুক্ত রাখার কার্যক্রম গ্রহন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| (৭) বাজেট বরাদ্দ ও Phasing | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | |
| (৮) ড্রেনের পরিচ্ছন্নতা মনিটরিং | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ৯) খাল দখলমুক্ত করে সংস্কার, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

**কৌশল ৩ ঃ ২০২৭ সালের মধ্যে সমগ্র শহরে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে নল বাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন এবং পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা**

**কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় অল্পকিছু এলাকায় বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নলবাহিত পানির ব্যবস্থা আছে। পৌরসভায় সীমিত সংখ্যক নলকুপ স্থাপন করেছে। তবে বেশির ভাগ জনগন তাদের নিজস্ব হস্তচালিত নলকুপ থেকে পানি সংগ্রহ করে থাকে। শুস্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অনেক নলকুপে পানি পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার জনসংখ্যার চাহিদার ভিত্তিতে পানি সংরক্ষনের গুরুত্ব রয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে ঃ

১. প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিজাইন ও সুপারভিশন কনসালট্যান্ট দ্বারা সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে সম্ভাব্য নলবাহিত পানি সরবরাহের এলাকা নির্ধারন এবং বাস্তব ও আর্থিক বিশেণ্ডষন করা;
২. এমডিএসসি এর মাধ্যমে নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলনসহ উপ-প্রকল্প প্রণয়ন;
৩. পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনাসহ পানির বিল প্রস্তুত ও বিল সংগ্রহ পদ্ধতি প্রণয়ন করা;
৪. পানি সরবরাহ বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরা;
৫. প্রদত্ত অর্থ দ্বারা সীমিত আকারের নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা ;
৬. এলাকা ভিত্তিক পর্যাপ্ত হস্তচালিত গভীর নলকুপ স্থাপন করা; করা
৭. মনিটরিং এর মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা নিণয় ও প্রয়োজনে তা সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহন করা।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **কার্যক্রম** | **সংস্থা*** | **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** |
| (১) নলবাহিত পানি সরবরাহের সম্ভাব্য এলাকা নির্বাচন। | পৌরসভা জনস্বাস্থ্য | √ | √ | √ | | | | | |
| (২) কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলন/উপ-প্রকল্প প্রণয়ন | ঐ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৩) বিল প্রস্তুত ও বিল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি | পৌরসভা পরামর্শক | √ | √ | √ | √ | | | | |
| (৪) পানি সরবরাহ বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও দক্ষতা উন্নয়ন করা। | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | |
| (৫) কাজ বরাদ্দ ও সীমিত কার্যক্রম গ্রহন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | |
| (৬) এলাকা ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক হস্তচালিত নলকুপ স্থাপন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | |
| (৭) মনিটরিং ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০২৭ সাল বলতে ২০২৭-২০২৮ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

**কৌশল ৪ ঃ ২০২৭ সালের মধ্যে মহিলাদের জন্য সুব্যবস্থা রেখে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনাসহ ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করা ।**

**কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন কয়েকটি পাবলিক টয়লেট আছে। পারিবারিক স্যানিটেশনের অবস্থাও ভাল নয়। ২২.৫৩% পরিবারের মতে সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থায় খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ১২% পরিবার ম্যানুয়ালী সেপটিক ট্যাংকের ময়লা তুলে যেখানে সেখানে অপসারণ করে। এ সব বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঃ

১. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগে স্বাস্থ্যকর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়াগ করা;
২. এমডিএস কনসালটেন্টদের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করে পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা ও উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা ;
৩. মহিলাদের সুব্যবস্থা রেখে সকল পাবলিক টয়লেট এর নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী করে তা নির্মাণ করা;
৪. পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ;
৫. ১০০% পারিবারিক স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্যানিটেশন জরিপ পরিচালনা করে অস্বাস্থ্য সম্মত সকল ল্যাট্রিন ও হত দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করা;
৬. স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহনের মাধ্যমে প্রতি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণে নাগরিকদের উৎসাহিত করা;
৭. পর্যায়ক্রমে অস্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন দ্বারা প্রতিস্থাপনের/উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহন করা ;
৮. হতদরিদ্রদের জন্য স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে পারিবারিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রদান করা;

৯. সেপটিক ট্যাংকের পঙ্কিল উত্তোলন ও পরিবহনের জন্য ভ্যাকুয়াম ট্যাংকারের ব্যবস্থা করে তার মাধ্যমে পঙ্কিল অপনসারণ করা;

১০. বর্ণিত কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা;এবং

১১. স্যানিটেশন সংক্রান্ত মনিটরিং অব্যাহত রাখা।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০২৭** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্যক্রম | সংস্থা* | বছর*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (১) সংশিষ্ট বিভাগে জনবল নিয়োগ | পৌরসভা | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| (২) পাবলিক টয়লেটের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন | ঐ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| (৩) নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী ও নির্মাণ | পৌরসভা পরামর্শক | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৪) পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহন। | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৫) টয়লেট জরিপ করে অস্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট চিহ্নিত করা; | পৌরসভা | √ | √ | | | | | | | | | | | | | |
| (৬) স্যানিটেশন সর্ম্পকে গণসচেতনতা বৃদ্ধি/প্রতি পরিবারের জন্য আলাদা ল্যাট্রিন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |
| (৭) অস্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন উচ্ছেদ/প্রতিস্থাপন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
| (৮) হতদরিদ্রদের জন্য স্বল্প/বিনামূল্যে ল্যাট্রিন প্রদান | পৌরসভা | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| (৯) স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পঙ্কিল অপসারণের স্থান তৈরী। | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (১০) ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার দ্বারা পঙ্কিল অপসারণ | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |
| ১১) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| ১২) স্যানিটেশন মনিটরিং | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

**কৌশল ৫ ঃ ২০২৭ সালের মধ্যে বর্জ্য অপসারণের জন্য ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সমগ্র পৌরসভাকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা।**

**<u>কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম</u>**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপ্তি খুবই সীমিত। বর্জ্য অপসারনের জন্য কোন ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই বিধায় পৌরসভা রাস্তার পাশে বা নিচু যায়গায় যেখানে সেখানে আর্বজনা ফেলে রাখে। বর্জ্য পরিবহনের জন্য দুটি ভ্যান ও ১টি ট্রাক আছে যা প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য। এ শাখায় জনবল নেই বললেই চলে। ক্লিনিকের বর্জ্য পরিশোধনের ও অপসারনের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে:

(১) বর্জ্য অপসারনের লক্ষ্যে ২০/২৫ বছরের চাহিদা নিরূপন করে ট্রান্সফার স্টেশন ও ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য জমি অধিগ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহন;
(২) বর্জ্য সম্প্রসারনের জন্য ট্রান্সফার স্টেশন ও স্যানিটারী ল্যান্ডফিল গ্রাউন্ডের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরীসহ উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
(৩) পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগ;
(৪) বাড়ী বাড়ী থেকে প্রতিদিন বর্জ্য সংগ্রহের পদ্বতি প্রবর্তন করা এবং অব্যহত রাখা;
(৫) রিসাইক্লিং ও কমপোষ্টিং কার্যক্রম গ্রহন করা;
(৬) বর্জ্য অপসারনের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;
(৭) নিয়মিত রাস্তা ঝাড়ু এবং হাটবাজার এলাকার বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারনের জন্য আলাদা কর্মসুচী গ্রহন করা;
(৮) হাসপাতাল বর্জ্য অপসারনের জন্য আলাদা কর্মসূচী গ্রহন করা;
(৯) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা ও সকল কার্যক্রম অব্যহত রাখা;
(১০) সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

**<u>কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা</u>**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০২৭** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্যক্রম | সংস্থা* | বছর*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (১) বর্জ্য অপসারণের জন্য জমি অধিগ্রহন কর্মসূচী | পৌরসভা | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| (২) ট্রান্সফার ষ্টেশন ও স্যানিটারী ল্যান্ডফিল নির্মাণের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী ও নির্মাণ | পৌরসভা | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| (৩) সংশ্লিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগ | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৪) বাড়ি-বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করা | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৫) রিসাইকিং/কমপোষ্টিং ; | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (৬) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৭) হাট-বাজার ও রাস্তার আবর্জনা অপসারণ | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৮) হাসপাতাল বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৯) নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ১০) সার্বক্ষনিক মনিটরিং | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৭ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

ভেবানীগঞ্জ পৌরসভা উপরোক্ত ছকে বর্ণিত কৌশল বাস্তবায়ন কর্মসূচীর আলোকে উপ-প্রকল্প প্রণয়নসহ সময় ভিত্তিক সকল কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করবে।

**কৌশল ৬ ঃ ২০২৭ সালের মধ্যে পৌর এলাকায় বিনোদন সুবিধার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহন করা।**

**কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভা বর্তমানে কোন বিনোদন সুবিধা নাই। পরিবার জরিপ ও এফজিডি থেকে যে সকল পরার্মশ এসেছে তার মধ্যে পার্ক ও ওয়াকওয়ে নির্মান, খেলার মাঠ তৈরী, চিড়িয়াখানা নির্মান, এলাকা ভিত্তিক পাঠাগার, কমিউনিটি সেন্টার ও অডিটোরিয়াম নির্মান অন্যতম। তম্মধ্যে পৌরসভার উদ্যোগে যে সকল কার্যক্রম গ্রহন করা যায় তা নিম্ন রূপ ঃ

১. প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়াকওয়েসহ একটি করে বিনোদন স্পট নির্মাণ।
২. প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা।
৩. অডিটোরিয়াম/কমিউনিটি সেন্টারের জন্য জমি অধিগ্রহন ও নির্মাণ।
৪. খেলার মাঠ/ষ্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য ক্রীড়া সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা।
৫. বাজেট বরাদ্দ ও নির্মান কাজ বাস্তবায়ন ; এবং
৬. পার্ক,পাঠাগার, অডিটোরিয়াম ইত্যাদি পরিচালন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা ও তা অব্যাহত রাখা।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০৩০** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্যক্রম | সংস্থা* | বছর*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (১-ক) এমডিএসসি এর মাধ্যমে সমীক্ষা করে বিনোদন স্পট এর স্থান নির্বাচন। | পৌরসভা | √ | √ | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (১-খ) পার্কের জন্য জমি অধিগ্রহন | পৌরসভা | | | √ | | | | | | | | | | | | |
| (১-গ) পার্কের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী ও পার্ক নির্মাণ | পৌরসভা | | | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (২) প্রতি ওয়ার্ডে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৩-ক) পৌর অডিটোরিয়ামের স্থান নির্বাচন ও জমি অধিগ্রহন | পৌরসভা পরামর্শক | | | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৩-খ) পৌর অডিটোরিয়ামের নকশা, প্রাক্কলন তৈরী ও নির্মাণ। | পৌরসভা | | | | √ | √ | | | | | | | | | | |
| (৪) খেলার মাঠ/ষ্টেডিয়াম নির্মানের জন্য সংশিশ্টষ্টদের সাথে যোগাযোগ ; | পৌরসভা | | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
| (৫) বাজেট বরাদ্দ ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন | পৌরসভা | | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
| (৭) পার্ক/পাঠাগার/অডিটোরিয়াম ইত্যাদি পরিচালন ব্যবস্থা | পৌরসভা | | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।
*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

**কৌশল ৭ ঃ ২০২৫ সালের মধ্যে সকল কাঁচা বাজারের উন্নয়ন করা সম্পন্ন করা।**

**কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় অবস্থিত কাচা বাজারের অবকাঠামো উন্নত বা আধুনিক নেই, সেই সাথে এখানে কোন স্বাস্থ্যসম্মত কসাইখানা নেই। পৌর মালিকানায় কোন পাকা মার্কেট না থাকলেও ব্যক্তি মালিকানায় কয়েকটি পাকা/সুপার মার্কেট রয়েছে। এ ছাড়া পৌর এলাকায় একটি হাট ও  একটি কাচা বাজার রয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে নিম্লোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে ঃ

১. এমডিএস পরার্মশকদের সহায়তায় পৌর এলাকার মধ্যে সমীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী কাচাবাজার সহ মানসম্মতভাবে কসাইখানার প্রয়োজনীয় উন্নয়ন, সংখ্যা ও স্থান নির্বাচন ও নির্মানের কার্যক্রম গ্রহন করা;
২. পৌরসভার নিয়ন্ত্রনাধীন হাট ও কাচা বাজার চিহ্নিত করে প্রতিটি হাট বাজারের অবকাঠামো জরিপ করা এবং লে-আউট প্ল্যান তৈরী করা;
৩. সকল হাট-বাজারের ভৌত অবকাঠামো যথা- মাছ, মাংস/শাসসবজির সেড, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, পানি সরবরাহ, রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজের জন্য নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী করা;
৪. বাজেট বরাদ্দ করে ঐ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
৫. সকল হাট, বাজার ও কসাইখানা পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রয়োজনে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেওয়া; এবং
৬. মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন করা।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০৩০** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্যক্রম | সংস্থা* | বছর*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (১-ক) বাজার ও কসাইখানার সংখ্যা ও স্থান নির্ধারণ | পৌরসভা এলজিইডি | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| (১-খ) বাজার বা কসাইখানার আধুনিকায়নের জন্য নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী ও তা নির্মাণ করা | পৌরসভা | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (২)২পৌরসভার মালিকানাধীন হাট-বাজার চিহ্নিত করণ | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৩-ক) হাট-বাজারের জরিপ করে অবকাঠামো চাহিদা নিরূপণ | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৩-খ) চাহিদানুযায়ী নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী ; | পৌরসভা | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৪) বাজেট বরাদ্দ ও উপ-প্রকল্প তৈরী ও বাস্তবায়ন | পৌরসভা | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৫) বেসরকারীকরণসহ কসাইখানা ও হাট-বাজার পরিচালন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহন | পৌরসভা | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৬) মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা | পৌরসভা | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

**কৌশল ৮ ঃ ২০৩০ সালের মধ্যে কবরস্থান/শ্মশ্মান ঘাট নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থপনা প্রতিষ্ঠা করা।**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় একটি শ্মশ্মান ঘাট আছে। এটি একটি অন্যতম নাগরিক সুবিধা যা পৌরসভার কার্যাবলীর আওতাভূক্ত। কাজেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্মশ্মান ঘাট ও কবরস্থান নির্মান করা ও এর পরিচালন ব্যবস্থাপনা স্থাপন করা আবশ্যক। এজন্য নিেোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে ঃ

১) শ্মশ্মানের প্রয়োজনের ভিত্তিতে অবস্থান ও সংখ্যা নিণয় ;

২) কবরস্থানের প্রয়োজনের ভিত্তিতে এর অবস্থান ও সংখ্যা নির্ণয়

৩) জমি অধিগ্রহনের কার্যক্রম গ্রহন করা।

৪) কবরস্থান ও শ্মশ্মান ঘাটের অবকাঠামোর নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী;

৫) বাজেট বরাদ্দ ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন;

৬) কবরস্থান ও শ্মশ্মান ঘাটের পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; এবং

৭) মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহন।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০৩০** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্যক্রম | সংস্থা* | বছর*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (১) জরিপের মাধ্যমে কবরস্থান ও শ্বসান এর অবস্থান ও সংখ্যা নির্ণয় | পৌরসভা | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| (২) জমি অধিগ্রহন কার্যক্রম | ঐ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৩) অবকাঠামোর নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৪) বাজেট বরাদ্দ ও নির্মান কাজ বাস্তবায়ন | পৌরসভা | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| (৫) পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
| (৬) মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহন | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

## ৭.২.৩ ঃ পৌরসভার গভার্নেন্স / পরিচালন পদ্ধতিঃ

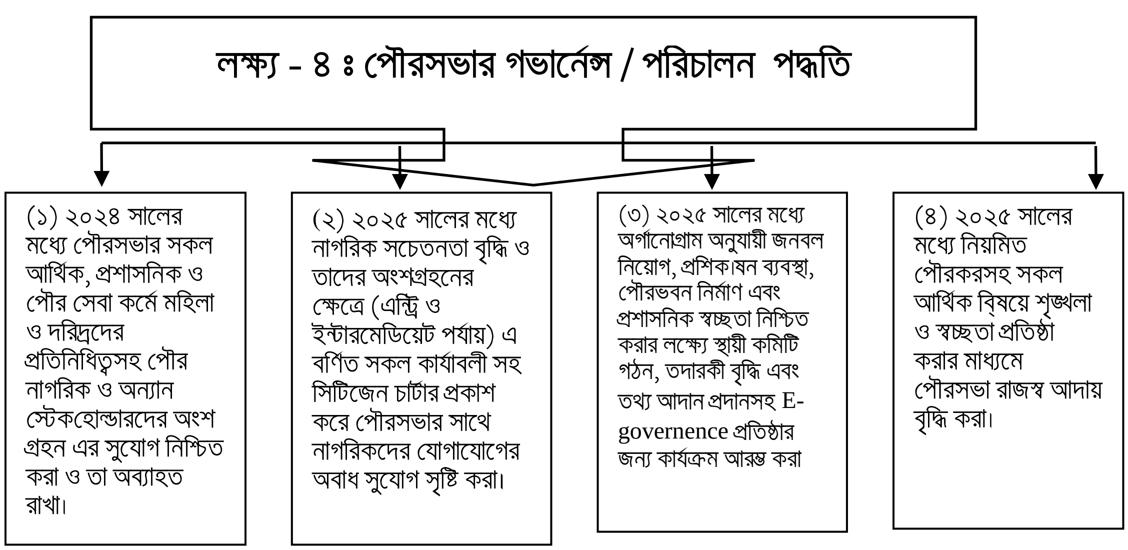

**কৌশল-১ ঃ ২০২৪ সালের মধ্যে পৌরসভার সকল আর্থিক, প্রশাসনিক ও পৌর সেবা কর্মে মহিলা ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্বসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশ গ্রহন এর সুযোগ নিশ্চিত করা ও তা অব্যাহত রাখা।।**

**কৌশল-২ ঃ ২০২৫ সালের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে ইউজিআইএপি (এন্ট্রি ও ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়) এ বর্ণিত সকল কার্যাবলী সহ সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করে পৌরসভার সাথে নাগরিকদের যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা।**

**কৌশল-৩ ঃ ২০২৫সালের মধ্যে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষন ব্যবস্থা, পৌরভবন নির্মাণ এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন, তদারকী বৃদ্ধি এবং তথ্য আদান প্রদানসহ E-governence প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা**

**কৌশল-৪ ঃ ২০২৫ সালের মধ্যে নিয়মিত পৌরকরসহ সকল আর্থিক বিষয়ে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পৌরসভা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।**

**কৌশল-১ ঃ ২০২৪ সালের মধ্যে পৌরসভার সকল আর্থিক, প্রশাসনিক ও পৌর সেবা কর্মে মহিলা ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্বসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশ গ্রহন এর সুযোগ নিশ্চিত করা ও তা অব্যাহত রাখা ।**

**<u>কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম</u>**

পৌরসভার আর্থিক, প্রশাসনিক ও সেবা কর্মের বিভিন্নি পর্যায়ে মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির অংশ গ্রহনসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেহোল্ডারদের অংশগ্রহনের বিষয় UGIAP এ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পি.ডি.পি) প্রণয়নে ও বিভিন্ন পর্যায়ে পৌর নাগরিক ও স্টেহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ সব বিষয় বিবেচনা করে চিহ্নিত কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১) পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং ও পৌর ওয়ার্ড ভিশনিং এর মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করা;

২) পিডিপি প্রণয়নের অংশ হিসেবে পৌর নাগরিক ও স্টেহোল্ডারদের অংশ গ্রহনে ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা পর্যায়ে পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলন পরিচালনা করে ভিশন ২০৩০ প্রণয়ন করা;

৩) পৌরসভার মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠিসহ সকল স্তরের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) গঠন এবং তাদের অংশ গ্রহনে পিডিপি প্রণয়ন তদারকিসহ ইউজিআইএপি এর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যপরিধি অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

৪) প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে মহিলা ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিসহ ওয়ার্ডের সকল স্তরের নাগরিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WC) গঠন ও UGIAP এ বর্ণিত কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

৫) মহল্লা ভিত্তিক কমিউনিটি সংগঠন (সিবিও) গঠন করে তাদের কার্যপরিধি অনুযায়ী পৌরসভার সেবা সরবরাহ কাজে অংশ গ্রহন, পৌরসভার কার্যাবলী পরিচালনায় TLCC, WC এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা এবং বিশেষ বিশেষ পৌরসেবার কাজ পৌরসভার সাথে অংশিদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা;

৬) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যের কৌশল-২ এর বর্ণিত চজঅচ পিডিপির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে ইউজিআইএপি বর্ণিত কার্যপরিধির আলোকে বাজেট বরাদ্দসহ তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা ; এবং

৭) মহিলা কাউন্সিলরকে প্রধান করে গঠিত জেন্ডার কমিটি গঠন করে তার সহযোগিতায় পৌরসভা ভিত্তিক Gender Action Plan (GAP) তৈরী করে তা পিডিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা, প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা GAP এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছর বাজেট তৈরী করে পৌরসভায় দাখিল করা এবং পৌরসভা কর্তৃক জিএপি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

UGIAP (এন্ট্রি ও ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়) উপরোক্ত কমিটি, সংগঠনের এবং জিএপি ও পিআরএপি এর কার্যপরিধিসহ সময় ভিত্তিক ঐ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারন করা আছে এবং তদানুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

**কৌশল-২ ঃ ২০২৫ সালের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে ইউজিআইএপি (এন্ট্রি ও ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়) এ বর্ণিত সকল কার্যাবলী সহ সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করে পৌরসভার সাথে নাগরিকদের যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা।**

**কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী**

নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে ইউজিআইএপি এর ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়ে যে সকল কার্যক্রমের বিষয় আছে তা নিরুপণ ঃ

১) সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ প্রকাশ;

২) সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের পৌর সেবার মান ও পরিমান সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহ;

৩) পৌরসভা পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার সেল গঠন এবং কার্যপরিধি অনুযায়ী তা কার্যকর রাখা;

৪) নিয়মিত TLCC , WC এর সভা অনুষ্ঠান করা;

৫) বাজেট প্রস্তাব জনসম্মুখ্যে প্রকাশ ও টিএলসিসি তে আলোচনা করা ও প্রচার প্রচারনা অব্যাহত রাখা ;

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

UGIAP দ্বিতীয় পর্যায়ে সময় ভিত্তিক উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে। এবং তদানুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

**কৌশল-৩ ঃ ২০২৫ সালের মধ্যে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষন ব্যবস্থা, পৌরভবন নির্মাণ এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন, তদারকী বৃদ্ধি এবং তথ্য আদান প্রদানসহ E-governence প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা**

**কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার নতুন অফিস ভবন আছে। অর্গানোগ্রামে বর্ণিত অনুমোদিত পদের প্রায় ২৩% পদ শুন্য রয়েছে। এদের মধ্যে নির্বাহী কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মত গুরুত্ব পূর্ণ পদও খালি আছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরীর বিবরণ আছে কিন্তু তদানুযায়ী কাজ করার জনবল নেই। এসব বিষয় বিবেচনাসহ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পৌরভবনের সম্প্রসারণ জরুরী। ইউজিআইএপি এ বর্ণিত প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে ঃ

১) সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে পৌরসভার আকার ও প্রযোজনীয় বিবেচনা করে জনবল নিয়োগ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ কর্মকর্তা কর্মচারী ও সংশিণ্টষ্ট স্টেকহোল্ডার/নাগরিকদের প্রশিক্ষন প্রদান।
২) সকল স্থায়ী কমিটি গঠন ও তা ইউজিআইএপি এ বর্ণিত বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুসরণে যে ভাবে সকল দায়িত্ব পালন করতে পারে সেভাবে কমিটি সমূহকে কার্যকর করা;
৩) এলজিইডি'র আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক ভৌত কাজের অগ্রগতি ও গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ করা;
৪) ইউজিআইএপি এর সকল কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পিএমও তে দাখিল; এবং
৫) ইউজিআইএপি এর বর্ণনা মতে E-governence এর কার্যক্রম আরম্ভ করা।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে ইউজিআইএপি এ সময় ভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় উল্লেখ করা আছে যার ভিত্তিতে বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা হবে।

**কৌশল-৪ ঃ ২০২৫ সালের মধ্যে নিয়মিত পৌরকরসহ সকল আর্থিক বিষয়ে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পৌরসভা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা ।**

**কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী**

পৌরসভার আথিক বিষয়ে শৃংঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইউজিআইএপি এ কতিপয় কার্যক্রম গ্রহনের সুপারিশ করা হয়েছে এবং এ সকল কার্যক্রমের শর্তাবলীর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব।রোপ করা হয়েছে। এ সকল কার্যাবলী বাস্তবায়িত হলে এক দিকে যেমন পৌরসভার হিসাব ব্যবস্থায় শৃংঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্য দিকে আর্থিক বিষয়ে পৌরসভা স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। এ সকল কার্যক্রম নিণে বর্ণিত হলোঃ

১) কম্পিউটারাইজড্ হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তণ এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
২) কম্পিউটারাইজড্ ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে উৎপাদিত বিল প্রস্তুতকরণ;
৩) বার্ষিক ভিত্তিতে অন্তঃবর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রম চালু রাখা এবং আদায় বৃদ্ধি করা;
৪) অবকাঠামোর মূল্য বৃদ্ধির হার কমপক্ষে সমতুল্য কর বহিভূর্ত নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি;
৫) বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকল দায় দেনা নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে হবে। ঋন পরিশোধের হার বার্ষিক রাজস্ব আয়ের ২০% এর কম থাকবে;
৬) কমপক্ষে ৮০% বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিলসহ সকল বকেয়া বিল সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা; এবং

৭) আর্থিক বিবরণী তৈরী এবং অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আর্থিক বছর শেষ হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে অডিট (নিরীক্ষা) সম্পন্ন করা।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য UGIAP এ সময় ভিত্তিক করণীয় (বাস্তবায়ন প্রণালী) বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে যা অনুসরণে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

## ৭.৩.১ ঃ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

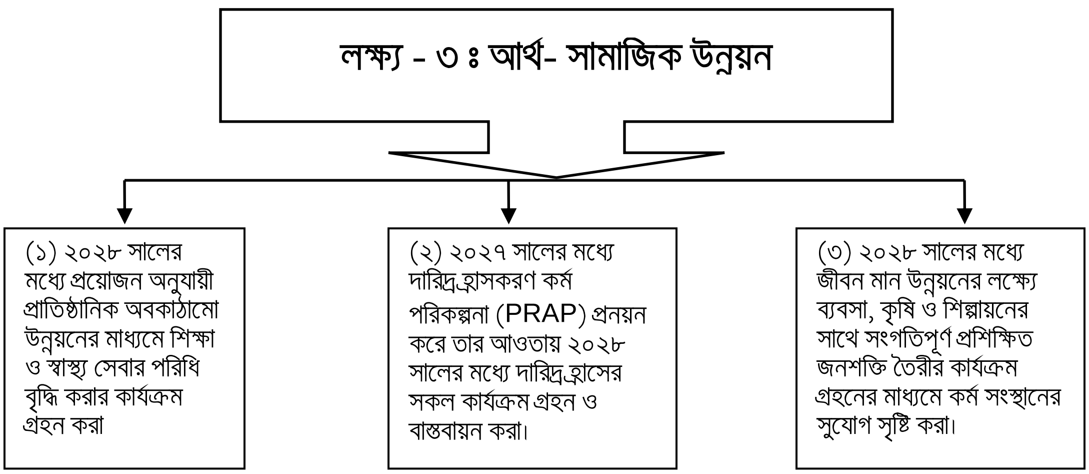


**কৌশল ১ ঃ ২০২৮ সালের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহন করা।**

**কৌশল ২ ঃ ২০২৭ সালের মধ্যে দারিদ্র্যহ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা (PRAP) প্রনয়ন করে তার আওতায় ২০২৮ সালের মধ্যে দারিদ্র্যহ্রাসের সকল কার্যক্রম গ্রহন; ও**

**কৌশল ৩ ঃ ২০২৮ সালের মধ্যে জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবসা, কৃষি ও শিল্পায়নের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরীর কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।**

**কৌশল ১ ঃ ২০২৮ সালের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহন করা।**

**কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম**

পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে অংশগ্রহনকারী স্টেকহোল্ডারগন শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সংগত কারনেই এ দুটি ক্ষেত্রে পৌরসভাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পূর্ণ কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

**শিক্ষা**

১) শিক্ষার সুযোগ ও প্রসারে কাজ করার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা;

২) যে সকল এলাকায় বিদ্যালয় নেই সেই সকল এলাকায় সরকার/বেসরকারী উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা;

৩) পৌরসভা কর্তৃক স্যাটেলাইট স্কুল স্থাপন করে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় এনজিও সংগঠিত করে কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করা ; এবং

৫) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা; এবং অগ্রগতি মনিটরিং করে ফলাফলের ভিত্তিতে পরবতী কার্যক্রম গ্রহন করা।

**স্বাস্থ্য**

১) পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা;

২) বাজার পরিদর্শক নিয়োগ করে বাজার পরিদর্শন করে খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থপনা স্থাপন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহন এবং ই.পি.আইসহ বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহন;

৩) সরকার/বেসরকারী উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনে পৌরসভা কর্তৃক উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা

৪) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ই.পি.আই কর্মী নিয়োগ করে ওয়ার্ড ভিত্তিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং স্বাস্থ্য সর্ম্পকে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার্,পচারণা/র‌্যালী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা;

৫) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা;এবং

৬) কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহন করা।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (শিক্ষা)**

| **কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০৩০**** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **কার্যক্রম** | **সংস্থা*** | **বছর***** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (১) স্থায়ী কমিটি গঠন ও দায়িত্ব পালন | পৌরসভা | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| (২) সরকারী / বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহন | ঐ | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৩) স্যাটালাইট বিদ্যালয় স্থাপন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য এনজিও সংগঠিত | পৌরসভা | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| (৫) অগ্রগতি মনিটরিং | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (স্বাস্থ্য)**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০৩০** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্যক্রম | সংস্থা* | বছর*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (১) বাজার পরিদর্শক নিয়োগ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ | পৌরসভা | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| (২-ক) খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজার পরিদর্শন | ঐ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (২-খ) নিরাপদ পানি সরবরাহ | ঐ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (২-গ) ওয়ার্ড ভিত্তিক ই.পি.আই কর্মসূচী গ্রহন | পৌরসভা | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (৩) মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহন | ঐ | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৪) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গণসচেতনতা, র‍্যালি ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহন | ঐ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| (৫) বাজেট বরাদ্দ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন | ঐ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| (৬) মনিটরিং ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহন | ঐ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

**কৌশল ২ ঃ ২০২৭ সালের মধ্যে দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা (PRAP) প্রনয়ন করে তার আওতায় ২০২৮ সালের মধ্যে দারিদ্র হ্রাসের সকল কার্যক্রম গ্রহন**

**কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় প্রকল্প কর্তৃক সংজ্ঞায়ীত ৪টি বস্তি এবং সেই সাথে বেশ কয়েকটি ক্লাষ্টার রয়েছে যার সংখ্যা এখনও নিরূপিত হয়নি, এইসব বস্তি ও ক্লাস্টারে অনেক দরিদ পরিবার বসবাস করে। এ জন্য দারিদ্র নিরূপণ ও কৌশল প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুসরণে

আলাদা কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে দারিদ্রহ্রাস করণ কর্ম পরিকল্পনা (PRAP) প্রনয়ন করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে। চজঅচ আওতায় গ্রহনযোগ্য ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম ও আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১) ২০২৭ সালের মধ্যে দারিদ্র্যহ্রাসকরণের লক্ষ্যে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার জন্য দারিদ্র্যহ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা (PRAP) প্রনয়ন।
২) PRAP এর আওতায় চিহ্নিত ভৌত অবকাঠামো (রাস্তা/ফুটপাত, স্যানিটেশন, ড্রেন, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন;
৩) PRAP এ বর্ণিত দারিদ্র্যহ্রাসকরণেরর আর্থ সামাজিক কার্যক্রম, যথা-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্বায়ন;
৪) ভৌত অবকাঠামোর জন্য নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী এবং আর্থ সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৫) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা;
৬) অগ্রগতি মনিটরিং ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহন;

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০৩০** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্যক্রম | সংস্থা* | বছর*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (১) পিআরএপি (PRAP) প্রণয়ন | পৌরসভা | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| (২-ক) পিআরএপি অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো চিহ্নিত করণ | ঐ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| (২-খ) অবকাঠামো নকশা ও ভৌত প্রাক্কলন তৈরী | ঐ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (২-গ) বাজেট বরাদ্দ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মান বাস্তবায়ন | পৌরসভা | | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| (৩-ক) পিআরএপি এর আওতায় আর্থ সামাজিক কার্যক্রম চিহ্নিত করণ | ঐ | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| (৩-খ) চিহ্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মসূচী প্রণয়ন | ঐ | | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| (৪) বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন | ঐ | | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
| (৫) মনিটরিং ও পরবর্তী ব্যবস্থা গশ্বহন | ঐ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

**কৌশল ৩ ঃ ২০২৮ সালের মধ্যে জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবসা, কৃষি ও শিল্পায়নের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরীর কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।**

**কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার পরিবার চিত্র বিশ্লেষন থেকে দেখা যায় যে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারে সংখ্যা প্রায় ১০%। ভবানীগঞ্জ পৌরসভার পেশা ভিত্তিক পরিবার চিত্র অনুযায়ী পৌর এলাকার ২২% পরিবার চাকুরীজীবি, ৩৮% পরিবার ব্যবসায়ী, ২৩% পরিবার শ্রমিক এবং ১৭% পরিবার কৃষি ও অন্যান্য মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। কাজেই ব্যবসা, চাকুরি খাতে কর্মসংস্থান যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কর্ম সংস্থানের উপর্যুক্ত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরীর কার্যক্রম গ্রহন করা আবশ্যক। এসব বিষয়ে বিবেচনা করে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরীর জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক ঃ

১) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ভিত্তিক কারখানা, ব্যবসা ও অন্যান্য কৃষি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের চাহিদার ক্ষেত্রসমূহ নিরূপনের জন্য জরিপ পরিচালনা করা;
২) কৃষি, ব্যবসা ও শিল্প ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ;
৩) সরকারী(যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর)(যুঃউঃঅঃ)/বেসরকারী সংস্থা(এনজিও) ব্যবস্থাপনা উদ্যোগে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
৪) পৌরসভা কর্তৃক এ বিষয়ে প্রচার প্রচারণার কার্যক্রম গ্রহন;এবং
৫) প্রয়োজনীয় বাজেট অর্থ বরাদ্দ রাখা ও বাস্তবায়ন।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

| কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০৩০** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্যক্রম | সংস্থা* | বছর*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (১) ব্যবসা, কৃষি ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নিরুপরণ | পৌরসভা | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| (২-ক) কর্ম ভিত্তিক প্রশিক্ষনের বিষয় নির্বাচন | ঐ | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| (২-খ) কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল তৈরী | ঐ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| (৩) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন | পৌরসভা | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| (৪) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে প্রচারণা চালানো | ঐ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| (৫) বাজেট বরাদ্দ ও মনিটরিং | ঐ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

* বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

* * ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০৩০ সাল বলতে ২০২৯-২০৩০ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।
*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে।

**লক্ষ্য-৪ঃ পৌরসভার গভার্নেন্স/পরিচালন পদ্ধতি**

পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নগর পরিচালন উন্নতিকারণ কর্মপরিকল্পনা বা Urban Governence Improvement Action Program(UGIAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। UGIAP এ বর্ণিত পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির মাপকাঠিতে চাহিদা মোতাবেক পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারলে তবেই সংশ্লিষ্ট পৌরসভা বিনিয়োগের অর্থ বরাদ্দ পাবে। এ জন্য UGIAP এর প্রথম পর্যায়ের কাজ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করতে পারলে ঐ পৌরসভা প্রকল্পের অবশিষ্ট প্রকল্প তহবিল থেকে বিনিয়োগ সহায়তা পাবে। এ ছাড়া প্রকল্প সমাপ্তির পরও UGIAP এ বর্ণিত পরিচালন ব্যবস্থার সকল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে যার ফলশ্রুতিতে পৌরসভা আর্থিক প্রশাসনিক ইত্যাদি বিষয়সহ সেবা সরবরাহের সকল ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে। পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থার উপর স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত ভিশন বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ বাস্তবায়ন কৌশলের সাথে UGIAP এর কার্যাবলী সমন্বিত করে কোর গ্রুপের স্থিরকৃত লক্ষ্য এবং তা অর্জনের কৌশলসমূহ নির্ণয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য কৌশল বাস্তবায়নের সময় ভিত্তিক কার্যক্রম UGIAP এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত টএওঅচ এর দ্বিতীয় পর্যায় কপি সংযুক্তি UGIAP তে সংযুক্ত করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত কৌশল ও UGIAP এর কার্যাবলী সমন্বিত করে কোর গ্রুপের স্থিরকৃত লক্ষ্য, কৌশল ও কৌশল বাস্তবায়নের বিষয় নিম্নে বর্ণিত হলো

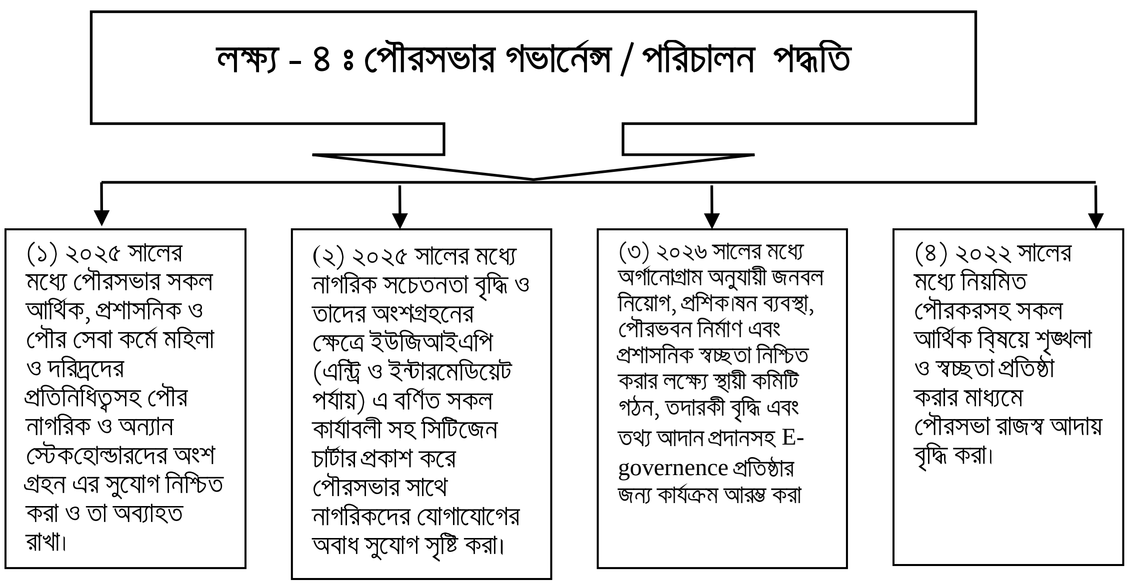


**কৌশল-১ ঃ ২০২২ সালের মধ্যে পৌরসভার সকল আর্থিক, প্রশাসনিক ও পৌর সেবা কর্মে মহিলা ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্বসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশ গ্রহন এর সুযোগ নিশ্চিত করা ও তা অব্যাহত রাখা।।**

**কৌশল-২ ঃ ২০২৪ সালের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে ইউজিআইএপি (এন্ট্রি ও ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়) এ বর্ণিত সকল কার্যাবলী সহ সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করে পৌরসভার সাথে নাগরিকদের যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা।**

**কৌশল-৩ ঃ ২০২৫সালের মধ্যে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষন ব্যবস্থা, পৌরভবন নির্মাণ এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন, তদারকী বৃদ্ধি এবং তথ্য আদান প্রদানসহ E-governence প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা**

**কৌশল-৪ ঃ ২০২৫ সালের মধ্যে নিয়মিত পৌরকরসহ সকল আর্থিক বিষয়ে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পৌরসভা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।**

**কৌশল-১ ঃ ২০২৩ সালের মধ্যে পৌরসভার সকল আর্থিক, প্রশাসনিক ও পৌর সেবা কর্মে মহিলা ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্বসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশ গ্রহন এর সুযোগ নিশ্চিত করা ও তা অব্যাহত রাখা ।**

**কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম**

পৌরসভার আর্থিক, প্রশাসনিক ও সেবা কর্মের বিভিন্নি পর্যায়ে মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির অংশ গ্রহনসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেহোল্ডারদের অংশগ্রহনের বিষয় UGIAP এ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পি.ডি.পি) প্রণয়নে ও বিভিন্ন পর্যায়ে পৌর নাগরিক ও স্টেহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করণের উপর বিশেষ গুরুত্ব  দেয়া হয়েছে। এ সব বিষয় বিবেচনা করে চিহ্নিত কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

৮) পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং ও পৌর ওয়ার্ড ভিশনিং এর মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করা;

৯) পিডিপি প্রণয়নের অংশ হিসেবে পৌর নাগরিক ও স্টেহোল্ডারদের অংশ গ্রহনে ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা পর্যায়ে পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলন পরিচালনা করে ভিশন ২০৩০ প্রণয়ন করা;

১০) পৌরসভার মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠিসহ সকল স্তরের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) গঠন এবং তাদের অংশ গ্রহনে পিডিপি প্রণয়ন তদারকিসহ ইউজিআইএপি এর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যপরিধি অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

১১) প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে মহিলা ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিসহ ওয়ার্ডের সকল স্তরের নাগরিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WLCC) গঠন ও UGIAP এ বর্ণিত কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

১২) মহল্লা ভিত্তিক কমিউনিটি সংগঠন (সিবিও) গঠন করে তাদের কার্যপরিধি অনুযায়ী পৌরসভার সেবা সরবরাহ কাজে অংশ গ্রহন, পৌরসভার কার্যাবলী পরিচালনায় TLCC, WLCC এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা এবং বিশেষ বিশেষ পৌরসেবার কাজ পৌরসভার সাথে অংশিদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা;

১৩) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যের কৌশল-২ এর বর্ণিত চজঅচ পিডিপির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে ইউজিআইএপি বর্ণিত কার্যপরিধির আলোকে বাজেট বরাদ্দসহ তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা ; এবং

১৪) মহিলা কাউন্সিলরকে প্রধান করে গঠিত জেন্ডার কমিটি গঠন করে তার সহযোগিতায় পৌরসভা ভিত্তিক Gender Action Plan (GAP) তৈরী করে তা পিডিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা, প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা এঅচ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছর বাজেট তৈরী করে পৌরসভায় দাখিল করা এবং পৌরসভা কর্তৃক জিএপি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

UGIAP (এন্ট্রি ও ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়) উপরোক্ত কমিটি, সংগঠনের এবং জিএপি ও পিআরএপি এর কার্যপরিধিসহ সময় ভিত্তিক ঐ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারন করা আছে এবং তদানুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

**কৌশল-২ ঃ ২০২৩ সালের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে ইউজিআইএপি (এন্ট্রি ও ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়) এ বর্ণিত সকল কার্যাবলী সহ সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করে পৌরসভার সাথে নাগরিকদের যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা।**

**কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী**

নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে ইউজিআইএপি এর ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়ে যে সকল কার্যক্রমের বিষয় আছে তা নিরুপণ ঃ

৬) সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ প্রকাশ;

৭) সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের পৌর সেবার মান ও পরিমান সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহ;

৮) পৌরসভা পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার সেল গঠন এবং কার্যপরিধি অনুযায়ী তা কার্যকর রাখা;

৯) নিয়মিত TLCC , WLCC এর সভা অনুষ্ঠান করা;

১০) বাজেট প্রস্তাব জনসম্মুখ্যে প্রকাশ ও টিএলসিসি তে আলোচনা করা ও প্রচার প্রচারনা অব্যাহত রাখা ;

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

UGIAP দ্বিতীয় পর্যায়ে সময় ভিত্তিক উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে। এবং তদানুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

**কৌশল-৩ ঃ ২০২৬ সালের মধ্যে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষন ব্যবস্থা, পৌরভবন নির্মাণ এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন, তদারকী বৃদ্ধি এবং তথ্য আদান প্রদানসহ E-governence প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা**

**কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার নতুন অফিস ভবন আছে। অর্গানোগ্রামে বর্ণিত অনুমোদিত পদের প্রায় ২৩% পদ শুন্য রয়েছে। এদের মধ্যে স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মত গুরুত্বপূর্ণ পদও খালি আছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরীর বিবরণ আছে কিন্তু তদানুযায়ী কাজ করার জনবল নেই। এসব বিষয় বিবেচনাসহ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পৌরভবনের সম্প্রসারণ জরুরী। ইউজিআইএপি এ বর্ণিত প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে ঃ

৬) সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে পৌরসভার আকার ও প্রযোজনীয় বিবেচনা করে জনবল নিয়োগ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ কর্মকর্তা কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার/নাগরিকদের প্রশিক্ষন প্রদান।

৭) সকল স্থায়ী কমিটি গঠন ও তা ইউজিআইএপি এ বর্ণিত বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুসরণে যে ভাবে সকল দায়িত্ব পালন করতে পারে সেভাবে কমিটি সমূহকে কার্যকর করা;

৮) এলজিইডি'র আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক ভৌত কাজের অগ্রগতি ও গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ করা;

৯) ইউজিআইএপি এর সকল কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পিএমও তে দাখিল; এবং

১০) ইউজিআইএপি এর বর্ণনা মতে E-governence এর কার্যক্রম আরম্ভ করা।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে ইউজিআইএপি এ সময় ভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় উল্লেখ করা আছে যার ভিত্তিতে বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা হবে।

**কৌশল-৪ ঃ ২০২২ সালের মধ্যে নিয়মিত পৌরকরসহ সকল আর্থিক বিষয়ে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পৌরসভা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা ।**

**কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার আথিক বিষয়ে শৃংঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইউজিআইএপি এ কতিপয় কার্যক্রম গ্রহনের সুপারিশ করা হয়েছে এবং এ সকল কার্যক্রমের শর্তাবলীর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব ারোপ করা হয়েছে। এ সকল কার্যাবলী বাস্তবায়িত হলে এক দিকে যেমন পৌরসভার হিসাব ব্যবস্থায় শৃংঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্য দিকে আর্থিক বিষয়ে পৌরসভা স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। এ সকল কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

৮) কম্পিউটারাইজড্ হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তণ এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;

৯) কম্পিউটারাইজড্ ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে উৎপাদিত বিল প্রস্তুতকরণ;

১০) বার্ষিক ভিত্তিতে অন্তঃবর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রম চালু রাখা এবং আদায় বৃদ্ধি করা;

১১) অবকাঠামোর মূল্য বৃদ্ধির হার কমপক্ষে সমতুল্য কর বহিভূর্ত নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি;

১২) বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকল দায় দেনা নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে হবে। ঋন পরিশোধের হার বার্ষিক রাজস্ব আয়ের ২০% এর কম থাকবে;

১৩) কমপক্ষে ৮০% বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিলসহ সকল বকেয়া বিল সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা; এবং

১৪) আর্থিক বিবরণী তৈরী এবং অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আর্থিক বছর শেষ হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে অডিট (নিরীক্ষা) সম্পন্ন করা।

**কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা**

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য UGIAP এ সময় ভিত্তিক করণীয় (বাস্তবায়ন প্রণালী) বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে যা অনুসরণে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

# ৮. আর্থিক পরিকল্পনা ও স্থায়িত্বশীলতা
# Pourashava Financial Planning and Sustainability

## ৮.১ ভূমিকা
## Introduction

স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের জন্য পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অপরদিকে ভৌত অবকাঠামো আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নগর পরিচালন করার লক্ষ্যে সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করা কঠিন এবং সকল পরিবেশে পর্যাপ্ত অর্থের সংকুলান করাও একটি কঠিন কার্যক্রম হিসেবে প্রমাণিত; বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে যথাসময়ে যথোপযুক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের পৌরসভার অবস্থা আরও নাজুক। কাজেই সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেই সুষ্ঠু আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ ও তার সময়োপযোগী, অগ্রাধিকার ভিত্তিক, যৌক্তিক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করে ভিশন অর্জনের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। একই সাথে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভার আর্থিক ভিত মজবুত করতঃ আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্থায়ীত্বশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে পৌরসভার আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি। এসব বিষয়কে সামনে রেখেই ভবানীগঞ্জ পৌরসভার সকল নাগরিকের অংশগ্রহণেভবানীগঞ্জ পৌরসভার উন্নয়ন ‘ভিশন ২০৩০’ অর্জনের লক্ষ্যে আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি এবং এর স্থায়িত্বশীলতার জন্য কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

### ৮.২ পৌরসভা আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Pourashava Financial Management)

পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর চতুর্থ ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। উক্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

#### ৮.২.১ পৌরসভার তহবিল

স্থাণীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ মোতাবেক প্রত্যেক পৌরসভায়, পৌরসভা তহবিল নামে একটি তহবিল থাকবে (ধারা ৮৯)। উক্ত পৌরসভা তহবিলে নিম্নে বর্ণিত অর্থ জমা হবেঃ

(১) এ আইন কার্যকর হওয়ার সময় পৌরসভার সম্পূর্ণ এখতিয়ারে উদ্বৃত্ত তহবিল;
(২) এ আইনের অধীনে পৌরসভা কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য দাবি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;
(৩) পৌরসভার ওপর ন্যস্ত অথবা তদন্তকৃত ব্যবস্থিত সম্পত্তি হতে সকল খাজনা এবং আয়, যা পৌরসভার নিকট পরিশোধ অথবা জমা যোগ্য;
(৪) এ আইনের অধীনে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইনের অধীনে পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ;
(৫) কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা স্থানীয় যে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দানের সমুদয় অর্থ;
(৬) পৌরসভার অধীনে পরিচালিত ট্রাস্ট হতে (যদি থাকে) জমাকৃত সমুদয় আয়;
(৭) সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল অনুদান;
(৮) বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত সমুদয় লভ্যাংশ; এবং
(৯) সরকারের নির্দেশে পৌরসভার সম্পূর্ণ অধিকারে ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ।

### ৮.২.২ আরোপিত ব্যয়

পৌরসভা তহবিলের ওপর আরোপিত ব্যয় (ধারা ৯০) নিম্নরূপ হবে, যথাঃ

(ক) পৌরসভার কর্মে নিয়োজিত যে কোন সরকারি কর্মচারী অথবা স্থানীয় পরিষদ সার্ভিসের যে কোন সদস্যকে অথবা তার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদেয় সমুদয় অর্থ;

(খ) নির্বাচন পরিচালনায় অবদান, পৌরসভার সার্ভিসসমূহ রক্ষাণাবেক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষা এবং এরূপ অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পৌরসভা কর্তৃক প্রদেয় সমুদয় অর্থ; এবং

(গ) কোন আদালত অথবা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পৌরসভার বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন অর্থ এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত এরূপ আরোপযোগ্য যে কোন ব্যয়।

### ৮.২.৩ সংরক্ষণ, বিনিয়োগ এবং বিশেষ তহবিল গঠন

(ক) ভবানীগঞ্জ পৌরসভা তহবিলের জমাকৃত টাকা সরকারি ট্রেজারির কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে অথবা সরকার কর্তৃক সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন পদ্ধতিতে জমা রাখতে হবে;

(খ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পৌরসভা তার তহবিলের যে কোন অংশ বিনিয়োগ করতে পারবে;

(গ) পৌরসভা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য পৃথক তহবিল গঠন এবং সংরক্ষণ করতে পারবে, যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে;

(ঘ) পৌরসভার তহবিলে সময়ে সময়ে জমাকৃত অর্থ নিম্নরূপ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োগ করতে হবেঃ-

(ঘ-১) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান;

(ঘ-২) এ আইনের অধীন পৌরসভার তহবিলের ওপর আরোপিত ব্যয় মিটানো;

(ঘ-৩) পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পৌরসভা কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা তহবিলের ওপর আরোপিত যথোপযুক্ত ব্যয় মিটানো; এবং

(ঘ-৪) সরকার কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা তহবিলের ওপর আরোপিত ব্যয় মিটানো।

### ৮.২.৪ বাজেট

প্রতিটি পৌরসভা প্রতি অর্থ-বছর শুরু হওয়ার পূর্বে, (ধারা-৯২) পৌরসভার সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, প্রাক্কলিত বাজেট বলে উল্লেখিত, পৌর পরিষদ বিধি বিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করবে এবং তার একটি করে অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে। উক্ত বাজেটে পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়, চলতি বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবেশন করা হয়।

**হিসাব**

(ক) পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের হিসাব (ধারা-৯২) নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে রক্ষিত হয়;

(খ) প্রতি অর্থ বছরের শেষে বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়; এবং

(গ) বার্ষিক হিসাব বিবরণীর একটি প্রতিলিপি জনসাধারণের দর্শনের জন্য পৌরসভার কার্যালয়ের প্রকাশ্য কোন স্থানে প্রদর্শন করে এবং জনসাধারণের নিকট হতে হিসাব সংক্রান্ত সকল আপত্তি অথবা পরামর্শ পৌরসভা কর্তৃক বিবেচিত হয়।

**নিরীক্ষা**

(ক) পৌরসভার হিসাব উপযুক্ত নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্যানেল হতে নিয়োজিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেক পৌরসভার হিসাব নিরীক্ষিত হয়;

(গ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার হিসাব সংক্রান্ত সকল বই এবং অন্যান্য দলিলাদি দেখতে পারে এবং পৌরসভার মেয়র অথবা কোন কাউন্সিলর অথবা কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে;

(ঘ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা সমাপনান্তে প্রতিবেদন দাখিল করবেন, যাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে উল্লেখ থাকবে-

(ঘ-১) তহবিল তসরুপের ঘটনা;

(ঘ-২) পৌরসভা তহবিলের ক্ষতি, অপচয়, অথবা অপপ্রয়োগের ঘটনা;

(ঘ-৩) হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনিয়ম;

(ঘ-৪) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের মতে যে সকল ব্যক্তি উপরোক্ত (ঘ-১), (ঘ-২) ও (ঘ-৩) এ বর্ণিত অনিয়মের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী তাদের নাম প্রতিবেদণে উল্লেখ করে;

(ঙ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কপি পৌরসভাকে প্রদান করে, তার অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করে;

(চ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত অনিয়ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পৌরসভা দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং গৃহীত ব্যবস্থা নিরীক্ষা কতৃর্পক্ষ এবং সরকারকে অবহিত করে; এবং

(ছ) পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের হিসাব তার নিরীক্ষা ও হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি প্রতি বছরে একবার নিরীক্ষা করে এবং এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পৌরসভার সাধারণ সভায় উপস্থাপন করে।

## ৮.৩ ব্যাপ্তি (Scope)

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার আর্থিক পরিকল্পনা ও স্থায়ীত্বশীলতা বিষয়ের ব্যাপ্তি নিম্নরূপঃ

- পৌরসভার রাজস্ব ও উন্নয়ন ক্ষেত্রের আয়-ব্যায় এর বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিদ্যমান আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা/জানা;
- আর্থিক প্রক্ষেপণ (Financial Projection) তৈরি;
- পৌরসভার দায়-দেনা হিসাব করণ/নির্ধারণ; এবং
- স্থায়ীত্বশীল আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক ক্রিয়া পরিকল্পনা তৈরি করা, যার মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও উন্নয়ন।

## ৮.৪ পৌরসভার রাজস্ব ও উন্নয়ন আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ (Pourashava Revenue and Development income-expenditure Analysis)

রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রেসমূহঃ

রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ অধ্যায়ের ধারা ৯৮ এর বর্ণনা অনুসরণে পৌরসভা সরকারের পূর্বানোমোদনক্রমে উক্ত আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ইত্যাদি আরোপ করতে পারবে। তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ;

১। ইমারত এবং ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর।
২। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর।
৩। ভূমি উন্নয়ন কর এবং আদায়কৃত করের ২% অংশ
৪। ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের আবেদনের উপর ফিস।
৫। পৌর এলাকায় ভোগ, ব্যবহার অথবা বিক্রয়ের জন্য আমদানি পণ্যের উপর ফিস।
৬। পৌর এলাকা হতে রপ্তানি পণ্যের উপর কর।
৭। টোল জাতীয় ফিস।
৮। পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর।
৯। জন্ম, বিবাহ, দত্তক এবং ভোজের উপর ফিস।
১০। বিজ্ঞাপনের উপর কর।
১১। পশুর উপর কর।
১২। সিনেমা, ড্রামা, নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের উপর কর।
১৩। মোটর গাড়ি ও নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর।
১৪। বাতি রেইট ও অগ্নি রেইট।
১৫। ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট।
১৬। জনসেবামূলক কার্য সম্পাদন রেইট।
১৭।পানির স্থাপনা অথবা পানি সরবরাহের জন্য রেইট।
১৮। সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোন করের উপর উপ-কর।

১৯। স্কুল ফিস।
২০। পৌরসভা কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণকৃত কোন জনসেবামূলক কার্য হতে প্রাপ্ত সুবিধাদির উপর ফিস।
২১। মেলা, কৃষি প্রদর্শণী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর কর।
২২। পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন এবং অনুমতির জন্য ফিস।
২৩। পৌরসভা কর্তৃক বিশেষ সেবার উপর ফিস।
২৪। পশু জবাইয়ের জন্য ফিস।
২৫। জলমহাল/ফেরীঘাট হতে ফিস।
২৬। পৌর এলাকার সীমানার মধ্যে বালুমহাল/পাথর মহালের উপর ফিস।
২৭। এই আইনের যে কোন বিধানের অধীনে অন্য যে কোন কর।
২৮। পৌরসভার অধীনস্থ হাট-বাজারের ইজারা লব্ধ অর্থ।
২৯। সরকার কর্তৃক আইন বলে আরোপিত অন্য কর।

## ভবানীগঞ্জ পৌরসভার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট

স্থাণীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ মোতাবেক প্রতিটি পৌরসভা আর্থিক বছর ভিত্তিক আয়-ব্যয় প্রদর্শনপূর্বক বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করে। উক্ত বাজেটে পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়, চলতি বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবেশন করা হয়। পৌরসভার বাজেট পর্যালোচনা করলে এর আর্থিক অবস্থার সার্বিক প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। ভবানীগঞ্জ  পৌরসভার রাজস্ব ও উন্নয়ন হিসাবের আয়-ব্যয়ের বিবরণ সম্বলিত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এরূপ পস্তাবিত বাজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

### ছক- রাজস্ব আয় (Revenue Income)

| আয় | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | আয়ের খাত | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (২০১৯-২০২০) | চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১) | পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (২০২১-২০২২) |
| ১. | রাজস্ব আয় হিসাব (ট্যাক্সেস) | **২,১৪৯,৩০৫.০০** | **৩,১৪৪,১৩৮.০০** | **৩,৭৩২,২৭৯.০০** |
| ২. | রাজস্ব আয় হিসাব (রেইটস) | ০ | ০ | ০ |
| ৩. | রাজস্ব আয় হিসাব (ফিস) | ৯৯,৬০০.০০ | ৮২,৬০০.০০ | ১২৭,৬০০.০০ |
| ৪. | রাজস্ব আয় হিসাব (অন্যান্য) পানি সরবরাহ শাখা সহ | ৭,৪৯৮,৩০০.০০ | ৯,২৯৭,৮৩০.০০ | ১১,৪৫৮,০০০.০০ |
| ৫ | উপ মোট= | **৯,৭৪৭,২০৫.০০** | **১২,৫২৪,৫৬৮.০০** | **১৫,৩১৭,৮৭৯.০০** |
| ৬ | **প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত** | ২,১৭২,০১৪.০০ | ২৭৫,৩১৬.০০ | ৩৯৭,৯৯৯.০০ |
| ৭ | **সর্ব মোট** | **১১,৯১৯,২১৯**.০০ | ১২,৭৯৯,৮৮৪.০০ | ১৫,৬৯৭,৮৭৮.০০ |

### ছক- রাজস্ব ব্যয় (Revenue Expenditure)

| ব্যয় | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় (২০১৯-২০২০) | চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১) | পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (২০২১-২০২২) |
| ১. | সাধারণ সংস্থাপনঃ | **৮,৬২৭,৩৮২.০০** | **৮,৩৮০,০৩০.০০** | **১০,২০০,০০০.০০** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২. | শিক্ষা ব্যয়ঃ | -- | -- | -- |
| ৩. | স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী | ১৮২,৩৩০.০০ | ২১,৭৪০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
| ৪. | রাজস্ব ব্যয় হিসাব (অন্যান্য) পানি সরবরাহ শাখা সহ | ৩,৮২৪,০২৩.০০ | ৩,৬৫৬,০৫৫.০০ | ৮,২৩৩,০০১.০০ |
| ৫ | **উপ মোট** | **১২,৬৩৩,৭৩৫.০০** | **১২,০৫৭,৮২৫.০০** | **১৮,৬৩৩,০০১.০০** |
| ৬ | সমাপ্তি জের | ২৭৫,৩১৬.০০ | ৩৯৭,৯৯৯.০০ | ১৯,৯৯৯.০০ |
| ৭ | **সর্ব মোট** | **১২,৯০৯,০৫১.০০** | **১২,৪৫৫,৮২৪.০০** | **১৮,৬৫৩,০০০.০০** |

## ছক- উন্নয়ন খাতের আয় (Development Income)

| আয় | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ক্রমিক নং** | **আয়ের খাত** | **পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (২০১৯-২০২০)** | **চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)** | **পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (২০২১-২০২২)** |
| ১. | সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী | ৬,০০০,০০০.০০ | ৫,৭৩০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ |
| ২. | রাজস্ব উদ্বৃত্ব | - | - | - |
| ৩. | পৌর ভবন | - | ৬,৮০০,০০০.০০ | ৩৩,২০১,০০১.০০ |
| ৪. | পৌর অডিটোরিয়াম/পার্ক | - | - | - |
| ৫. | বিশেষ মঞ্জুরী | - | - | - |
| ৬. | গুরুত্বপুর্ণ শহর অবকাঠামো প্রকল্প | ২,৫০০,০০০.০০ | ২০,৫০০,০০০.০০ | ৭৪,৬৩২,৩৯১.০০ |
| ৭ | UGIIP | - | - | - |
| | জলবায়ু পরিবর্তন বরাদ্দ | - | ৫,০০০,০০০.০০ | ১৫,০০০,০০০.০০ |
| | অন্যান্য | - | - | ১০৫,৪৭৪.০০ |
| ৮ | **উপ মোট** | ৮,৫০০,০০০.০০ | ৩৮,০৩০,০০০.০০ | ১৩২,৯৩৮,৮৬৬.০০ |
| ৯ | **প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত** | ৪,৩২৩,৯৯৮.০০ | ২৩৯,২৫৯.০০ | ৪,১৬৭,৪৫৯.০০ |
| | **সর্ব মোট** | ১২,৮২৩,৯৯৮.০০ | ৩৮,২৬৯,২৫৯.০০ | ১৩৭,১০৬,৩২৫.০০ |

## ছক- উন্নয়ন খাতের ব্যয় (Development Expenditure)

| ব্যয় | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ক্রমিক নং** | **ব্যয়ের খাত** | **পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় (২০১৯-২০২০)** | **চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)** | **পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (২০২১-২০২২)** |
| ১. | অবকাঠামো (রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, টিউবয়েল স্থাপন/মেরামত, গণশৌচাগার নির্মাণ/মেরামত ইত্যাদিঃ | ৬,০০০,০০০.০০ | ৫,৭৩০,০০০.০০ | ৯,৪৮০,০০০.০০ |
| ২ | পৌর ভবন নির্মান | - | ৬,৮০০,০০০.০০ | ৩৩,২০১,০০১.০০ |
| ৩ | গুরুত্বপুর্ণ শহর অবকাঠামো প্রকল্প | ২,৫০০,০০০.০০ | ২০,৫০০,০০০.০০ | ৭০,৬৩২,৩৯১.০০ |
| ৪. | জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ব্যয় | - | ৫,০০০,০০০.০০ | ১৫,০০০,০০০.০০ |
| ৫. | অন্যান্য উন্নয়ন | - | - | ৬২০,০০০.০০ |
| | সমাপ্তি জের | ২৩৯,২৫৯.০০ | ৪,১৬৭,৪৫৯.০০ | ১৭,৪৫৯.০০ |
| | **সর্ব মোট=** | ৮,৭৩৯,২৫৯.০০ | ৪২,১৯৭,৪৫৯.০০ | ১২৮,৯৫০,৮৫১.০০ |

## রাজস্ব আদায় দক্ষতা

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার আর্থিক স্বচ্ছলতা বিচার করা হবে এর রাজস্ব আয়ের উৎসের ব্যাপ্তি ও পরিমাণের উপর। আদায় দক্ষতা নির্দেশ করে একটি পৌরসভা নিজস্ব তহবিল হতে কিরূপ পরিমাণ অর্থায়ন করার সামর্থ রাখে। অন্যদিকে আদায় দক্ষতা সংশ্লিষ্ট পৌরসভার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সহায়ক। ভবানীগঞ্জ পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের দক্ষতার হার বাজেটের স্বপক্ষে বিগত চার বছরে ১৩৭.২১% থেকে ৭৩.৯৯% এর মধ্যে ছিল, যা সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয় না। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় প্রকৃত আদায় দক্ষতা বছর ভিত্তিতে হ্রাস/বৃদ্ধি নির্দেশ করলেও প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে; যা ভবানীগঞ্জ পৌরসভার ক্রমবর্ধমান আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধির পরিচায়ক। ছক- ৯ (৫) এ এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলঃ

### ছক- মোট রাজস্ব বাজেট এবং আদায়

| বিবরণ | ২০১৭-২০১৮ | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ |
|---|---|---|---|---|
| মোট রাজস্ব বাজেট | ১৩,৪০১,৭৭১.০০ | ১৭,৮৬৯,১৩৫.০০ | ১৬,০৪৮,৮৭৬.০০ | ১৫,৭০২,৫৯৯.০০ |
| মোট রাজস্ব আদায় | ১২,৪২৯,৪৪৮.০০ | ১২,৮৩১,৬৩৯.০০ | ৯,৭৪৭,২০৫.০০ | ১২,৫২৪,৫৬৮.০০ |
| মোট রাজস্ব দক্ষতা | ৯২.৭৪% | ৭১.৮১% | ৬০.৭৩% | ৭৯.৭৬% |
| বাজেট বৃদ্ধির হার | | ১৩৩.৩৩% | ৮৯.৮১% | ৯৭.৮৪% |
| আদায় বৃদ্ধির হার | | ১০৩.২৪% | ৭৫.৯৬% | ১২৮.৪৯% |

### পৌরকর (Holding Tax) হতে আয়

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার আয়ের উৎসের মধ্যে পৌরকর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মোট রাজস্ব আয়ের ৫% থেকে ১১% আয় হয় পৌরকর খাত থেকে। এই কর ধার্য করা হয় হোল্ডিং ভিত্তিক বাড়ী/ভবনের নির্মাণ খরচের উপর ভিত্তি করে অথবা এর মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে পৌরসভার ট্যাক্সেশন রুলস অনুযায়ী কোন পৌরসভা সর্বোচ্চ নিম্নোক্ত হারে বাড়ী/ভবনের উপর কর, রেইট, ফিস ধার্য করতে পারে। যা হোল্ডিং ট্যাক্স নামে অভিহিতঃ

| | | |
|---|---|---|
| (১) বাড়ী/ভবনের উপর কর | ঃ | ৭ % |
| (২) কনজারভেন্সি রেইট | ঃ | ০% |
| (৩) সড়ক বাতির রেইট | ঃ | ০% |
| (৪) পানির উপর লাভকৃত চার্জ | ঃ | ০ % |
| | মোটঃ | ৭ % |

ভবানীগঞ্জ পৌরসভা সাধারণ বাসা-বাড়ীর ক্ষেত্রে উপরোল্লেখিত ৭% হারে কর ধার্য করে। পক্ষান্তরে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মাত্র ৮৭.৪৮%। তবে এই হারের অধিক অর্জন করা সম্ভব। এর ফলে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। নিম্নে ছক-৩(৬) এ হোল্ডিং ট্যাক্সের বিশ্লেষণ দেওয়া হলোঃ

### ছক- হোল্ডিং ট্যাক্স হতে আয়

| বিবরণ | | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ |
|---|---|---|---|---|
| ডিমান্ড | বকেয়া | ২৮৮৪১৬ | ২৭৪৭০৯ | ২৯১৭২৬ |
| | চলতি | ১১৯২১৮৯ | ১৩০২১৮৯ | ১১৯২১৮৯ |
| মোট ডিমান্ড | | ১৪,৮০,৬০৫.০০ | ১৪৮০৬০৫ | ১৫৭৬৮৯৮ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আদায় | বকেয়া | ২১৩৭০৭ | ১৭৫৫০৫ | ১০১৭০০ |
| | চলতি | ৯৯২১৮৯ | ১১০৯৬৬৭ | ১০৮৫৪৩৩ |
| মোট আদায় | | ১২,০৫,৮৯৬.০০ | ১২০৫৮৯৬ | ১২৮৫১৭২ |
| | বকেয়া | ৭৪৭০৯ | ৯৯২০৪ | ১৯০০২৬ |
| | চলতি | ২০০০০০ | ১৯২৫২২ | ১০৬৭৫৬ |
| আদায়ের হার | মোট আদায়ের হার | ৮১.৪৫ | ৮১.৫০ | ৮০.০০ |
| পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরের আদায় বৃদ্ধি (%) | | | | ৬.৫৭ |
| মোট রাজস্ব আদায়ের তুলনায় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় (%) | | ৮.৪৮ | ৯.৪০ | ১৩.১৯ |
| মোট রাজস্ব এর তুলনায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাজেট (%) | | ১০.৭৩ | ১১.৫৪ | ১৬.১৮ |

**অন্যান্য রাজস্ব উৎস হতে আয় ঃ**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর, রাজস্ব আয়ের একটি বৃহৎ অংশ। বাজেটের সাপেক্ষে ২০১৭-২০১৮ থেকে ২০২০-২০২১ এই চার বছরের অন্যান্য উৎস হতে আদায় দক্ষতার হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ভবানীগঞ্জ পৌরসভা এ উৎস থেকে ৫৬.৮১% হতে ৪৭.৩৪% পর্যন্ত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া এ উৎস থেকে আয় আহরণের ধারাবাহিকতা উর্ধ্বমুখী এবং অন্যান্য রাজস্ব উৎসের আওতা বাড়িয়ে আয়ের পরিমাণ আরও বাড়ানো যেতে পারে। নিম্নে অন্যান্য রাজস্ব উৎস হতে আয় এর বিশ্লেষণ দেওয়া হলোঃ

**ছক-ঃ অন্যান্য রাজস্ব উৎস হতে আয়**

| আয় রাজস্ব হিসাব (ট্যাক্স, রেট, ফিস ইত্যাদি) | ২০১৭-২০১৮ | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ |
|---|---|---|---|---|
| ক) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ঃ | ৮৬০,০৮২.০০ | ৮১১,৩৭৭.০০ | ৫২০,৩৭৬.০০ | ৮৯৬,৫২৫.০০ |
| খ) ইমারত নির্মান/ পুনঃনির্মানঃ | ১১০,৪৯০.০০ | ১২১,৬৩৮.০০ | ৪২,৫০৭.০০ | ৫৯৪,৪৭৫.০০ |
| গ) পেশা ব্যবসা ও কলিং: | ১২৮,০০০.০০ | ৩৪৪,৯০০.০০ | ৩০১,২৫০.০০ | ৪৬৬,০০৫.০০ |
| ঘ) বিজ্ঞাপন কর: | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ঙ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীত) | ০ | ০ | ০ | ০ |
| চ) ফিস এবং লাইসেন্স (পৌর মার্কেট, পশু জবাইখানা, ঠিকাদারী লাইসেন্স) | ৪৬,০০০.০০ | ৪৮,০০০.০০ | ৪২,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ |
| ছ) হাট-বাজার, বাস টার্মিনাল, পাবলিক টয়লেট, খোয়ার ইজারা | ৭,৪৭৭,০০০.০০ | ৬,৯০৫,৫২৫.০০ | ৭,৪২৭,৫০০.০০ | ৭,৮৫৮,০০০.০০ |
| জ) পৌর মার্কেট ভাড়া | ৫৭,৬০০.০০ | ৫৭,৬০০.০০ | ৫৭,৬০০.০০ | ৫৭,৬০০.০০ |
| ঝ) অন্যান্য আয় (রোড রোলার, মিক্সার মেশিন, রাস্তা কর্তন ফিস, বিভিন্ন সনদ ফিস, বিবিধ ফরম বিক্রয়, দরপত্র/সিডিউল বিক্রয়, ব্যাংক সুদ, ঠিকাদার জামানত, উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান ইত্যাদি থেকে আদায়ের পরিমান) | ৮৬০,০৮২.০০ | ৮১১,৩৭৭.০০ | ৫২০,৩৭৬.০০ | ৮৯৬,৫২৫.০০ |
| মোট আদায় | ১১,৮৮১,৫৭০.০০ | ১২,১৫৩,৪২৬.০০ | **৮,৯৯২,৩৫৩.০০** | **১২,৩৩৮,৫০৭.০০** |
| বাজেট | **১৩,২৬২,৫৫৫.০০** | **১৪,৬৯২,৭৬৯.০০** | ১৫,৮১২,০৪০.০০ | ১৫,৪৮৫,৮৬৪.০০ |
| বাজেট সাপেক্ষে অর্জনের হার (%) | ৮৯.৫৯% | ৮২.৭২% | ৫৬.৮৭% | ৭৯.৬৮% |
| পুর্ববর্তী বছরের তুলনায় আদায় বৃদ্ধির হার (%) | | ১০২.২৯% | ৭৩.৯৯% | ১৩৭.২১% |

| আয় রাজস্ব হিসাব (ট্যাক্স, রেট, ফিস ইত্যাদি) | ২০১৭-২০১৮ | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ |
|---|---|---|---|---|
| মোট রাজস্ব আদায়ের তুলনায় অন্যান্য উৎস (হাট-বাজার লিজ, পৌর সম্পত্তি, রোড রোলার, মিক্সার মেশিন ইত্যাদি) থেকে আদায়ের হার (%) | ৫৬.৮১% | ৪৭.৩৯% | ৪৭.৩৪% | ৫১.১২% |

**উন্নয়ন হিসাব খাত হতে আয় ঃ**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার উন্নয়ণ কার্যক্রমের জন্য বিনিয়োগ তহবিলের যোগান সাধারনত সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী, ঋণ এবং প্রকল্প সহায়তা এবং স্থানীয় উৎস থেকে এসে থাকে। ২০১৭-২০১৮ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সরকার প্রদত্ত উন্নয়ণ সহায়তা মঞ্জুরী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বছর ভিত্তিতে সরকার হতে ৬৮লক্ষ থেকে ৭৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়তা পাওয়া গিয়াছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে, উন্নয়ণ আয় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর থেকে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমাগতভাবে বেড়েছে এবং বাজেট অর্জনের হার ক্রমাগত নিম্নমূখি। ছক-৯(৮) এ উন্নয়ন খাতের আয়ের একটি বিশ্লেষন দেওয়া হল ঃ

**ছক-ঃ উন্নয়ণ হিসাব হতে আয়**

| আয় ( উন্নয়ন হিসাব) | ২০১৭-২০১৮ | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ |
|---|---|---|---|---|
| ক) সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী | ৬,০০০,০০০.০০ | ৭,৯৪০,০০০.০০ | ৬,০০০,০০০.০০ | ৫,৭৩০,০০০.০০ |
| খ) রাজস্ব উদ্বৃত্ব | ০ | ০ | ০ | ০ |
| গ) পৌর ভবন | ০ | ০ | ০ | ৬,৮০০,০০০.০০ |
| ঘ) পৌর অডিটোরিয়াম | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ঙ) বিশেষ মঞ্জুরী | ০ | | | ০ |
| চ) গুরুত্বপুর্ণ শহর অবকাঠামো প্রকল্প | ৩,৭৬৮,০০০.০০ | ০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ২০,৫০০,০০০.০০ |
| ছ) জলবায়ু পরিবর্তন মঞ্জুরী | ০ | ০ | ০ | ৫,০০০,০০০.০০ |
| জ) অন্যান্য (পার্ক/গোরস্থান ইত্যাদি) | ০ | ০ | ০ | ০ |
| মোট | ৯,৭৬৮,০০০.০০ | ৭,৯৪০,০০০.০০ | ৮,৫০০,০০০.০০ | ৩৮,০৩০,০০০.০০ |
| বাজেট | ৩০,১০০,০০০.০০ | ৮৭,৮৫৪,৮৮৩.০০ | ৯২,৯৭৭,৯৭৮.০০ | ৬২,৯৪১,১৯২.০০ |
| বাজেট অর্জনের হার (%) | ৩২.৪৫ | ৯.০৪ | ৯.১৪ | ৬০.৪২ |
| বাজেট বৃদ্ধির হার (%) | | ১৯১.৮৮ | ৫.৮৩ | -৩২.৩১ |

## রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়

### রাজস্ব ব্যয়

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার স্থায়ীত্বশীল আর্থিক অবস্থার উন্নতী হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে ভবানীগঞ্জ পৌরসভা তার সাধারন সংস্থাপন ব্যয়গুলি (Core expenditures) নিজস্ব তহবিল হতে মিটাতে সক্ষম। ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, পৌরসভার রাজস্ব খাতের ব্যয় এক বছর থেকে অন্য বছরের মধ্যে তারতাম্য রয়েছে। তবে সংস্থাপন বাবদ রাজস্ব ব্যয়ের শতকরা হার অন্যান্য সেবা কর্মের জন্য রাজস্ব ব্যয়ের তুলনায় ক্রমাগত অধিক হারে বেড়েছে মর্মে দেখা যায়। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া হয়েছে ঃ

**ছক-ঃ রাজস্ব ব্যয়**

| ব্যয় (রাজস্ব হিসাব) | ২০১৭-২০১৮ | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ |
|---|---|---|---|---|
| ক) সাধারণ সংস্থাপন | **৭,৮১৯,০৪২.০০** | ৭,৬৪৩,৮০১.০০ | **৮,৬২৭,৩৮২.০০** | **৮,৩৮০,০৩০.০০** |
| খ) শিক্ষা ব্যয় | ০ | ১২,০৮০.০০ | ০ | ০ |
| গ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যয় | ৯,২১৫.০০ | ১৩,৩০০.০০ | ১৮২,৩৩০.০০ | ৫,০০০.০০ |
| ঘ) কর আদায় খরচ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ঙ) বৃক্ষ রোপন ও রক্ষাণাবেক্ষন | ০ | ০ | ০ | ০ |
| চ) সামাজিক ও ধর্মীয় অনুদান | ৮০,০০০.০০ | ৪৭,৬৫০.০০ | ৫৫,৫০০.০০ | ২৮,০০০.০০ |
| ছ) অডিট ব্যয় | ০ | ০ | ০ | ০ |
| জ) মামলা খরচ | ০ | ০ | ২২,৫০০.০০ | ০ |
| ঝ) জাতীয় দিবস উৎযাপন | ২২৯,০০০.০০ | ২৯,৫০০.০০ | ১৭,২৫০.০০ | ২৯,৭৭৫.০০ |
| ঞ) খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | ০ | ৯৪,৫০০.০০ | ০ | ১৬,৮৩০.০০ |
| ট) আয়কর/ভ্যাট ৭ এল আর | ৩৭৩,৮৫০.০০ | ৩৪৫,২৭৫.০০ | ৩৭১,৩৭৫.০০ | ৩৯২,৯০০.০০ |
| ঠ) ব্যাংক চার্জ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ড) আপ্যায়ন | ৭৫,৩৭৮.০০ | ৭১.২৯৩.০০ | ৮০,১০০.০০ | ৭৮,৫০০.০০ |
| ঢ) নির্বাচন ব্যয় | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ণ) নিজস্ব খাতে উন্নয়ন | ১,২১০,৭৩৭.০০ | ২,৪৮৬,৯৬০.০০ | ২,৩০৭,০০০.০০ | ১,২০৪,৫৬০.০০ |
| ত) দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা | **১৪৮,০০০** | ১,৯০,০০০ | ১,৮৫,০০০ | ১,০০,০০০ |
| থ) অন্যান্য (বাজেট খাত ব্যতীত অন্যান্য অপ্রত্যাশিত ব্যয়) | ২,০৬৯,৬৮২.০০ | ৯৩৪,৪৫৬.০০ | ১,০২৫,৬১৪.০০ | ২,০৮০,২২৯.০০ |
| মোট | **১২,০১৪,৯০৪.০০** | **১১,৭৯৭,৫২২.০০** | **১২,৯০৯,০৫১.০০** | **১২,৪৫৫,৮২৪.০০** |
| বাজেট | ১৩,৪০১,৭৭১.০০ | ১৭,৮৬৯,১৩৫.০০ | ১৬,০৪৮,৮৭৬.০০ | ১৫,৭০২,৫৯৯.০০ |
| বাজেট সাপেক্ষে রাজস্ব ব্যয়ের % | ৮৯.৬৫% | ৬৬.০২% | ৮০.৪৪% | ৭৯.৩২% |
| রাজস্ব ব্যয়ের সাপেক্ষে সাধারন সংস্থাপন ব্যয়ের (%) | ৬৫.০৮% | ৬৪.৭৯% | ৬৬.৮৩% | ৬৭.২৮% |
| পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তি বছরের রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির হার (%) | | -১.৮১ | ৯.৪২ | -৩.৫১ |

**উন্নয়ন ব্যয় ঃ**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি বৃহৎ অংশ সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী/ঋণ ইত্যাদি খাত হতে অর্জিত তহবিল হতে মেটানো হয়। তাছাড়া পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকেও মেটানো হয়। এখানে বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরের ব্যয় অনেক বেড়েছে যা ভবানীগঞ্জ পৌরসভার উন্নয়ণ তহবিলের জন্য সরকার/প্রকল্প তহবিলের ওপর নির্ভরশীলতার প্রমাণ মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিশ্লেষন নিম্নে দেওয়া হল ঃ

**ছক-ঃ উন্নয়ণ ব্যয়**

| ক্রমিক নং | ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব) | ২০১৭-২০১৮ | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | অবকাঠামো (রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, টিউবয়েল স্থাপন/মেরামত, গণশৌচাগার নির্মাণ/মেরামত ইত্যাদিঃ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৭,৯৪০,০০০.০০ | ৬,০০০,০০০.০০ | ৫,৭৩০,০০০.০০ |
| ২ | পৌর কবরস্থান উন্নয়ন | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৩ | পৌর ভবন নির্মান | ০ | ০ | ০ | ৬,৮০০,০০০.০০ |
| ৪ | মার্কেট নির্মাণ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৫ | গুরুত্বপুর্ণ শহর অবকাঠামো প্রকল্প | ৩,৭৬৮,০০০.০০ | ০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ২০,৫০০,০০০.০০ |
| ৬ | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড | ০ | ০ | ০ | ৫,০০০,০০০.০০ |
| ৭ | অন্যান্য উন্নয়ন | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৮ | মোট | ৬,২৬৮,০০০.০০ | ৭,৯৪০,০০০.০০ | ৮,৫০০,০০০.০০ | ৩৮,০৩০,০০০.০০ |
| | **বাজেট** | ৩০,১০০,০০০.০০ | ৮৭,৮৫৪,৮৮৩.০০ | ৯৯,৪৭৭,৯৭৮.০০ | ৯৩,৬০১,১৯২.০০ |
| ৮ | বাজেটের তুলনায় তহবিল ব্যবহারের হার (%) | ২০.৮২ | ৯.০৪ | ৮.৫৪ | ৪০.৬৩ |
| ৯ | পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধির হার (%) | | ২৬.৬৮ | ৭.০৫ | ৩৪৭.৪১ |

## ৮.৫ আর্থিক প্রক্ষেপণ (Financial Projection) ২০১৩-২০২৮

**রাজস্ব আয় বৃদ্ধির কৌশল ঃ**

পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধি নির্ভর করে এর আয়ের উৎস সম্প্রসারন ও তা অর্থ সংগ্রহের সাফল্যর ওপর। ভবানীগঞ্জ পৌরসভাকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে হলে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক ঃ

- ☑ ৫ বছর অন্তর ইমারত ও ভূমির ওপর কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) পূন:নির্ধারনসহ সারা বছর অন্তঃবর্তীকালীন কর নির্ধারন কার্যক্রমের মাধ্যেমে পৌরকরের চাহিদা বৃদ্ধি করা;
- ☑ পৌরকর আহরন দক্ষতা বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- ☑ নতুন নতুন উৎস চিহ্নিত করার মাধ্যেমে কর/রেইটস ইত্যাদির আওতা বৃদ্ধি করা;
- ☑ অন্যান্য ট্যাক্স, রেইটস ও ফিস আদায় / আহরনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

**পূনঃকর ও অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রম ঃ**

পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা ২০১৩ এবং আদর্শ কর তফশীল ২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী সকল পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই সাধারন কর নির্ধারন বাস্তবায়ন করবে এবং অতঃপর ৫ বছর অন্তর অন্তর পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স বা পৌরকর পূনঃনির্ধারন করবে। এছাড়া নিয়মিত অন্তর্বর্তীকালীন পৌরকর নির্ধারণ প্রক্রিয়া চালু রাখবে। তদানুযায়ী সর্বশেষ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় সাধারন কর নির্ধারন বাস্তবায়ন করা হয়। সে হিসাবে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে পরবর্তী কর পূনঃনির্ধারনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার কথা রয়েছে। পুনঃকর নির্ধারণের সকল প্রক্রিয়া ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করে তা ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে কার্যকর হবে মর্মে আশা করা যায়। বর্তমান পূর্নঃকর নির্ধারন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হলে হোল্ডিং ট্যাক্সের চাহিদা বর্তমান চাহিদা অপেক্ষা ১৬৬.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে = ১,০৬৬,১৭১.০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য ভবানীগঞ্জ পৌরসভার ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারন প্রক্রিয়ায় প্রায় ৩৫১ নতুন হোল্ডিং চিহ্নিত করে করের আওতায়

আনা সম্ভব হয়। সব মিলে বর্তমান ভবানীগঞ্জ পৌরসভার মোট হোল্ডিং সংখ্যা ৪২৯৩ টি তে উন্নীত হয়েছে যা রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

### হোল্ডিং ট্যাক্স আহরনের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ঃ

২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ এই তিন বছরের হোল্ডিং ট্যাক্স দাবি ও আদায় বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আদায়ের হার যথাক্রমে ৭৯.০০%, ৮৫.০০%, এবং ৭৯.০০% ছিল। অর্থ্যাৎ এই তিন বৎসরে আদায়ের পরিমানের শতকরা হারের মধ্যে তারতম্য বিদ্যমান ছিল। এ থেকে ধারনা করা যায় যে, ভবানীগঞ্জ পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধি করা যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে প্রকল্পের আওতাভুক্ত হওয়ার পর হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের কার্যক্রম দক্ষতা সন্তোষজনক এ উন্নীত হবে। হোল্ডিং ট্যাক্সের এ হিসাবকে ভিত্তি করে প্রতি বছর ১০% বৃদ্ধি ধরে এখাতে প্রক্ষেপণ নির্ণয় করা হয়েছে।

### নতুন নতুন উৎস চিহ্নিত করার মাধ্যেমে কর/রেইটস ইত্যাদির আওতা বৃদ্ধি ঃ

ভবানীগঞ্জ  পৌরসভায় বিকাশ মান অর্থনীতি ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে এখানে অনেক ব্যবসা ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এই পৌরসভার নিজস্ব একটি ট্রাক ষ্ট্যান্ড আছে । যার ফলে এই খাত থেকে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। পৌরসভার আওতাধীন রিক্সা ও ভ্যানের ওপর কর আরোপ করে এবং শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে গভীর ও অগভীর নলকুপ স্থাপনার ওপর অনুমতি ফিস ধার্য করে আয়ের পরিধি বাড়ানো যায়। এছাড়াও পাবলিক টয়লেট, কসাইখানা, অডিটরিয়াম, আরো কয়েকটি নতুন মার্কেট, কাচা বাজার নির্মান, ইতোপূর্বে নির্মিত মার্কেট সমুহ সম্প্রসারন ইত্যাদি আয় বর্ধক কার্যক্রম গ্রহন করে পৌরসভার আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। ভবানীগঞ্জ পৌরসভার পেশা-ব্যবসা, ভুমি-উন্নয়ন কর, বিজ্ঞাপন কর এর আওতায় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা যায়। ভবানীগঞ্জ পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে কর, রেইটস , ফিস ইত্যাদি আদায়ের গত তিন বছরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, বছর ভিত্তিক এ খাতের আয় বৃদ্ধি হয়েছে। পক্ষান্তরে ইউজিআইআইপি-৩ এর আওতায় প্রণীত ইউজিআইআইপি এর শর্ত মোতাবেক এ খাতের রাজস্ব আয় প্রতি বছর কম পক্ষে মূল্য বৃদ্ধির রেইট অনুপাতে বৃদ্ধি পেতে হবে। উক্ত লক্ষ্য অর্জনে  নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করা হবেঃ

১। স্থানীয় সরকার অনুমোদিত মডেল ট্যাক্স সিডিউলের সাথে সংগতি রেখে কর বহির্ভূত রাজস্ব উৎসের (ফিস, ইজারা, ভাড়া ইত্যাদি) হাল নাগাদ করা;

২। প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং কর বর্হিভূত রাজস্ব সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

৩। প্রতি মাসে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা;

৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা /সচিব কর্তৃক উপরে বর্ণিত করনীয়সমূহ প্রতি মাসে পর্যালোচনা করা;

৫। কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অগ্রগতি পৌর পরিষদের মাসিক সভায় এবং TLCC এর ত্রৈমাসিক সভায় পর্যালোচনা করা;

### অন্যান্য ট্যাক্স, রেইটস ও ফিস আদায়/আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ

আদর্শ কর তফশিল-২০১৪ অনুযায়ী নতুন নতুন করের আওতা বাড়ানো যেতে পারে। এ আইনের মাধ্যেমে পৌরসভা বিভিন্ন রেট, ট্যাক্স আরোপ করতে পারে। যেমন-বিনোদন, পশুপাখি, মটরবোট ছাড়া অন্যান্য যানবাহন, বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য কর যোগ্য ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে। পৌরসভার ভাড়া, লিজ, নিলাম ইত্যাদি থেকেও আয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা সম্ভব। এই সব ক্ষেত্র থেকে প্রায় ৮০ ভাগের অধিক রাজস্ব আয় হয়ে থাকে।

## রাজস্ব প্রক্ষেপণ (Revenue Projection) ২০১৬-২০৩১

ভবানীগঞ্জ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ হাতে নিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রম অতি দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়। ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় অন্তর্বর্তীকালিন কর নির্ধারন প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে পৌর পরিষদের ধারনা হচ্ছে যে, হোল্ডিং ট্যাক্স খাত থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বর্তমান অবস্থার তুলনায় প্রায় ২ গুন রাজস্ব আয় করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে আয় বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার হোল্ডিং ট্যাক্সের আদায় দক্ষতা বৃদ্ধি, অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারন অব্যাহত রাখা এবং অন্যান্য উৎস থেকে আয়ের আওতা ও আদায় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এসব বিষয় বিবেচনা করতঃ প্রথম অর্থ-বছরে হোল্ডিং ট্যাক্সের আদায় দক্ষতা ৩০% ধরে ২,২০৪,১৬৪.০০ টাকা আয় উন্নীত করা সম্ভব। নিম্নোক্ত ছকে পৌরসভার প্রথম ৫ বছরের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও নগদ সংস্থানের প্রক্ষেপণের চিত্র তুলে ধরা হল ঃ

## রাজস্ব প্রক্ষেপণ ( Revenue Projection) ২০১৬-২০২১

উপরোক্ত ছকের অনুকরণে প্রনীত প্রথম ৫ বছরের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও নগদ সংস্থাপনের প্রক্ষেপণের চিত্র নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হলঃ

**ছক- ঃ নগদ প্রবাহ বিবরনী**

| অর্থ বৎসর | অর্থ বৎসর -১ | অর্থ বৎসর -২ | অর্থ বৎসর -৩ | অর্থ বৎসর -৪ | অর্থ বৎসর -৫ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২০১৬-২০১৭ | ২০১৭-২০১৮ | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ |
| **জেনারেশন** | | | | | |
| ১. হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় | ১০২৫৫৬৫ | ১১৭৩৪০০ | ১২০৫৮৯৬ | ১২৮৫১৭২ | ১১৮৭১৩৩ |
| ২.অন্যান্য কর | ৮২৬৬৪১০ | ৯৪২৩৭০৭ | ১০৬৪৮৭৮৯ | ৮৪৫৭০৩৩ | ৯৯৫০৯৮৫ |
| ৩. ভ্যান, রিক্সা | ৩২১০০০ | ৩২৫০০০ | ৩৭৫০০০ | ৩৮২০০০ | ৪০২০০০ |
| ৪. বাস টার্মিনাল | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৫. ট্রাক টার্মিনাল | ৩৫০০০০ | ৩৫৫০০০ | ৪০০০০০ | ৪৫১০০০ | ৫৫২০০০ |
| **মোট** | ৮৯৩৭৪১০ | ১০১০৩৭০৭ | ১২৬২৯৬৮৫ | ১০৫৭৫২০৫ | ১২০৯২১১৮ |
| **রাজস্ব ব্যয়** | | | | | |
| ২০১৫-২০১৬ +১০% =৫৪৩৫৮৭১৯ + ১০% | ১০০২২৫৭৭ | ১১০২৪৮৩৫ | ১২১২৭৩১৮ | ১৩৩৪০০৫০ | ১৪৬৭৪০৫৫ |
| ১০%+ | ১০০২২৫৮ | ১১০২৪৮৩ | ১২১২৭৩২ | ১৩৩৪০০৫ | ১৪৬৭৪০৫ |
| **রাজস্ব ব্যয়** | ১১০২৪৮৩৫ | ১২১২৭৩১৮ | ১৩৩৪০০৫০ | ১৪৬৭৪০৫৫ | ১৬১৪১৪৬০ |
| মূল খরচ পরবর্তী আয়ের ওপর পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা খরচ - ২০ % | ১৫৮৭০৩০ | ১৮০০২৪৫ | ২২৮৩৩৯১ | ১৮৪৮২৪০ | ২১২৪৯৪৩ |
| **মোট** | ১২৬১১৮৬৫ | ১৩৯২৭৫৬৩ | ১৫৬২৩৪৪১ | ১৬৫২২২৯৫ | ১৮২৬৬৪০৩ |

| অর্থ বৎসর | অর্থ বৎসর -১ | অর্থ বৎসর -২ | অর্থ বৎসর -৩ | অর্থ বৎসর -৪ | অর্থ বৎসর -৫ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২০১৬-২০১৭ | ২০১৭-২০১৮ | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ |
| **নগদ সংস্থান :(মূলধন জাতীয় বিনিয়োগ/ ঋণ পরিশোধ অথবা অন্যান্য দায় পরিশোধের জন্য ।)** | ১৩৮৭৩০৫২ | ১৫৩২০৩১৯ | ১৭১৮৫৭৮৫ | ১৮১৭৪৫২৪ | ২০০৯৩০৪৩ |

## রাজস্ব প্রক্ষেপণ ( Revenue Projection) ২০২১-২০২৬

উপরোক্ত ছকের অনুকরণে প্রনীত দ্বিতীয় ৫ বছরের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও নগদ সংস্থাপনের প্রক্ষেপণের চিত্র নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হল ঃ

**ছক- ঃ নগদ প্রবাহ বিবরনী**

| অর্থ বৎসর | অর্থ বৎসর-৬ | অর্থ বৎসর-৭ | অর্থ বৎসর-৮ | অর্থ বৎসর-৯ | অর্থ বৎসর-১০ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ |
| **জেনারেশন** | | | | | |
| ১. হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় | ১২৪৬৪৯০ | ১৪৯৫৭৮৮ | ১৮৬৯৭৩৪ | ২০৫৬৭০৭ | ২৩৫৬২১৪ |
| ২.অন্যান্য কর | ১০১৮১১৫৫ | ১২২১৭৩৮৬ | ১৪৬৬০৮৬৩ | ১৭২৫৯১২১ | ২১৯১৭৯৯০ |
| ৩. ভ্যান, রিক্সা | ৩৬৭৫০০ | ৪৫৯৩৭৫ | ৫২৮৩৮১ | ৬৬০৩৫১ | ৭৫৯৪০৪ |
| ৪. বাস টার্মিনাল | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৫. ট্রাক টার্মিনাল | ৩৭৮৫০০ | ৪০৪২০০ | ৫৬৭৭৫০ | ৪৫৪২০০ | ৫২২৩৩০ |
| **মোট** | ১২১৭৩৬৪৫ | ১৪৫৭৬৭৪৯ | ১৭৬২৬৭২৮ | ২০৪৩০৩৭৯ | ২৫৫৫৫৯৩৮ |
| **রাজস্ব ব্যয়** | | | | | |
| ২০২০-২০২১ + ১০%=১৩৪৩৭৪১৬০ + ১০% | ১২০৪৪১৪৬০ | ১৩২৪৮৫৬০৬ | ১৪৫৭৩৪১৬৭ | ১৬০৩০৭৫৮৩ | ১৭৬৩৩৮৩৪২ |
| ১০%+ | ১২০৪৪১৪৬ | ১৩২৪৮৫৬১ | ১৪৫৭৩৪১৭ | ১৬০৩০৭৫৮ | ১৭৬৩৩৮৩৪ |
| **রাজস্ব ব্যয়** | ১৩২৪৮৫৬০৬ | ১৪৫৭৩৪১৬৭ | ১৬০৩০৭৫৮৩ | ১৭৬৩৩৮৩৪২ | ১৯৩৯৭২১৭৬ |
| মূল খরচ পরবর্তী আয়ের ওপর পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা খরচ - ২০ % | ২৫৯০০ | ২৬৫৬৩৮ | ৬১০৬৬২ | ৮৭৯৯২৪ | ১৫৮৪৪২১ |
| **মোট** | ১৩২৫১১৫০৬ | ১৪৫৯৯৯৮০৪ | ১৬০৯১৮২৪৬ | ১৭৭২১৮২৬৬ | ১৯৫৫৫৬৫৯৭ |
| **নগদ সংস্থান :(মূলধন জাতীয় বিনিয়োগ/ ঋণ পরিশোধ অথবা অন্যান্য দায় পরিশোধের জন্য ।)** | ১৪৫৭৬২৬৫৬ | ১৬০৫৯৯৭৮৫ | ১৭৭০১০০৭০ | ১৯৪৯৪০০৯২ | ২১৫১১২২৫৬ |

## রাজস্ব প্রক্ষেপণ ( Revenue Projection) ২০২৬-২০৩১

উপরোক্ত ছকের অনুকরণে প্রনীত তৃতীয় ৫ বছরের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও নগদ সংস্থানের প্রক্ষেপনের চিত্র নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হলঃ

**ছক-ঃ নগদ প্রবাহ বিবরনী**

| অর্থ বৎসর | অর্থ বৎসর-১১ | অর্থ বৎসর-১২ | অর্থ বৎসর-১৩ | অর্থ বৎসর-১৪ | অর্থ বৎসর-১৫ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | ২০২৮-২০২৯ | ২০২৯-২০৩০ | ২০৩০-২০৩১ |
| **জেনারেশন** | | | | | |
| ১. হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় | ২৪৮৩৪৭৫ | ২৮৫৫৯৯৬ | ৩১৯৮৭১৫ | ৩৬৭৮৫২৩ | ৪২৩০৩০১ |
| ২.অন্যান্য কর | ২৩০১৩৮৮৯ | ২৪১৬৪৫৮৩ | ২৫৩৭২৮১৩ | ২৬৬৪১৪৫৩ | ২৭৯৭৩৫২৬ |
| ৩. ভ্যান, রিক্সা | ৩৭৮৫০০ | ৩৯৭৪২৫ | ৪৫৭০৩৮ | ৫২৫৫৯৫ | ৫৫১৮৭৫ |
| ৪. বাস টার্মিনাল | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৫. ট্রাক টার্মিনাল | ৩৯০০০০ | ৪১৪৭৫০ | ৪৩৫৪৮৮ | ৫০০৮১০ | ৫৭৫৯৩২ |
| **মোট** | ২৬২৬৫৮৬৪ | ২৭৮৩২৭৫৪ | ২৯৪৬৪০৫৪ | ৩১৩৪৬৩৮১ | ৩৩৩৩১৬৩৪ |
| **রাজস্ব ব্যয়** | | | | | |
| ২০২০-২০২১ + ১০%=২১৬৪১০৭৬০ + ১০% | ২১৬৪১০৭৬ | ২৩৮০৫১৮৪ | ২৬১৮৫৭০২ | ২৮৮০৪২৭২ | ৩১৬৮৪৬৯৯ |
| ১০%+ | ২১৬৪১০৮ | ২৩৮০৫১৮ | ২৬১৮৫৭০ | ২৮৮০৪২৭ | ৩১৬৮৪৭০ |
| **রাজস্ব ব্যয়** | ২৩৮০৫১৮৪ | ২৬১৮৫৭০২ | ২৮৮০৪২৭২ | ৩১৬৮৪৬৯৯ | ৩৪৮৫৩১৬৯ |
| মূল খরচ পরবর্তী আয়ের ওপর পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা খরচ- ২০% | ৪৮২০৩৫১ | ৫০৯০৪৪৭ | ৫৩৬৯০৯৭ | ৫৬৯৩১৯১ | ৬০৩২৬৩৩ |
| **মোট** | ২৮৬২৫৫৩৫ | ৩১২৭৬১৪৯ | ৩৪১৭৩৩৬৯ | ৩৭৩৭৭৮৯০ | ৪০৮৮৫৮০২ |
| **নগদ সংস্থান :(মূলধন জাতীয় বিনিয়োগ/ ঋণ পরিশোধ অথবা অন্যান্য দায় পরিশোধের জন্য ।)** | ৩১৪৮৮০৮৮ | ৩৪৪০৩৭৬৪ | ৩৭৫৯০৭০৬ | ৪১১১৫৬৭৯ | ৪৪৯৭৪৩৮২ |

**রাজস্ব প্রক্ষেপণের টীকা ( Workings )**

উপরোক্ত রাজস্ব প্রক্ষেপনের টাকার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল ঃ

| বিবরণী | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ |
|---|---|---|---|
| হোল্ডিং ট্যাক্স (মোট) | | | |
| চাহিদা | ১৪৮০৬০৫ | ১৫৭৬৮৯৮ | ১৪৮৩৯১৫ |
| প্রকৃত আদায় | ১২০৫৮৯৬ | ১২৮৫১৭২ | ১১৮৭১৩৩ |
| % শতকরা অর্জনের হার | ৮১.৪৫ | ৮১.৫০ | ৮০.০০ |
| প্রকৃত আদায়ের বৃদ্ধির হার | | ৬.৫০ | -৫.৯০ |
| হোল্ডিং ট্যাক্স (চলতি) | | | |
| চাহিদা | ১১৯২১৮৯ | ১৩০২০৮৯ | ১১৯২৯৮৯ |
| প্রকৃত আদায় | ৯৯২১৮৯ | ১১০৯৬৬৭ | ১০৮৫৪৩৩ |
| % শতকরা অর্জনের হার | ৮৩.২২ | ৮৫.২২ | ৯০.৯৮ |
| বাজেট | ১৪৮০৬০৫ | ১৫৭৬৮৯৮ | ১৪৮৩৯১৫ |
| প্রকৃত আদায় | ১২০৫৮৯৬ | ১২৮৫১৭২ | ১১৮৭১৩৩ |
| % শতকরা অর্জনের হার | ৮১.৪৫% | ৮১.৫০% | ৮০.০০% |
| বৃদ্ধির হার | | ৬.১৯% | -৮.২৬% |

## ১৫ বছরের আয়ের প্রক্ষেপণ ( PROJECTION)

### ছক-৩ (১৫) ঃ প্রথম ৫ বছরের রাজস্ব প্রক্ষেপণ (PROJECTION)

| অর্থ বৎসর | অর্থ বৎসর -১ | অর্থ বৎসর -২ | অর্থ বৎসর -৩ | অর্থ বৎসর -৪ | অর্থ বৎসর -৫ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২০১৬-২০১৭ | ২০১৭-২০১৮ | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ |
| **চাহিদা ২০১৫-২০১৬** | ১,২৬৫,১৯২ | ১,৪৬৯,৮১৬ | ১,৪৮০,৬০৫ | ১,৫৭৬,৮৯৮ | ১,৪৮৩,১১৫ |
| মধ্যবর্তী ও পুন:কর নির্ধারণের মাধ্যমে ৩০% বৃদ্ধি করে | ৩৭৯,৫৫৮ | ৪৪০,৯৪৫ | ৪৪৪,১৮২ | ৪৭৩,০৬৯ | ৪৪৪,৯৩৫ |
| **মোট** | ১,৬৪৪,৭৫০ | ১,৯১০,৭৬১ | ১,৯২৪,৭৮৭ | ২,০৪৯,৯৬৭ | ১,৯২৮,০৫০ |
| প্রতি বছরে ৫% বৃদ্ধি করে | - | ৯৫,৫৩৮ | ৯৬,২৩৯ | ১০২,৪৯৮ | ৯৬,৪০২ |
| **মোট** | ১,৬৪৪,৭৫০ | ২,০০৬,২৯৯ | ২,০২১,০২৬ | ২,১৫২,৪৬৬ | ২,০২৪,৪৫২ |
| **আদায়** | | | | | |
| প্রথম বছর ৮০% ও দ্বিতীয় বছর ও পরবর্তীতে ৫% হারে, ৪র্থ বৎসর হতে পরবর্তীতে ৯৫% হারে | ৮০ | ৮৫ | ৯০ | ৯৫ | ৯৫ |
| **হোল্ডিং ট্যাক্স, হতে আহরণ (১)** | ১০২৫৫৬৫ | ১১৭৩৪০০ | ১২০৫৮৯৬ | ১২৮৫১৭২ | ১১৮৭১৩৩ |
| **অন্যান্য ট্যাক্স(২)** | | | | | |
| চাহিদা প্রথম বছর **২০১৫-২০১৬** | ১,১৬৫,৫৮৪ | ১২২,৬০০ | ১,৩০৪,২৩৯ | ১,৩৪০,০৬২ | ১,২৬৭,১৮০ |
| + ১০% + প্রতি বছর | ১,২৮২,১৪২ | ১৩৪,৮৬০ | ১,৪৩৪,৬৬৩ | ১,৪৭৪,০৬৮ | ১,৩৯৩,৮৯৮ |
| **উপ মোট** | ২,৪৪৭,৭২৬ | ২৫৭,৪৬০ | ২,৭৩৮,৯০২ | ২,৮১৪,১৩০ | ২,৬৬১,০৭৮ |
| **ভ্যান রিক্সা(৩)** | | | | | |
| ২০০ X ১০০ | ৩২১,০০০ | ৩২৫,০০০ | ৩৭৫,০০০ | ৩৮২,০০০ | ৪০২,০০০ |
| ১০% = | ৩৫৩,১০০ | ৩৫৭,৫০০ | ৪১২,৫০০ | ৪২০,২০০ | ৪৪২,২০০ |
| **উপ মোট** | ৬৭৪,১০০ | ৬৮২,৫০০ | ৭৮৭,৫০০ | ৮০২,২০০ | ৮৪৪,২০০ |
| **বাস টার্মিনাল ও অন্যান্য ইজারা (৪)** | | | | | |
| **২০১৫-২০১৬** | - | - | - | - | - |
| ১০% = | - | - | - | - | - |
| **উপ মোট** | - | - | - | - | - |
| **ট্রাক টার্মিনাল(৫)** | | | | | |
| ১০০ ট্রাক X ৩৬৫ @ ৬০ | ৩৫০,০০০ | ৩৫৫,০০০ | ৪০০,০০০ | ৪৫১,০০০ | ৫৫২,০০০ |
| ৫%= | ১৭,৫০০ | ১৭,৭৫০ | ২০,০০০ | ২২,৫৫০ | ২৭,৬০০ |
| **উপ মোট** | ৩৬৭,৫০০ | ৩৭২,৭৫০ | ৪২০,০০০ | ৪৭৩,৫৫০ | ৫৭৯,৬০০ |
| **সর্ব মোট** | ৫১৩৪০৭৬ | ৩৩১৯০০৯ | ৫৯৬৭৪২৮ | ৬২৪২৩৪৬ | ৬১০৯৩৩০ |

**ছক-ঃ পরবর্তী (দ্বিতীয়) ৫ বছরের রাজস্ব প্রক্ষেপণ**

| অর্থ বৎসর | অর্থ বৎসর-৬ | অর্থ বৎসর-৭ | অর্থ বৎসর-৮ | অর্থ বৎসর-৯ | অর্থ বৎসর-১০ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ |
| **চাহিদা ২০২০-২০২১** | ১,৭০৫,৫৮২ | ১,৯৬৯,৪২০ | ২,২৫৫,৬৩২ | ২,৮১৯,৫৪১ | ৩,৫২৪,৪২৬ |
| মধ্যবর্তী ও পুন:কর নির্ধারণের মাধ্যমে ৩০% বৃদ্ধি করে | ৫১১,৬৭৫ | ৫৯০,৮২৬ | ৬৭৬,৬৯০ | ৮৪৫,৮৬২ | ১,০৫৭,৩২৮ |
| **মোট** | ২,২১৭,২৫৭ | ২,৫৬০,২৪৬ | ২,৯৩২,৩২২ | ৩,৬৬৫,৪০৩ | ৪,৫৮১,৭৫৪ |
| প্রতি বছরে ৫% বৃদ্ধি করে | ১১০,৮৬৩ | ১২৮,০১২ | ১৪৬,৬১৬ | ১৮৩,২৭০ | ২২৯,০৮৮ |
| **মোট** | ২,৩২৮,১১৯ | ২,৬৮৮,২৫৮ | ৩,০৭৮,৯৩৮ | ৩,৮৪৮,৬৭৩ | ৪,৮১০,৮৪১ |
| **আদায়** | | | | | |
| প্রথম বছর ৮০% ও দ্বিতীয় বছর ও পরবর্তীতে ৫% হারে, ৪র্থ বৎসর হতে পরবর্তীতে ৯৫% হারে | ৮০ | ৮৫ | ৯০ | ৯৫ | ৯৫ |
| **<u>হোল্ডিং ট্যাক্স, হতে আহরণ (১)</u>** | ১২৪৬৪৯০ | ১৪৯৫৭৮৮ | ১৮৬৯৭৩৪ | ২০৫৬৭০৭ | ২৩৫৬২১৪ |
| **<u>অন্যান্য ট্যাক্স(২)</u>** | | | | | |
| চাহিদা প্রথম বছর **২০২০-২০২১** | ১,০৫১,১২৬ | ১,১০৩,৬৮২ | ১,৩২৪,৪১৮ | ১,৭২১,৭৪৪ | ২,১৫২,১৮০ |
| + ১০% + প্রতি বছর | ১০৫,১১৩ | ১১০,৩৬৮ | ১৩২,৪৪২ | ১৭২,১৭৪ | ২১৫,২১৮ |
| **উপ মোট** | ১,১৫৬,২৩৯ | ১,২১৪,০৫০ | ১,৪৫৬,৮৬০ | ১,৮৯৩,৯১৮ | ২,৩৬৭,৩৯৮ |
| **<u>ভ্যান রিক্সা(৩)</u>** | | | | | |
| ২০০ X ১০০ | ৩৬৭,৫০০ | ৪৫৯,৩৭৫ | ৫২৮,৩৮১ | ৬৬০,৩৫১ | ৭৫৯,৪০৪ |
| ১০% = | ৩৬,৭৫০ | ৪৫,৯৩৮ | ৫২,৮৩৮ | ৬৬,০৩৫ | ৭৫,৯৪০ |
| **উপ মোট** | ৪০৪,২৫০ | ৫০৫,৩১৩ | ৫৮১,২১৯ | ৭২৬,৩৮৬ | ৮৩৫,৩৪৪ |
| **<u>বাস টার্মিনাল ও অন্যান্য ইজারা (৪)</u>** | | | | | |
| **২০২০-২০২১** | - | - | - | - | - |
| ১০% = | - | - | - | - | - |
| **উপ মোট** | - | - | - | - | - |
| **<u>ট্রাক টার্মিনাল(৫)</u>** | | | | | |
| ১০০ ট্রাক X ৩৬৫ @ ৬০ | ৩৭৮,৫০০ | ৪০৪,২০০ | ৫৬৭,৭৫০ | ৪৫৪,২০০ | ৫২২,৩৩০ |
| ৫%= | ১৮,৯২৫ | ২০,২১০ | ২৮,৩৮৮ | ২২,৭১০ | ২৬,১১৭ |
| **উপ মোট** | ৩৯৭,৪২৫ | ৪২৪,৪১০ | ৫৯৬,১৩৮ | | |

| অর্থ বৎসর | অর্থ বৎসর-৬ | অর্থ বৎসর-৭ | অর্থ বৎসর-৮ | অর্থ বৎসর-৯ | অর্থ বৎসর-১০ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ |
| | | | | ৪৭৬,৯১০ | ৫৪৮,৪৪৭ |
| সর্ব মোট | ৪,২৮৬,০৩৩ | ৪,৮৩২,০৩১ | ৫,৭১৩,১৫৪ | ৬,৯৪৫,৮৮৮ | ৮,৫৬২,০৩০ |

ছক-ঃ রাজস্ব প্রক্ষেপণ পরবর্তী (তৃতীয়) ৫ বছরের

| অর্থ বৎসর | অর্থ বৎসর-১১ | অর্থ বৎসর-১২ | অর্থ বৎসর-১৩ | অর্থ বৎসর-১৪ | অর্থ বৎসর-১৫ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | ২০২৮-২০২৯ | ২০২৯-২০৩০ | ২০৩০-২০৩১ |
| **চাহিদা ২০২৫-২০২৬** | ৪,০৫৩,০৯০ | ৪,৫৩৯,৪৬১ | ৫,০৮৪,১৯৬ | ৫,৬৯৪,৩০০ | ৬,৩৭৭,৬১৬ |
| মধ্যবর্তী ও পুন:কর নির্ধারণের মাধ্যমে ৩০% বৃদ্ধি করে | ১,২১৫,৯২৭ | ১,৩৬১,৮৩৮ | ১,৫২৫,২৫৯ | ১,৭০৮,২৯০ | ১,৯১৩,২৮৫ |
| **মোট** | ৫,২৬৯,০১৭ | ৫,৯০১,২৯৯ | ৬,৬০৯,৪৫৫ | ৭,৪০২,৫৯০ | ৮,২৯০,৯০০ |
| প্রতি বছরে ৫% বৃদ্ধি করে | ২৬৩,৪৫১ | ২৯৫,০৬৫ | ৩৩০,৪৭৩ | ৩৭০,১২৯ | ৪১৪,৫৪৫ |
| **মোট** | ৫,৫৩২,৪৬৮ | ৬,১৯৬,৩৬৪ | ৬,৯৩৯,৯২৮ | ৭,৭৭২,৭১৯ | ৮,৭০৫,৪৪৫ |
| **আদায়** | | | | | |
| প্রথম বছর ৮০% ও দ্বিতীয় বছর ও পরবর্তীতে ৫% হারে, ৪র্থ বৎসর হতে পরবর্তীতে ৯৫% হারে | ৮০ | ৮৫ | ৯০ | ৯৫ | ৯৫ |
| **হোল্ডিং ট্যাক্স, হতে আহরণ (১)** | ২৪৮৩৪৭৫ | ২৮৫৫৯৯৬ | ৩১৯৮৭১৫ | ৩৬৭৮৫২৩ | ৪২৩০৩০১ |
| **অন্যান্য ট্যাক্স(২)** | | | | | |
| চাহিদা **২০২৫-২০২৬** | ২,২৫৯,৭৮৯ | ২,৫৯৮,৭৫৭ | ২,৭২৮,৬৯৫ | ২,৮৬৫,১২১ | ৩,৫৮১,৪১২ |
| + ১০% + প্রতি বছর | ২২৫,৯৭৯ | ২৫৯,৮৭৬ | ২৭২,৮৭০ | ২৮৬,৫১২ | ৩৫৮,১৪১ |
| **উপ মোট** | ২,৪৮৫,৭৬৮ | ২,৮৫৮,৬৩৩ | ৩,০০১,৫৬৫ | ৩,১৫১,৬৩৩ | ৩,৯৩৯,৫৫৩ |
| **ভ্যান রিক্সা(৩)** | | | | | |
| ২০০ X ১০০ | ৩৭৮,৫০০ | ৩৯৭,৪২৫ | ৪৫৭,০৩৮ | ৫২৫,৫৯৫ | ৫৫১,৮৭৫ |
| ১০% = | ৩৭,৮৫০ | ৩৯,৭৪৩ | ৪৫,৭০৪ | ৫২,৫৬০ | ৫৫,১৮৮ |
| **উপ মোট** | ৪১৬,৩৫০ | ৪৩৭,১৬৮ | ৫০২,৭৪২ | ৫৭৮,১৫৫ | ৬০৭,০৬৩ |
| **বাস টার্মিনাল ও অন্যান্য ইজারা (৪)** | | | | | |
| **২০২৫-২০২৬** | - | - | - | - | - |
| ১০% = | - | - | - | - | - |
| **উপ মোট** | - | - | - | - | - |
| **ট্রাক টার্মিনাল(৫)** | | | | | |
| ১০০ ট্রাক X ৩৬৫ @ ৬০ | ৩৯০,০০০ | ৪১৪,৭৫০ | ৪৩৫,৪৮৮ | ৫০০,৮১০ | ৫৭৫,৯৩২ |
| ৫%= | ১৯,৫০০ | ২০,৭৩৮ | ২১,৭৭৪ | ২৫,০৪১ | ২৮,৭৯৭ |
| **উপ মোট** | ৪০৯,৫০০ | ৪৩৫,৪৮৮ | ৪৫৭,২৬২ | ৫২৫,৮৫১ | ৬০৪,৭২৯ |
| **সর্ব মোট** | ৮,৮৪৪,০৮৬ | ৯,৯২৭,৬৫২ | ১০,৯০১,৪৯৬ | ১২,০২৮,৩৫৭ | ১৩,৮৫৬,৭৯০ |

## ৮.৬ আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা (Financial Sustainability)

ভবানীগঞ্জ পৌরসভাকে আর্থিক ভাবে স্থায়ীত্বশীল হতে হলে রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন তেমনি সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণসহ বাজেট ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ অপরিহার্য। এজন্য বাস্তবতার আলোকে সুনির্দিষ্ট আর্থিক পরিকল্পনা করে তার আওতায় কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। ভবানীগঞ্জ পৌরসভার জন্য নিন্মোক্ত কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করে উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে ঃ

১) রাজস্ব উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা
২) পৌরসভার নিজস্ব স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ; এবং
৩) বাজেট ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক ভারসাম্য আনয়ন।

**রাজস্ব উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা**

উদ্দেশ্য ঃ রাজস্ব আহরণ উন্নতিকরণ পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়ন

| রাজস্ব খাত | করণীয় | কার্যাবলী | নির্ধারিত সময় | ব্যবস্থা গ্রহনকারী | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ/ আদায় | ১. পাঁচ বছর অন্তর পুনঃ কর নির্ধারণসহ অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা | ১. পাঁচ বছর অন্তর কর পুনঃ নির্ধারণঃ<br>ক) পরিকল্পনা প্রণয়ন, মানব সম্পদ সংগঠন ও মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ।<br>খ) বিদ্যমান আইন অনুযায়ী পুনঃ কর নির্ধারনের বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ<br>গ) কর নির্ধারণ চুড়ান্ত করণ<br>ঘ) সংশ্লিষ্ট বছরের জুলাই থেকে পুনঃ কর নির্ধারণ বাস্তবায়ন | ২০১৭-১৮<br>২০১৬-১৭<br><br><br>২০১৬-১৭<br><br>২০১৬-১৭<br>২০১৭-১৮ | কর নির্ধারক ও পৌর পরিষদ | |
| | | ২. অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ ঃ<br>ক) অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ এর পদ্ধতি বিন্যাস করা।<br>খ) কর নির্ধারকের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা।<br>গ) পৌরসভার মাসিক সভায় অন্তবর্তীকালীন কর নির্ধারণের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।<br>ঘ) প্রতি বছর এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা | ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে চলমান | কর নির্ধারক ও পৌর পরিষদ | |
| | ২. হোল্ডিং ট্যাক্সের বকেয়া নিস্পত্তি করণ (সরকারী, আধাসরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন) | ১. ব্যক্তি, সরকারী, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানকে বকেয়া করের বিবরণী প্রদান। | ২০১৪-১৫ অর্থবছরর ১ম কোয়ার্টার হতে | কর আদায়কারী ও পৌর পরিষদ | |
| | | ২. বকেয়া পাওনার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি চিঠির মাধ্যমে বিলসহ তাগাদা দেওয়া | চলমান | কর আদায়কারী ও পৌর পরিষদ | |
| | ৩. বিলিং ও আদায় | ১. ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় করণ। | চলমান | কর আদায়কারী | |

| রাজস্ব খাত | করণীয় | কার্যাবলী | নির্ধারিত সময় | ব্যবস্থা গ্রহনকারী | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | পদ্ধতির উন্নয়ন | ২. কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজ এবং রেকর্ড/রেজিষ্টার সময়মত হালনাগাদ করণ। | চলমান | ও পৌর পরিষদ | |
| | ৪. আদায় দক্ষতা বৃদ্ধি করণ | ১. কম্পিউটারাইজড পৌরকরের বিল বিতরণ | ২০১৪-১৫ অর্থবছরর ১ম কোয়ার্টার হতে চলমান | কর আদায়কারী ও পৌর পরিষদ | |
| | | ২. কর প্রদানকারীকে রিবেট সম্পর্কে অবহিত করা | | | |
| | | ৩. বড় খেলাপীকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তাগাদা দেওয়া এবং প্রয়োজনে ক্রোকি পরোয়ানা জারী ও কার্যকর করা। | | | |
| | | ৪. লিফলেট, মাইকিং অথবা স্থানীয় পদ্ধতির মাধ্যমে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহন করা এবং এই ব্যাপারে TLCC, WC এর মিটিং এ আলোচনা করা | ২০১৪-১৫ অর্থবছরর ১ম কোয়ার্টার হতে চলমান | পৌরসভা | |
| | | ৫. মিউনিসিপাল ট্যাক্স প্রদানের লক্ষ্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে তাগাদা দেওয়ার ব্যাপারে এলজিডি কে অনুরোধ করা। | ২০১৪-১৫ | মেয়র | |

| রাজস্ব খাত | করণীয় | কার্যাবলী | নির্ধারিত সময় | ব্যবস্থা গ্রহনকারী | মন্ড়ব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ২. প্রপারটি লিজ/ রেন্টাল চার্জসহ অন্যান্য উৎস খাতে আয় | ১. বকেয়া চার্জ আদায় | ১. ব্যক্তি, সরকারী, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানকে বকেয়া বিবরণী প্রদান | ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | | ২. বকেয়া পাওনার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি চিঠির মাধ্যমে বিলসহ তাগাদা দেওয়া | ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | ২. ট্রেড লাইসেন্স, দোকান ভাড়া ও পানি সরবরাহ | ১. যত দ্রুত সম্ভব বিল তৈরী ও বিলি করণ | ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | | ২. চার্জ প্রদানকারীকে রিবেট ও কর আদায়কারীকে বোনাস দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলন করা। | ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | | ৩. বড় খেলাপীদের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তাগাদা দেওয়া | ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | | ৪. লিফলেট, মাইকিং অথবা স্থানীয় পদ্ধতির মাধ্যমে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহন করা এবং এই ব্যাপারে TLCC, WC এর মিটিং এ আলোচনা করা | ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |

## স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা

**উদ্দেশ্য ঃ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন**

অর্থ বছর ২০১৪-১৫

| সম্পদের নাম | করণীয় | কার্যাবলী | নির্ধারিত সময় | ব্যবস্থা গ্রহনকারী | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ভূমি/অফিস বিল্ডিং/ কিচেন মার্কেট/ সুপার মার্কেট/যন্ত্রপাতি/ ফার্ণিচার/ যানবাহন/ আনুসাংগিক যন্ত্রাংশ এবং কম্পিউটার | ১. সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাদির উন্নতি করণ। | ১. পরিচালন সংক্রান্ত সকল সম্পদের একটি তালিকা প্রস্তুত করণ। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | | ২. সকল সম্পদের বাৎসরিক পরিচালন খরচ প্রস্তুত করণ। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | | ৩. রক্ষণাবেক্ষণের একটি সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | ২. রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন খরচের সংস্থানের ব্যবস্থা করা। | ১. প্রতিটা সম্পদের পৃথক মূল্য নির্ধারণ তালিকা তৈরী করা। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | | ২. সম্ভাব্য মোট খরচের তালিকা প্রস্তুত করা। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |

## বাজেট ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক ভারসাম্য আনয়নঃ

| বিষয়ের নাম | করণীয় | কার্যক্রম | নির্ধারিত সময় | ব্যবস্থা গ্রহনকারী | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| বাজেট ও হিসাব | ১. বাস্তবতার নীরিখে বাজেট প্রস্তুত করা | ১. বাস্তব সম্মতভাবে রাজস্ব হিসাবের খাত অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ণয় করার পদ্ধতি প্রচলন করা। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | | ২. বাজেটে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের যুক্তিসংগত ভবিষ্যৎ অর্থের সংস্থান করা। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | | ৩. অব্যয়িত খরচের ভবিষ্যৎ অর্থের খাতওয়ারী সংস্থান করা। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | ২. হিসাব ও ব্যবস্থাপনার তথ্য পদ্ধতির উন্নয়ন | ১. স্থায়ী সম্পদের ডাটাবেজ অথবা রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণে হিসাব পদ্ধতি চালু করা। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ চলমান | পৌরসভা | |
| | | ২. হিসাব ব্যবস্থাপনায় দু'তরফা হিসাব পদ্ধতি চালু করা। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | | ৩. কম্পিউটার নির্ভর হিসাব পদ্ধতি চালু করা। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | | ৪. বাজেট অনুযায়ী হিসাব করণের সামঞ্জস্যতা আনা। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ৫. আর্থিক বছর শেষে সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করণ। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |
| | ৩. আর্থিক অবস্থার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও রির্পোট প্রস্তুত করা যা হিসাব বিজ্ঞানের রীতি ও প্রথার সাথে সামঞ্জ্যতা রাখা। | ১. নিয়মিত আর্থিক অবস্থা ও খাতওয়ারী রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ করা। | অর্থ বছর ২০১৪-১৫ | পৌরসভা | |

# ৯.পৌরসভার সেক্টর, খাত ও উপখাত বিনিয়োগ পরিকল্পনা

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর ১ম পর্যায় ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায় ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায় ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায় ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায় ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায় ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | নগর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন | 1 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু হোলিখোলী রাস্তায় ডাক্তা মোয়াজ্জেমে এর মিল হইতে ব্রীজ হইয়ে প্রটেকশান ওয়াল এবং ক্রস ড্রেনসহ আব্দুর রহমানের জমি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ । | 1000 | 151.034 | 151.034 | | | | | | 151.034 | | | | | |
| 2 | R2 | | 1 নং ওয়ার্ডে কসবা তিনমাথা মোড় হইতে ভুটুর বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। | 278 | 49.412 | 49.412 | | | | | | 49.412 | | | | | |
| 3 | R3 | | 2 নং ওয়ার্ডে উত্তর একডালা পশ্চিমপাড়া পুরাতন কার্পেটিং/বিটুমিন রাস্তা হইতে দক্ষিণ দিকে সরকারী খাস জমি দিয়ে আতার দীখি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান | 610 | 118.601 | 118.601 | | | | | | 118.601 | | | | | |
| 4 | R4 | | 2 নং ওয়ার্ডে উত্তর একডালা মাদ্রাসার নিকট পাকা রাস্তা হইতে পশ্চিম দিকে জলিল বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল সহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 298 | 57.129 | 57.129 | | | | | | 57.129 | | | | | |
| 5 | R5 | | 2 নং ওয়ার্ডে ভাবানীগঞ্জা টু হুলিখালি রাস্তায় উত্তর একডালা আ: সালাম বাড়ী হইতে কালামের বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল সহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 179 | 37.402 | 37.402 | | | | | | 37.402 | | | | | |
| 6 | R6 | | 3 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু বিহানালী রাস্তায় দালানীতলা বিটুমিন কার্পেটিং রাস্তা হইতে সেকেন্দারের বাড়ী পর্যন্ত আর | 412 | 73.889 | 73.889 | | | | | | 73.889 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর – ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায়: ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায়: ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায়: ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | R7 | | 3 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু বিহানালী রাস্তায় পাহাড়পুর হামিদুলের রাইস মিল হইতে ইসমাইলের বাড়ী পর্যন্ত বিটুমিন কার্পেটিং রোড সংস্কার করন প্রটেকশান ওয়াল সহ | 716 | 47.833 | 47.833 | | | | | | 47.833 | | | | | |
| 8 | R8 | | 4 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু বিহানালী রাস্তায় পাহাড়পুর দেওয়ানপাড়া বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা হইতে বাবুল এর বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল সহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 180 | 31.692 | 31.692 | | | | | | 31.692 | | | | | |
| 9 | R9 | | 4 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু বিহানালী রাস্তায় বিটুমিনাস কার্পেটিং রোড হইতে ভবানীগঞ্জ মহিলা ডিগ্রী কলেজের সামনে দিয়ে ভাবানীগঞ্জ টু ঝিকড়া রোড পর্যন্ত প্রটেকশন ওয়ালসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। | 284 | 55.599 | 55.599 | | | | | | 55.599 | | | | | |
| 10 | R10 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ জিরো পয়েন্ট টু ব্রীজ পাকা রাস্তায় মোশারফের দোকান হইতে ভুমি অফিসের গেট পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 130 | 21.444 | 21.444 | | | | | | 21.444 | | | | | |
| 11 | R11 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ আলুহাটা উজ্জলের দোকান হতে রেজিষ্ট্রি অফিস গেট পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 124 | 20.461 | 20.461 | | | | | | 20.461 | | | | | |
| 12 | R12 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ আলুহাটা মাসুদের দোকান হতে মাছ বাজার পর্যন্ত | 74 | 12.163 | 12.163 | | | | | | 12.163 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | অর্থ বছর | | | | | | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
| | | | | | | ১ম পর্যায় | | ২য় পর্যায় | | ৩য় পর্যায় | | | | | | | |
| | | | | | | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | | | | | | |
| | | | আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | R13 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া মহাসিন আলীর বাড়ী সংলগ্ন পুরাতন সিসি রাস্তা হইতে ইদ্রিস হাজীর মুরগীর খামার পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 415 | 71.267 | 71.267 | | | | | | 71.267 | | | | | |
| 14 | R14 | | 6 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু আত্রাই রাস্তায় সোনালী ব্যাংক সংলগ্ন বিটুমিনাস রাস্তা হইতে মোজাম্মেল মুহরীর বাড়ী হইয়ে বর্ষা কোল্ড ষ্টোরেজ এর পাশ দিয়ে ভবানীগঞ্জ টু আত্রাই পাকা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 926 | 157.065 | 157.065 | | | | | | 157.065 | | | | | |
| 15 | R15 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া মোজাম্মেল মহুরী হইতে মধ্যেপাড়া মসজিদ হইয়ে ভবানীগঞ্জ টু হামিরকুৎসা বিটুমিন রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ ক্রস ড্রেন এবং প্রটেকশান ওয়ালসহ | 900 | 146.472 | 146.472 | | | | | | 146.472 | | | | | |
| 16 | R16 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া উত্তরপাড়া মুক্তিযোদ্ধা ইয়াসিন আলী শেখ এর বাড়ী সংলগ্ন বিটুমিনাস রাস্তা হইতে ভাবানীগঞ্জ টু আত্রাই রাস্তা সংযোগ পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল এবং ক্রস ড্রেনসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 285 | 51.063 | 51.063 | | | | | | 51.063 | | | | | |
| 17 | R&D17 | | 6 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু তাহেরপুর রাস্তায় চাঁনপাড়া হোসেনের বাড়ী হইতে হ্যালিপ্যাড হইয়ে মধ্যপাড়া জলির | 370 | 98.991 | 98.991 | | | | | | 98.991 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায়: ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায়: ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায়: ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | আর্মির বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা এবং ড্রেন নির্মাণ | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | R18 | | 7 নং ওয়ার্ডে সূর্যপাড়া টু বাগমারা রাস্তায় সাদোপাড়া মোড় হইতে সাদোপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ হইয়ে বাগমারা টু শিবজাইট পাকা রাস্তা পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালস এবং ক্রস ড্রেনসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 750 | 135.702 | 135.702 | | | | | | 135.702 | | | | | |
| 19 | R19 | | 7 নং ওয়ার্ডে সাদোপাড়া মোড় টু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা হইতে দক্ষিণ দিকে খাজাপাড়া মাদ্রাসা হইয়ে বাগমারা টু শিবজাইট পাকা রাস্তা পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালস এবং ক্রস ড্রেনসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 776 | 133.727 | 133.727 | | | | | | 133.727 | | | | | |
| 20 | R20 | | 7 নং ওয়ার্ডে ভাবানীগঞ্জ টু তাহেরপুর রাস্তায় পল্লী বিদুৎ সংলগ্ন বিটুমিন রাস্তা হইতে মুনজুর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 150 | 32.472 | 32.472 | | | | | | 32.472 | | | | | |
| 21 | R21 | | 8 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু তাহেরপুর রাস্তায় দর্গামাড়িয়া মোড় বিটুমিন রাস্ত হইতে দর্গামাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইয়ে শিবজাইট বাজার রোড পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালসহ বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা সংস্কার কাজ | 3012 | 195.035 | 195.035 | | | | | | 195.035 | | | | | |
| 22 | R22 | | 8 নং ওয়ার্ডে দর্গামাড়িয়া মোড় হইতে | 285 | 46.29 | 46.290 | | | | | | 46.290 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | আ: মজিদ কাউন্সিলরের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | R&D23 | | 9 নং ওয়ার্ডে বাগমারা টু শিবজাইট পাকা রাস্তায় কাউন্সিলর বাড়ী হইতে নদীর ঘাট পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা এবং ড্রেন নির্মাণ | 271 | 71.527 | 71.527 | | | | | | 71.527 | | | | | |
| 24 | R24 | | 9 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু তাহেরপুর রাস্তায় জানিপুর মোড় হইতে কর্নিপাড়া হাজীর আম বাগান হইয়ে সামনের দিকে কর্নিপাড়া সাইফুলে জমি পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল এবং ক্রস ড্রেন সহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ | 850 | 146.855 | 146.855 | | | | | | 146.855 | | | | | |
| 25 | R25 | | 2 নং ওয়ার্ডে উত্তর একডালা পশ্চিমপাড়া পুরাতন কার্পেটিং/রহিদুলের বাড়ী হইতে সামসুলের বাড়ী হইয়ে সালামের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 298 | 50.100 | | | 50.100 | | | | 50.100 | | | | | |
| 26 | R26 | | 3 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু বিহানালী রাস্তায় বাছড়া আফছারের বাড়ী হইতে কসবা মিস্ত্রীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল ও ক্রস ড্রেন সহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 778 | 141.200 | | | 141.200 | | | | 141.200 | | | | | |
| 27 | R27 | | 4 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু বড়িবহানালী রাস্তায় বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা হইতে মামুন এর বাড়ী হইয়া সাত্তারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 380 | 69.980 | | | 69.980 | | | | 69.980 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর, ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | R28 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া উত্তরপাড়া বিটুমিন রাস্তা হইতে ঈদগা পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল সহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 167 | 30.520 | | | 30.520 | | | | 30.520 | | | | | |
| 29 | R29 | | 6 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু আত্রাই চাঁনপাড়া রাস্তায় আতার মোড় বিটুমিনাস রাস্তা হইতে চঁম্পাকুড়ি মেজোরের বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল সহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 190 | 34.300 | | | 34.300 | | | | 34.300 | | | | | |
| 30 | R30 | | 6 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু আত্রাই রাস্তায় চাঁনপাড়া বজলুর দোকান সংলগ্ন বিটুমিনাস রাস্তা হইতে বয়ান মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত বিটুমিন কার্পেটিং রোড সংস্কার কাজ | 700 | 43.760 | | | 43.760 | | | | 43.760 | | | | | |
| 31 | R31 | | 7 নং ওয়ার্ডে ভাবনীগঞ্জ টু তাহেরপুর রাস্তায় নতুন পৌরভবন সংলগ্ন বিটুমিন রাস্তা হইতে গোলামের বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ | 80 | 13.500 | | | 13.500 | | | | 13.500 | | | | | |
| 32 | R32 | | 8 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু তাহেরপুর রাস্তায় দর্গামাড়িয়া বিস্কুটের বাড়ী সংলগ্ন বিটুমিন রাস্ত হইতে আকবরের বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 135 | 24.650 | | | 24.650 | | | | 24.650 | | | | | |
| 33 | R33 | | 8 নং ওয়ার্ডে হাজরাপাড়া ডীপ টিউবয়েল সংলগ্ন বিটুমিন রাস্তা হইতে খলিলের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 220 | 36.450 | | | 36.450 | | | | 36.450 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | অর্থ বছর | | | | | | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
| | | | | | | ১ম পর্যায় | | ২য় পর্যায় | | ৩য় পর্যায় | | | | | | | |
| | | | | | | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | | | | | | |
| 34 | R34 | | 9 নং ওয়ার্ডে বাগমারা টু শিবজাইট পাকা রাস্তায় রামকৃষ্ণপুর মমতাজ এর দোকান হইতে দুলাল মাষ্টার এর বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 81 | 22.500 | | | 22.500 | | | | 22.500 | | | | | |
| 35 | R35 | | 9 নং ওয়ার্ডে বাগমারা টু শিবজাইট পাকা রাস্তায় বাগমারা ব্রীজের পশ্চিম পাড় পৌরসভার সীমানা হইতে শিবজাইট পাকা রাস্তা পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালসহ বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা সংস্কার কাজ | 2430 | 122.000 | | | 122.000 | | | | 122.000 | | | | | |
| 36 | R36 | | 1 নং ওয়ার্ডে কসবা বাজার হইতে পূর্ব দিকে কসবা মিস্ত্রীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা বিটুমিনাস কার্পেটিং করণ। | 258 | 19.320 | | | 19.320 | | | | 19.320 | | | | | |
| 37 | R37 | | 1 নং ওয়ার্ডে কসবা মহিলা কাউন্সিলর বাড়ী হইতে রফিকের বাড়ী হইয়া কসবা বড় জামে মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 517 | 84.300 | | | 84.300 | | | | 84.300 | | | | | |
| 38 | R38 | | 1 নং ওয়ার্ডে কসবা মাঠ হইতে লাবের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 122 | 19.870 | | | 19.870 | | | | 19.870 | | | | | |
| 39 | R39 | | 2 নং ওয়ার্ডে ভাবানীগঞ্জা টু হুলিখালি রাস্তায় উত্তর একডালা আতাউর রহমানের বাড়ী হইতে মামুন, রহিম, ইসমাইল এর বাড়ী হইয়া ভবানীগঞ্জ টু হুলিখালী মেইন রাস্তা পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল সহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 346 | 58.400 | | | 58.400 | | | | 58.400 | | | | | |
| 40 | R40 | | 3 নং ওয়ার্ডে বিলবাড়ী আঃ কুদ্দুসের | 152 | 24.75 | | | 24.750 | | | | 24.750 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাড়ী হইতে শওকত এর ভিটা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | R41 | | 3 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু বিহানালী রাস্তায় বাদলের বাড়ী হইতে আঃ শুকুরের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 325 | 52.980 | | | 52.980 | | | | 52.980 | | | | | |
| 42 | R42 | | 4 নং ওয়ার্ডে দানগাছি পুরাতন সিসি রাস্তা/সাত্তারের বাড়ী হইতে আখেরের বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালসহ আরসিসি রাস্তা নির্মান | 380 | 61.950 | | | 61.940 | | | | 61.940 | | | | | |
| 43 | R43 | | 4 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু ঝিকড়া রাস্তায় দানগাছী মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা হইতে অসির উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 245 | 39.950 | | | 39.950 | | | | 39.950 | | | | | |
| 44 | R44 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ কলেজ মোড় মাদ্রাসা সংলগ্ন রাস্তা হইতে হেদায়েতি পশ্চিম পাড়া সাইদের বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল সহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 150 | 24.500 | | | 24.500 | | | | 24.500 | | | | | |
| 45 | R45 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ আলিমদ্দিনের মোড় টু গোডাউন মোড় রাস্তার উত্তর দিকে স-মিল হইতে টগরের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 30 | 4.900 | | | 4.900 | | | | 4.900 | | | | | |
| 46 | R46 | | 6 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু আত্রাই রাস্তায় চাঁনপাড়া রহমানের বাড়ী সংলগ্ন বিটুমিনাস রাস্তা হইতে জামাল মিস্ত্রীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 200 | 32.600 | | | 32.600 | | | | 32.600 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | অর্থ বছর | | | | | | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
| | | | | | | ১ম পর্যায় | | ২য় পর্যায় | | ৩য় পর্যায় | | | | | | | |
| | | | | | | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | | | | | | |
| 47 | R47 | | 6 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু আত্রাইপাড়া পাকা রাস্তা হইতে চাঁনপাড়া জোয়ারদারপাড়া গদেরের বাড়ী হইয়ে বাশার কোল্ডষ্টোর পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 495 | 80.680 | | | 80.680 | | | | 80.680 | | | | | |
| 48 | R48 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া উত্তরপাড়া সেকেন্দার এর বাড়ী সংলগ্ন বিটুমিনাস রাস্তা হইতে লোকমানের বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 140 | 22.85 | | | 22.85 | | | | 22.85 | | | | | |
| 49 | R49 | | 7 নং ওয়ার্ডে সূর্য্যপাড়া রহিদুলের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা হইতে সাত্তারের বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল নির্মাণ | 58 | 8.900 | | | 8.900 | | | | 8.900 | | | | | |
| 50 | R50 | | 7 নং ওয়ার্ডে ব্রাকমোড় টু বাগমারা পাকা রাস্তা হইতে সূর্য্যপাড়া মেকাপাকা দুলুর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 560 | 91.280 | | | 91.280 | | | | 91.280 | | | | | |
| 51 | R51 | | 7 নং ওয়ার্ডে সাদোপাড়া ঈদগা মাঠের পশ্চিম কোন হইতে মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 140 | 22.850 | | | 22.850 | | | | 22.850 | | | | | |
| 52 | R52 | | 7 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু তাহেরপুর পাকা রাস্তা হইতে সূর্যপাড়া আসাদে কসমেটিকের বাড়ী হইয়ে বায়তুস সালাম জামে মসজিদের পাশ দিয়ে ব্রাকমোড় টু বাগমারা রাস্তায় মিন্টুর দোকান পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 375 | 61.200 | | | 61.200 | | | | 61.200 | | | | | |
| 53 | R53 | | 9 নং ওয়ার্ডে বাগমারা টু শিবজাইট পাকা | 201 | 32.76 | | | 32.760 | | | | 32.760 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | অর্থ বছর | | | | | | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
| | | | | | | ১ম পর্যায় | | ২য় পর্যায় | | ৩য় পর্যায় | | | | | | | |
| | | | | | | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | | | | | | |
| | | | রাস্তায় কর্নিপাড়া (পুর্বপাড়া) মসজিদ হইতে মহিলা কাউন্সিলর এর বাড়ীর সামনে দিয়ে মুনছুর এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | R54 | | 3 নং ওয়ার্ডে পাহাড়পুর ইসমাইলের বাড়ীর মোড় হইতে তক্তাপাড়া ভবানীগঞ্জ টু ঝিকড়া পাকা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 500 | 81.550 | | | | | 81.550 | | 81.550 | | | | | |
| 55 | R55 | | 4 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু বিহানালী রাস্তায় তেলের মিল বিটুমিনাস রাস্তা হইতে সাজিপাড়া বিষুর বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালসহ সামসুলের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 615 | 114.900 | | | | | 114.900 | | 114.900 | | | | | |
| 56 | R56 | | 4 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু হোলিখালি রাস্তায় বামনিতলা হইতে সোনাবিল পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 1000 | 165.200 | | | | | 165.200 | | 165.200 | | | | | |
| 57 | R57 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু মোহনপুর রাস্তায় ভবানীগঞ্জ মাদ্রাসা দক্ষিণ সংলগ্ন বিটুমিন রাস্তা হইতে দীঘীর পাশ দিয়ে রেজিষ্টার অফিস পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল সহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 450 | 113.990 | | | | | 113.990 | | 113.990 | | | | | |
| 58 | R58 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ বাজার আলিমুদ্দীন মোড় হইতে ব্রীজ হইয়ে গোডাউন মোড় পর্যন্ত বিটুমিন কার্পেটিং রোড সংস্কার কাজ | 900 | 102.850 | | | | | 102.850 | | 102.850 | | | | | |
| 59 | R59 | | 6 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু তাহেরপুর | 352 | 66.00 | | | | | 66.000 | | 66.000 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায়: ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায়: ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায়: ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | রাস্তায় চাঁনপাড়া বিদ্যুৎ সাব ষ্টেশন বিটুমিন রাস্তা হইতে প্রটেকশান ওয়ালসহ ভবানীগঞ্জ টু হামিরকুৎসা রোড়ের পাকা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | R60 | | 9 নং ওয়ার্ডে বাগমারা টু শিবজাইট পাকা রাস্তায় কর্নিপাড়া কবরস্থানের বাউন্ডারি ওয়াল সহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 80 | 22.750 | | | | | 22.750 | | 22.750 | | | | | |
| 61 | R61 | | 1 নং ওয়ার্ডে কসবা মহিলা কাউন্সেলরের বাড়ীর পাশ দিয়ে কসবা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইয়া বাবলু মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 320 | 52.200 | | | | | 52.200 | | 52.200 | | | | | |
| 62 | R62 | | 2 নং ওয়ার্ডে উত্তর একডালা ফুটবল মাঠ হইতে ভোলাতলা পাকা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 473 | 77.100 | | | | | 77.100 | | 77.100 | | | | | |
| 63 | R63 | | 3 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু বিহানালী রাস্তায় সাদিপুর সাত্তারের দোকান হইতে ডিপের ঘর পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 222 | 36.200 | | | | | 36.200 | | 36.200 | | | | | |
| 64 | R64 | | 4 নং ওয়ার্ডে সোনাবিল দাঁড়ার পশ্চিম পাশ সরকারী জমির উপর দিয়ে আরসিসি রাস্তা নির্মান | 1000 | 163.000 | | | | | 163.000 | | 163.000 | | | | | |
| 65 | R65 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ হেদায়েতিপাড়া সাহাদৎ এর বাড়ী হইতে বাইপাস রাস্তা (ভবানীগঞ্জ আলিমদ্দিনের মোড় টু গোডাউন মোড়) পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 63 | 10.300 | | | | | 10.300 | | 10.300 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | অর্থ বছর | | | | | | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএ | DPHE | অন্যান্য |
| | | | | | | ১ম পর্যায় | | ২য় পর্যায় | | ৩য় পর্যায় | | | | | | | |
| | | | | | | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | | | | | | |
| 66 | R66 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে আস্তান প্রফেসরের বাড়ী হইতে আ: রাজ্জাক এবং হাফিজের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা \| | 90 | 14.700 | | | | | 14.700 | | 14.700 | | | | | |
| 67 | R67 | | 6 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু হামিরকুৎসা রাস্তায় চানপাড়া মোস্তফার বাড়ী হইতে আবুলের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 164 | 28.370 | | | | | 28.370 | | 28.370 | | | | | |
| 68 | R68 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া উত্তরপাড়া সাইদুরের বাড়ী সংলগ্ন বিটুমিন রাস্তা হইতে নাদেরের বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল নির্মাণ | 39 | 6.350 | | | | | 6.350 | | 6.350 | | | | | |
| 69 | R69 | | 6 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু হামিরকুৎসা রাস্তায় চাঁনপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা হইতে মান্নানের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 50 | 8.150 | | | | | 8.150 | | 8.150 | | | | | |
| 70 | R70 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া দক্ষিণপাড়া পুরাতন সিসি রাস্তা/দ্বাড়াস এর বাড়ী হইতে আবু বাক্কারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 30 | 4.900 | | | | | 4.900 | | 4.900 | | | | | |
| 71 | R71 | | 6 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু আত্রাই রাস্তায় কাশেম গাড়িয়ালের বাড়ী সংলগ্ন বিটুমিনাস রাস্তা হইতে দারাজ জোয়াদ্দারের আম বাগান পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল সহ আরসিসি রাস্তা নির্মান | 93 | 15.200 | | | | | 15.200 | | 15.200 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | R72 | | 7 নং ওয়ার্ডে সূর্যপাড়া টু বাগমারা রাস্তায় সাদোপাড়া নজুর বাড়ী সংলগ্ন বিটুমিন রাস্তা হইতে রহমানের বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 175 | 28.500 | | | | | 28.500 | | 28.500 | | | | | |
| 73 | R73 | | 7 নং ওয়ার্ডে সাদোপাড়া মাহাবুবের বাড়ী সংলগ্ন সিসি রাস্তা হইতে মসজিদ পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 123 | 20.100 | | | | | 20.100 | | 20.100 | | | | | |
| 74 | R74 | | 7 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু তাহেরপুর রাস্তায় ব্রাকমোড় মসজিদ সংলগ্ন বিটুমিন রাস্তা হইতে প্রামানিকপাড়া খেজেরের বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়ালসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ | 128 | 20.860 | | | | | 20.860 | | 20.860 | | | | | |
| 75 | R75 | | 9 নং ওয়ার্ডে রামকৃষ্ণপুর মন্দির হইতে সুশান্ত বাড়ী পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল নির্মান | 108 | 15.050 | | | | | 15.050 | | 15.050 | | | | | |
| 76 | R76 | | 9 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু তাহেরপুর রাস্তায় শিবজাইট বাজার হইতে উত্তর দিকে নাজিরপুর মসজিদ হইয়ে সামাদ প্রফেসারের বাড়ী হইয়ে ভবানীগঞ্জ টু তাহেরপুর পাকা রাস্তা আরসিসি রাস্তা নির্মাণ প্রটেকশান ওয়াল সহ। | 850 | 138.500 | | | | | 138.500 | | | | | | | |
| 77 | R77 | | 9 নং ওয়ার্ডে রামকৃষ্ণপুর জেলে পাড়া নীরেন পাল এর বাড়ী হইতে গঙ্গা মন্দির পর্যন্ত প্রটেকশান ওয়াল সহ আরসিসি | 46 | 7.500 | | | | | 7.500 | | 7.500 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.)/ (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায়: ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায়: ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায়: ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিশ্বব্যাংক | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | রাস্তা | | | | | | | | | | | | | | |

## পৌরসভার সেক্টর, খাত ও উপখাত বিনিয়োগ পরিকল্পনা

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায়: ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায়: ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায়: ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিশ্বব্যাংক | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | D1 | | 1 নং ওয়ার্ডে ডাক্তা আ: মান্নানের বাড়ী হইতে ছোট নদী পর্যন্ত ক্রস ড্রেণ সহ আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 122 | 17.184 | 17.184 | | | | | | 17.184 | | | | | |
| 79 | D2 | | 1 নং ওয়ার্ডে কসবা রইস এর বাড়ী হইতে কসবা বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে খাল হয়ে নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 183 | 53.839 | 53.839 | | | | | | 53.839 | | | | | |
| 80 | D3 | | 1 নং ওয়ার্ডে ডাক্তা আয়ুবের বাড়ী হইতে ইসরাইলের বাড়ীর পাশে খাল হয়ে নীচু জমি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 76 | 10.116 | 10.116 | | | | | | 10.116 | | | | | |
| 81 | D4 | | 1 নং ওয়ার্ডে ডাক্তা জামে মসজিদের পাশে পুরাতন ড্রেণের সংযোগ হইতে বাবুলের খাল হয়ে নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 52 | 5.822 | 5.822 | | | | | | 5.822 | | | | | |
| 82 | D5 | ড্রে | 1 নং ওয়ার্ডে কসবা মৃধাপাড়া দাগী পুকুর কোনা হইতে নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ | 61 | 6.808 | 6.808 | | | | | | 6.808 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায়: ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায়: ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায়: ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | নির্মাণ | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | D6 | | 2 নং ওয়ার্ডে উত্তর একডালা ইসমাইলের বাড়ী হইতে ভবানীগঞ্জা টু হুলিখালি রোড ক্রস করে সরকারী দাঁড়া/ নদী পার্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 335 | 48.503 | 48.503 | | | | | | 48.503 | | | | | |
| 84 | D7 | | 2 নং ওয়ার্ডে উত্তর একডালা মাঝিপাড়া টুকুর বাড়ী হইতে মকবুল হোসেনের ডোবা হতে নিচু জমি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 43 | 5.743 | 5.743 | | | | | | 5.743 | | | | | |
| 85 | D8 | | 2 নং ওয়ার্ডে উত্তর একডালা শুকর আলীর বাড়ী হইতে সরকারী ডোবা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 61 | 8.098 | 8.098 | | | | | | 8.098 | | | | | |
| 86 | D9 | | 3 নং ওয়ার্ডে বিলবাড়ী খাজা মইনুদ্দিনের বাড়ী হইতে সামসুলের বাড়ী হইয়া ও বিলবাড়ী জামে মসজিদের সামনে দিয়া নীচু মাঠ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 137 | 18.381 | 18.381 | | | | | | 18.381 | | | | | |
| 87 | D10 | | 3 নং ওয়ার্ডে পাহাড়পুর বিটুমিন কার্পেটিং রাস্তায় ইসরাফের বাড়ী হইতে ইমদাদুলের বাড়ীর পার্শে মেইন রাস্তা ক্রস ড্রেন হয়ে আকবরের বাড়ীর শেষ সীমানা নীচু জমি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 137 | 19.442 | 19.442 | | | | | | 19.442 | | | | | |
| 88 | D11 | | 3 নং ওয়ার্ডে পাহাড়পুর বাসাপাড়া জামে মসজিদ হইতে উত্তরদিকে বাবুলের বাড়ী হইয়া পুর্বদিকে উমর আলীর পুকুরের নিচ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 183 | 27.294 | 27.294 | | | | | | 27.294 | | | | | |
| 89 | D12 | | 3 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু বিহানালী রাস্তায় | 61 | 8.098 | 8.098 | | | | | | 8.098 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায় | | ২য় পর্যায় | | ৩য় পর্যায় | | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | | | | | | |
| | | | পাহাড়পুর আ: হান্নানের গোডাউন হইতে মোস্তাফিজুর রহমানের বাড়ীর পেছন ডীপ ড্রেন দিয়ে নিচু জমি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | D13 | | 4 নং ওয়ার্ডে দানগাছী সাজিপাড়া মনিরের বাড়ী হইতে ভবানীগঞ্জ টু বিহানালী রাস্তায় পুরাতন কালর্ভাট পযন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 500 | 70.908 | 70.908 | | | | | | 70.908 | | | | | |
| 91 | D14 | | 4 নং ওয়ার্ডে পাহাড়পুর দেওয়ানপাড়া রমজানের বাড়ী হইতে ভবানীগঞ্জ টু বিহানালী রাস্তায় পুরাতন কালর্ভাট পযন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 700 | 102.062 | 102.062 | | | | | | 102.062 | | | | | |
| 92 | D15 | | 4 নং ওয়ার্ডে পাহাড়পুর ফকিরপাড়া মোস্তাকের বাড়ী হইতে ভবানীগঞ্জ টু বিহানালী রাস্তা সংলগ্ন পুরাতন কালর্ভাট পযন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ। | 600 | 86.170 | 86.170 | | | | | | 86.170 | | | | | |
| 93 | D16 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ হেদায়েতিপাড়া জালালের বাড়ী হইতে বোলটুর বাড়ী হইয়া নতুন আরসিসি ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 65 | 8.406 | 8.406 | | | | | | 8.406 | | | | | |
| 94 | D17 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু ঝিকড়া রাস্তায় হেদায়েতিপাড়া রহমানের ও মুনছুরের বাড়ী হয়ে নতুন ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 200 | 27.073 | 27.073 | | | | | | 27.073 | | | | | |
| 95 | D18 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ হেদায়েতিপাড়া আফজাল এর বাড়ী হইতে মহাসিন বাড়ী হইয়া কুদ্দুস বাড়ী সংলগ্ন সংযোগ আরসিসি | 100 | 15.339 | 15.339 | | | | | | 15.339 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায়: ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায়: ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায়: ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | D19 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ হেদায়েতিপাড়া সামাদ এর বাড়ী হইতে হেদায়েতিপাড়া মসজিদ হইয়া ফজলুর বাড়ী সংলগ্ন চলমান নতুন আরসিসি ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 153 | 19.988 | 19.988 | | | | | | 19.988 | | | | | |
| 97 | D20 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ হেদায়েতিপাড়া বাবলুর বাড়ী হইতে জর্জ রায়হান এর বাড়ী হইয়া নতুন আরসিসি ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 152 | 23.741 | 23.741 | | | | | | 23.741 | | | | | |
| 98 | D&R21 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ মাস্টারপাড়া মরুহামিদের বাড়ী হইতে জয়ন্ত মাষ্টারের বাড়ী হয়ে দাঁড়া/নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ এবং আংশিক রাস্তা নির্মাণ | 300 | 43.063 | 43.063 | | | | | | 43.063 | | | | | |
| 99 | D22 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ বাজার/কর্নেল এর বাড়ী হইতে ওয়াজেদের বিল্ডিং হইয়া হিরোর বাড়ী নিচ দিয়ে নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 220 | 32.697 | 32.697 | | | | | | 32.697 | | | | | |
| 100 | D23 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ বাজার নিউ মার্কেট এর পুরাতন ড্রেন হইতে মসজিদ এর ওজু খানার কর্নার সংযোগ ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 150 | 20.149 | 20.149 | | | | | | 20.149 | | | | | |
| 101 | D24 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ হিন্দুপাড়া সূর্যকান্ত হালদার বিল্ডিং হইতে জামান এর বাড়ী হইয়া ইউনুস এর বাড়ী সংযোগ ড্রেণ পর্যন্ত | 205 | 27.740 | 27.740 | | | | | | 27.740 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায়: ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায়: ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায়: ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | D25 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ হিন্দুপাড়া জজের বাড়ী হইতে মোহাম্মদ আলী বাড়ী হইয়া জামানের বাড়ী সংযোগ ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 115 | 16.667 | 16.667 | | | | | | 16.667 | | | | | |
| 103 | D&R26 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ বাজার সাইদুরের দোকান হইতে মাস্টারপাড়া নেহারের বাড়ী সংলগ্ন নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ এবং আংশিক রাস্তা নির্মাণ | 215 | 39.400 | 39.400 | | | | | | 39.400 | | | | | |
| 104 | D27 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু গোডাউন মোড় রাস্তায় ইসলামী ব্যাংক সংলগ্ন কালভার্ট হইতে ভবানীগঞ্জ এবং চাঁনপাড়া সীমানা দিয়ে রানী নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ | 325 | 264.563 | 264.563 | | | | | | 264.563 | | | | | |
| 105 | D28 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া জয়নাল বাড়ী হইতে সাকবার মোল্লা এর বাড়ী হইয়া ভবানীগঞ্জ টু তাহেরপুর রাস্তায় পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন কালভার্ট পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 700 | 99.651 | 99.651 | | | | | | 99.651 | | | | | |
| 106 | D29 | | 6 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ টু হামিরকুৎসা রাস্তায় কাউন্সিলর হান্নান প্রাংএর নতুন বাড়ী হইতে কালভার্ট পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 50 | 6.478 | 6.478 | | | | | | 6.478 | | | | | |
| 107 | D30 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া বাক্কার মাষ্টার বাড়ী হইতে জলিল আর্মির বাড়ীর নিকট সংযোগ ড্রেন পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 110 | 14.793 | 14.793 | | | | | | 14.793 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | অর্থ বছর | | | | | | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএ | DPHE | অন্যান্য |
| | | | | | | ১ম পর্যায় | | ২য় পর্যায় | | ৩য় পর্যায় | | | | | | | |
| | | | | | | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | | | | | | |
| 108 | D31 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া গোডাউন মোড় হইতে আফসারের বিল্ডিং এর সামনে দিয়ে কালভার্ট পর্যন্ত ক্রস ড্রেণ সহ আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 300 | 48.241 | 48.241 | | | | | | 48.241 | | | | | |
| 109 | D32 | | 7 নং ওয়ার্ডে সূর্য্যপাড়া হাতেমের বাড়ী হইতে রানী নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 100 | 15.581 | 15.581 | | | | | | 15.581 | | | | | |
| 110 | D33 | | 7 নং ওয়ার্ডে সূর্য্যপাড়া ইকবালের বাড়ী সংলগ্ন পুরাতন সিসি রাস্তা হইতে নদী পর্যন্ত পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 156 | 24.362 | 24.362 | | | | | | 24.362 | | | | | |
| 111 | D34 | | 7 নং ওয়ার্ডে সাদোপাড়া মজিদের বাড়ী হইতে রুবেলের বাড়ী হইয়া রানী নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 240 | 38.716 | 38.716 | | | | | | 38.716 | | | | | |
| 112 | D35 | | 8 নং ওয়ার্ডে দর্গামাড়িয়া মোড় হবির দোকান হইতে ফারুকের দোকান হইয়া মেইন রাস্তার উত্তর পাশ দিয়ে খাল হয়ে নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 55 | 7.043 | 7.043 | | | | | | 7.043 | | | | | |
| 113 | D36 | | 8 নং ওয়ার্ডে রাঢ়োপাড়া সাহাজান এর বাড়ী হইতে দর্গামাড়িয়া টু শিবজাইট রাস্তার পাশ দিয়ে ইসহাক এর বাড়ীর পাশে পুরাতন পাইপ ড্রেন পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 280 | 42.727 | 42.727 | | | | | | 42.727 | | | | | |
| 114 | D37 | | 9 নং ওয়ার্ডে রামকৃষ্ণপুর আ: রশিদ এর বাড়ী হইতে ওহাবের বাড়ীর নিকট বাঁধ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 52 | 6.879 | 6.879 | | | | | | 6.879 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | অর্থ বছর | | | | | | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
| | | | | | | ১ম পর্যায় | | ২য় পর্যায় | | ৩য় পর্যায় | | | | | | | |
| | | | | | | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | | | | | | |
| 115 | D38 | | 9 নং ওয়ার্ডে বাগমারা টু শিবজাইট পাকা রাস্তায় কর্নিপাড়া (পুর্বপাড়া) মসজিদ হইতে মহিলা কাউন্সিলর এর বাড়ীর সামনে দিয়ে মুনছুর এর বাড়ী পাশে নিচু জমি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 79 | 10.514 | 10.514 | | | | | | 10.514 | | | | | |
| 116 | D39 | | 9 নং ওয়ার্ডে কর্নিপাড়া জুল্লুর বাড়ী হইতে মহিলা কাউন্সিলর এর বাড়ী হইয়া নীচু মাঠ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 91 | 12.104 | 12.104 | | | | | | 12.104 | | | | | |
| 117 | D40 | | 1 নং ওয়ার্ডে ডাক্তা জাহিদুলের বাড়ী হইতে মজিদের বাড়ীর পাশে নিচু জমি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 56 | 7.500 | | | 7.500 | | | | 7.500 | | | | | |
| 118 | D41 | | 1 নং ওয়ার্ডে ডাক্তা আমিনুলের বাড়ী হইতে ছোট নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 61 | 6.800 | | | 6.800 | | | | 6.800 | | | | | |
| 119 | D42 | | 1 নং ওয়ার্ডে কসবা দপ্তরিপাড়া বাবুলের বাড়ী হইতে খাল বিল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 46 | 6.150 | | | 6.150 | | | | 6.150 | | | | | |
| 120 | D43 | | 1 নং ওয়ার্ডে কসবা রহিদুলের বাড়ী হইতে ছোট নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 30 | 8.800 | | | 8.800 | | | | 8.800 | | | | | |
| 121 | D44 | | 1 নং ওয়ার্ডে কসবা আ: বারিকের বাড়ী হইতে ছোট নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 91 | 10.150 | | | 10.150 | | | | 10.150 | | | | | |
| 122 | D45 | | 2 নং ওয়ার্ডে উত্তর একডালা ইউছুব এর বাড়ী হইতে কালভার্ট পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 121 | 16.250 | | | 16.250 | | | | 16.250 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | অর্থ বছর | | | | | | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
| | | | | | | ১ম পর্যায় | | ২য় পর্যায় | | ৩য় পর্যায় | | | | | | | |
| | | | | | | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | | | | | | |
| 123 | D46 | | 2 নং ওয়ার্ডে উত্তর একডালা মধ্যপাড়া লোকমানের বাড়ী হইতে কচুয়া পুকুর পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 61 | 8.200 | | | 8.200 | | | | 8.200 | | | | | |
| 124 | D47 | | 2 নং ওয়ার্ডে উত্তর একডালা মাঝিপাড়া মালেকের বাড়ী হইতে এরশাদের পুকুরের পাশ দিয়ে বিল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 30 | 4.100 | | | 4.100 | | | | 4.100 | | | | | |
| 125 | D48 | | 3 নং ওয়ার্ডে পাহাড়পুর বিটুমিন কার্পেটিং রাস্তা হইতে ছাইদুরের বাড়ীর পেছন দিয়া ইমরানের বাড়ীর সামনে দিয়া শাহ আলীর বাড়ীর সামনে দিয়া নীচু মাঠ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 122 | 16.400 | | | 16.400 | | | | 16.400 | | | | | |
| 126 | D49 | | 3 নং ওয়ার্ডে সাদীপুর রবিউল বাড়ী হইতে বিটুমিন কার্পেটিং রাস্তার পাশ দিয়া কসবা সাদীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন কালভার্ট পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 180 | 24.120 | | | 24.120 | | | | 24.120 | | | | | |
| 127 | D50 | | 3 নং ওয়ার্ডে পাহাড়পুর বিটুমিন কার্পেটিং রাস্তা হইতে মুনছুরের বাড়ী হইয়া ছালামের বাড়ীর ডীপ ড্রেন দিয়ে নিচু জমি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 152 | 20.400 | | | 20.400 | | | | 20.400 | | | | | |
| 128 | D51 | | 4 নং ওয়ার্ডে দানগাছী প্রফেসর সোবহানের বাড়ী হইতে ভবানীগঞ্জ টু ঝিকড়া রাস্তা ক্রস করে, পুরাতন আরসিসি ড্রেন হতে ভবানীগঞ্জ টু ঝিকড়া রাস্তার পশ্চিম পাশ দিয়ে, দানগাছী মসজিদ হয়ে মহিলা কলেজের পাশ দিয়ে ভবানীগঞ্জ টু | 550 | 81.630 | | | 81.630 | | | | 81.630 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায়: ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায়: ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায়: ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বিহানালী রাস্তা সংলগ্ন পুরাতন কালর্ভাট পযন্ত ক্রস ড্রেন সহ আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ। | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | D52 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ হেদায়েতিপাড়া এরশাদের বাড়ী হইতে নাইমের বাড়ী হইয়া নতুন আরসিসি ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 60 | 8.100 | | | 8.100 | | | | 8.100 | | | | | |
| 130 | D53 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ হেদায়েতিপাড়া আলতাবের বাড়ী হইতে আবুলের বাড়ী হইয়া নতুন আরসিসি ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 20 | 2.700 | | | 2.700 | | | | 2.700 | | | | | |
| 131 | D54 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ শেখাপাড়া মতিন এর বাড়ী হইতে পুরাতন আরসিসি ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 25 | 3.400 | | | 3.400 | | | | 3.400 | | | | | |
| 132 | D55 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ শেখাপাড়া মনছুর এর বাড়ী হইতে পুরাতন আরসিসি ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 72 | 9.600 | | | 9.600 | | | | 9.600 | | | | | |
| 133 | D56 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া দক্ষিণপাড়া হোসেনের বাড়ী হইতে মকছেদের বাড়ী হইয়া হ্যালিপ্যাড মাঠ সংলগ্ন আরসিসি ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 226 | 30.000 | | | 30.000 | | | | 30.000 | | | | | |
| 134 | D57 | | 7 নং ওয়ার্ডে খাজাপাড়া পুরাতন সিসি রাস্তা হইতে লায়েব আলীর বাড়ীর পাশে বিল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 135 | 19.500 | | | 19.500 | | | | 19.500 | | | | | |
| 135 | D58 | | 8 নং ওয়ার্ডে হাজরাপাড়া আবেদ আলীর বাড়ী হইতে মসজিদ এর পাশে জমি হয়ে বিল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 60 | 9.200 | | | 9.200 | | | | 9.200 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায়: ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায়: ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায়: ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | D59 | | 9 নং ওয়ার্ডে কর্নিপাড়া তৈয়ব এর বাড়ী হইতে আবুল এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 49 | 6.540 | | | 6.540 | | | | 6.540 | | | | | |
| 137 | D60 | | 9 নং ওয়ার্ডে কর্নিপাড়া হোসাইন এর বাড়ী হইতে রহিদুল এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 30 | 4.020 | | | 4.020 | | | | 4.020 | | | | | |
| 138 | D61 | | 9 নং ওয়ার্ডে বাগমারা টু শিবজাইট পাকা রাস্তায় লোকমানের বাড়ী হইতে সিরাজুলের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 46 | 6.150 | | | 6.150 | | | | 6.150 | | | | | |
| 139 | D62 | | 2 নং ওয়ার্ডে উত্তর একডালা মাঝিপাড়া সৈয়দ আলীর বাড়ীর পুরাতন ড্রেণ হইতে আ: সালাম মাষ্টারের নিচু জমি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 91 | 12.250 | | | | | 12.250 | | 12.250 | | | | | |
| 140 | D63 | | 2 নং ওয়ার্ডে ভাবানীগঞ্জা টু হুলিখালি রাস্তায় উত্তর একডালা আ: সালামের বাড়ী হইতে সালামের পুকুর পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 30 | 4.100 | | | | | 4.100 | | 4.100 | | | | | |
| 141 | D64 | | 3 নং ওয়ার্ডে পাহাড়পুর মধ্যপাড়া বাবুর বাড়ী হইতে বাবুর বাড়ীর খাল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 61 | 8.200 | | | | | 8.200 | | 8.200 | | | | | |
| 142 | D65 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ হেদায়েতিপাড়া আইনালের বাড়ী হইতে অবিজান বেওয়ার বাড়ী হইয়া নতুন আরসিসি ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 40 | 5.340 | | | | | 5.340 | | 5.340 | | | | | |
| 143 | D66 | | 5 নং ওয়ার্ডে ভবানীগঞ্জ হেদায়েতিপাড়া | 40 | 5.350 | | | | | 5.350 | | 5.350 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায়: ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায়: ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায়: ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | আব্দুল্লার বাড়ী হইতে কবিরের বাড়ী হইয়া নতুন আরসিসি ড্রেণ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | D67 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া লবুপাড়া নান্নু গাজীর বাড়ী হইতে রহিদুলের বাড়ী হইয়া নান্নু গাজীর ডোবা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 50 | 8.000 | | | | | 8.000 | | 8.000 | | | | | |
| 145 | D68 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া আনোয়ার হোসেনের বাড়ী হইতে এনামুলের বাড়ী হইয়া আহাদ আমীনের বাড়ীর কালভার্ট পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 60 | 9.600 | | | | | 9.600 | | 9.600 | | | | | |
| 146 | D69 | | 6 নং ওয়ার্ডে চাঁনপাড়া রফিকের বাড়ী হইতে হোসেনের বাড়ী হইয়া আহাদ আমীনের বাড়ীর কালভার্ট পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 75 | 11.540 | | | | | 11.540 | | 11.540 | | | | | |
| 147 | D70 | | 7 নং ওয়ার্ডে সূর্য্যপাড়া আক্কাসের বাড়ী সংলগ্ন পুরাতন ড্রেন হইতে আজাহার উদ্দিনের বাড়ী সংলগ্ন রানী নদী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 90 | 14.100 | | | | | 14.100 | | 14.100 | | | | | |
| 148 | D71 | | 9 নং ওয়ার্ডে বাগমারা টু শিবজাইট পাকা রাস্তায় কর্নিপাড়া কুদ্দুসের বাড়ী হইতে সাইফুলের পুকুরের নীকট পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 64 | 8.520 | | | | | 8.520 | | 8.520 | | | | | |
| 149 | D72 | | 9 নং ওয়ার্ডে কর্নিপাড়া সাইদুল এর বাড়ী হইতে আলালের পুকুরের নিকট পর্যন্ত | 91 | 12.100 | | | | | 12.100 | | 12.100 | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায় ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায় ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায় ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায় ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায় ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায় ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিশ্বব্যাংক | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | D73 | | 9 নং ওয়ার্ডে কর্নিপাড়া তৈয়ব আলী এর বাড়ী হইতে সৈয়দ আলী বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ | 61 | 8.210 | | | | | 8.210 | | 8.210 | | | | | |
| 151 | B1 | | 1নং ওয়ার্ডের কসবা আসলামে বাগান ও শ্বশ্মানঘাটের নিকট নদীর উপর একটি ব্রীজ নির্মাণ। | 25 | 200.000 | | | | | 200.000 | | 200.000 | | | | | |
| 152 | B2 & B3 | | 4নং ওয়ার্ডের কাঁদার বিলের দাড়ার উপর 2টি ব্রীজ নির্মাণ। | 70 | 560.000 | | | | | 560.000 | | 560.000 | | | | | |
| 153 | B4 | | 5নং ওয়ার্ডের কাঁদার বিলের দাড়ার উপর ব্রীজ নির্মাণ। | 50 | 400.000 | | | | | 400.000 | | 400.000 | | | | | |
| | | | **উপমোট =** | | ৭৫১১.৫৯ | ৩২৫৪.২৬ | | ১৬৫৭.৫০ | | ২৫৮১.৫৩ | | ৭৫১১.৫৯ | | | | | |
| | | পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা | বিভিন্ন Dia pipe line | ৪৭.২৫ | ১৫০ | | | | ১০০ | ৫০ | | ১৫০ | | | | | |
| | | | উৎপাদন নলকুপ | ০৩ টি | ৩০ | | | | ৩০ | | | ৩০ | | | | | |
| | | | পানি শোধনাগার ২০০মি/ঘনমিটার | ০১ টি | ২০০ | | | ১০০ | ১০০ | | | ২০০ | | | | | |
| | | | ওভারহেড ট্যাংক | ০১টি | ২০ | | | ২০ | | | | ২০ | | | | | |
| | | | ৬ নং হস্তচালিত নলকুপ | ৫০০ | ২০০ | | | | ১০০ | ১০০ | | ২০০ | | | | | |
| | | | উপমোট | | ৬০০ | | | ১২০ | ৩৩০ | ১৫০ | | ৬০০ | | | | | |
| | | স্বাস্থ্য | এ্যাম্বুলেন্স | ০১টি | ২০ | | | | | ২০ | | ২০ | | | | | |
| | | | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০২টি | ৫০ | | | ৫০ | | | | ৫০ | | | | | |
| | | | **উপমোট =** | | ৭০ | | | ৫০ | | ২০ | | ৭০ | | | | | |
| | | স্যানিটেশন | ডবল পিট ল্যাট্রিন | ৩০০ টি | ৩৩০ | ১৫০ | | ১৩০ | | ৫০ | | ৩৩০ | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | অর্থ বছর | | | | | | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
| | | | | | | ১ম পর্যায় | | ২য় পর্যায় | | ৩য় পর্যায় | | | | | | | |
| | | | | | | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ | ২০২৫-২০২৬ | ২০২৬-২০২৭ | ২০২৭-২০২৮ | | | | | | |
| | | | পাবলিক টয়লেট | ১০ টি | ৮০ | | | ৮০ | | | | ৮০ | | | | | |
| | | | কমিউনিটি ল্যাট্রিন | ২০টি | ৩৬ | | | ৩৬ | | | | ৩৬ | | | | | |
| | | | **উপমোট =** | **৩৩০** | ৪৪৬ | ১৫০ | | ২৪৬ | | ৫০ | | ৪৪৬ | | | | | |
| | | শি ক্ষ | পৌর স্যাটেলাইট বিদ্যালয় | | ২০ | | | | | ২০ | | ২০ | | | | | |
| | | | **উপমোট =** | | ২০ | | | | | ২০ | | | | | | | |
| | | বাঁধ | রাণী নদীর তীর রক্ষাবাঁধ ও সৌন্দর্য্য বর্ধণ | ৬০০০ | ২৬০২ | | | ১৩০১ | ১৩০১ | | | ২৬০২ | | | | | |
| | | | **উপমোট =** | | | | | ১৩০১ | ১৩০১ | | | | | | | | |
| | | সড়ক বাতি | সড়ক বাতি সংস্থাপন সোলার | ৩০০০ টি | ৩৯৯৯ | ১৫০০ | | ১৫০০ | | ৯৯৯ | | ১৫০০ | | | | | |
| | | | **উপমোট =** | | ৩৯৯৯ | ১৫০০ | | ১৫০০ | | ৯৯৯ | | ১৫০০ | | | | | |
| | | বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ডাষ্টবিন | ৩০ টি | ১২.০০ | ১২.০০ | | | | | | ১২.০০ | | | | | |
| | | | ট্রান্সফার ষ্টেশন | ০৫ টি | ৩৭.৫০ | | | ৩৭.৫০ | | | | ৩৭.৫০ | | | | | |
| | | | ডাম্পিং গ্রাউন্ড | ০১ টি | ২৫০ | ১৩০ | | ৭০ | | ৫০ | | ১৩০ | | | | | |
| | | | **উপমোট =** | **৩৬** | ২৯৯.৫০ | ১৪২ | | ১০৭.৫০ | | ৫০ | | ১৪২ | | | | | |
| | | বিনোদন ব্যবস্থা | পৌর পার্ক নির্মান | ০১ টি | ৫০ | | | ৫০ | | | | | | | | | |
| | | | পৌর পার্ক ব্যবস্থাপনা | | ৭ | ৪ | | | | ৩ | | ৪ | | | | | |
| | | ব্যবস্থাপ | **উপমোট =** | | ৫৭ | ৪ | | ৫০ | | ৩ | | ৪ | | | | | |
| | | | পৌর সুপার মার্কেট নির্মান | ০১টি | ৩০০ | ১৫০ | | ১০০ | | ৫০ | | ১৫০ | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায় ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায় ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায় ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায় ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায় ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায় ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ভবানীগঞ্জ হাটের শেড নির্মাণ (বাজার) | ১২ টি | ১৩৩ | ৫০ | | ৫০ | | ৩৩ | | ৫০ | | | | | |
| | | | ভবানীগঞ্জ হাটের শেড নির্মাণ(মাংশ এবং মাছ) | ০২ টি | ৩৫ | ৩৫ | | | | | | ৩৫ | | | | | |
| | | | **উপমোট =** | **১৩টি** | ৪৬৮ | ২৩৫ | | ১৫০ | | ৮৩ | | ২৩৫ | | | | | |
| | | আবাসন | দরিদ্র/ বস্তি এলাকার আবাসন উন্নয়ন | | ৫০ | | | ২৫ | | ২৫ | | ৫০ | | | | | |
| | | | উপমোট | | ৫০ | | | ২৫ | | ২৫ | | ৫০ | | | | | |
| | | যানবহন ও যন্ত্রপাতি | রোড রোলার | ০২ টি | ৮০ | | | ৮০ | | | | ৮০ | | | | | |
| | | | এক্সকেভেটর | ০১টি | ৩৫ | | | ৩৫ | | | | ৩৫ | | | | | |
| | | | ভ্যাকুম ক্লিনার | ০১ টি | ৩০ | | | | | ৩০ | | ৩০ | | | | | |
| | | | জিপ (ডাবল কেবিন পিকাপ) | ০২টি | ৮০ | | | ৮০ | | | | ৮০ | | | | | |
| | | | হাইড্রোলিক বিমলিফটার | ০১টি | ৪০ | | | ৪০ | | | | ৪০ | | | | | |
| | | | গ্যার্বেজ ট্রাক | ০৩টি | ১২০ | | | ১২০ | | | | ১২০ | | | | | |
| | | | মটর বাইক | ০৪টি | ৭.০০ | | | ৭.০০ | | | | ৭.০০ | | | | | |
| | | | কম্পিউটার | ০৬টি | ৩.৫০ | | | ৩.৫০ | | | | ৩.৫০ | | | | | |
| | | | স্কানার মেশিন | ০২টি | ০.৬০ | | | ০.৬০ | | | | ০.৬০ | | | | | |
| | | | গার্বেজ ভ্যান | ১৫টি | ৫ | | | ৫ | | | | ৫ | | | | | |
| | | | সার্ভে যন্ত্রপাতি | ০২ সেট | ৩.০০ | | | ৩.০০ | | | | ৩.০০ | | | | | |
| | | | উপমোট | | ৪০৪.১ | | | ৩৭৪.১ | | ৩০ | | ৪০৪.১ | | | | | |
| | | দারিদ্র হ্রাসকরণ | প্রশিক্ষন | | ৫.০০ | ৫ | | | | | | ৫.০০ | | | | | |
| | | | কারিগরী প্রশিক্ষন ও আর্থিক সহায়তা | | ১০ | | | ৫ | | ৫ | | ১০ | | | | | |
| | | | ক্ষুদ্র ঋন প্রদান | | ১০ | | | ৫ | | ৫ | | ১০ | | | | | |
| | | | নিম্ন জাতিগোষ্ঠির জন্য শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ | | ৬ | | | ৩ | | ৩ | | ৬ | | | | | |
| | | | স্বাস্থ্য | | ১৫.০০ | | | ৭.৫ | | ৭.৫ | | ১৫.০০ | | | | | |

| ক্রঃ নং | আই ডি নং | খাত | উপখাত সাব প্রজেক্ট | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) / (মিটার) | সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | অর্থায়নের উৎস: অর্থ বছর: ১ম পর্যায়: ২০২২-২০২৩ | ১ম পর্যায়: ২০২৩-২০২৪ | ২য় পর্যায়: ২০২৪-২০২৫ | ২য় পর্যায়: ২০২৫-২০২৬ | ৩য় পর্যায়: ২০২৬-২০২৭ | ৩য় পর্যায়: ২০২৭-২০২৮ | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিশ্বব্যাংক | DPHE | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | টিউবওয়েল স্থাপন | ৫০০টি | ১৫০ | ৭৫ | | ৭৫ | | | | ১৫০ | | | | | |
| | | | স্যানিটেশন | ৫০০ টি | ২৫০ | ১০০ | | ৭৫ | | ২৫ | | ২৫০ | | | | | |
| | | | উপমোট | | ৪৪৬ | ১৮০ | | ১৭০.৫ | | ৯৫.৫ | | ৪৪৬ | | | | | |
| | | নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি | ১। প্রশিক্ষন | | ৫.০০ | ২.৫ | | | | ২.৫ | | ৫.০০ | | | | | |
| | | | ২। র‍্যালী/সেমিনার/সভা-সমাবেশ | | ৩ | ১ | | ১ | | ১ | | ৩ | | | | | |
| | | | ৩। জসসচেতনতা মূলক কর্মকান্ড | | ৫ | ১.৫ | | ২ | | ১.৫ | | ৫ | | | | | |
| | | | ৪/ উঠান বৈঠক | | ৩ | ১ | | ১ | | ১ | | ৩ | | | | | |
| | | | উপমোট | | ১৬ | ৬ | | ৪ | | ৬ | | ৬ | | | | | |
| | | পৌর সুবিধাদি | পৌর কবরস্হান/শ্বাশান ঘাট উন্নয়ন | | ৩০ | | | ২০ | | ১০ | | | | | | | |
| | | | বৃক্ষরোপন | | ১০ | | | | | ১০ | | | | | | | |
| | | | সৌন্দর্য বর্ধন মূলক প্রকল্প গ্রহন ( মোরাল) | | ৫০ | | | | | ৫০ | | | | | | | |
| | | | রাস্তা ও মোড় সম্প্রসারন ( জমি সহ) | | ৫০ | | | ৫০ | | | | | | | | | |
| | | | সিড়ি ঘাট নির্মান | ২৮টি | ৮৪ | | | | | ৮৪ | | | | | | | |
| | | | পুনঃবাসন | | ৫০ | | | | | ৫০ | | | | | | | |
| | | | উপমোট | | ২৭৪ | | | ৭০ | | ২০৪ | | | | | | | |
| | | | | | | ৫৪৮৯.৫৫ | | ৭৪৫৬.৬০ | | ৩১৫৭.০৩ | | | | | | | |
| | মোট | | | | | ১৬১০৩.১৮০ | | | | | | | | | | | |

ছক-৯.২ ঃ বিভিন্ন খাতের বিনিয়োগের চিত্র (লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | খাত | অর্থ বছর | | | UGIIP (Follow-up Project) | পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত | এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প | বিএমডিএফ | ডিপিএইচই | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | প্রথম পর্যায় | দ্বিতীয় পর্যায় | তৃতীয় পর্যায় | | | | | | |
| ১ | রাস্তা | ১৯৩২.৬৭ | ১৩২.৯৯ | ১৩১৪.২২ | | | | | | |
| ২ | ড্রেন | ১৩৩৯.৮৯ | ৩২৪.৫১ | ১০৭.৩১ | | | | | | |
| ৩ | নদী রক্ষাবাঁধ | | ২৬০২.০০ | | | | | | | |
| ৪ | পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা | | ৪৫০.০০ | ১৫০.০০ | | | | | | |
| ৫ | স্যানিটেশন | ১৫০.০০ | ২৪৬.০০ | ৫০.০০ | | | | | | |
| ৬ | স্বাস্থ্য | | ৫০.০০ | ২০.০০ | | | | | | |
| ৭ | শিক্ষা | | | ২০.০০ | | | | | | |
| ৮ | সড়ক বাতি | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ৯৯৯.০০ | | | | | | |
| ৯ | কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ১৪২.০০ | ১০৭.৫০ | ৫০.০০ | | | | | | |
| ১০ | বিনোদন ব্যবস্থাপনা | ৪.০০ | ৫০.০০ | ৩.০০ | | | | | | |
| ১১ | বাজার ব্যবস্থাপনা | ২৩৫.০০ | ১৫০.০০ | ৮৩ | | | | | | |
| ১২ | আবাসন | | ২৫.০০ | ২৫.০০ | | | | | | |
| ১৩ | পৌর সুবিধাদি | | ৭০.০০ | ২০৪.০০ | | | | | | |
| ১৪ | যানবহন ও যন্ত্রপাতি | | ৩৭৪.১০ | ৩০.০০ | | | | | | |
| ১৫ | দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা | ১৮০.০০ | ১৭০.৫০ | ৯৫.৫ | | | | | | |
| ১৬ | নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম | ৬.০০ | ৪.০০ | ৬ | | | | | | |
| ১৭ | ব্রীজ | | | ১১৬০ | | | | | | |
| | উপমোট = | ৫৪৮৯.৫৫ | ৭৪৫৬.৬০ | ৩১৫৭.০৩ | | | | | | |

# ১০ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
# Land Use Managemend Plan

## ১০.১ ভুমিকা ও গুরুত্ব (Introduction and Importance)

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান আধিক্যের ফলে মাথাপিছু ভুমির পরিমান হ্রাস পাওয়া, ঘন ঘন প্রাকৃতিত দূর্যোগ, কৃষি নিভূর গ্রামবাসীর জীবিকার প্রয়োজন ও উন্নত জীবন ব্যবস্থার প্রত্যাশায় ব্যাপক হারে শহর এলাকায় অভিমানের কারনে দ্রুত গতিতে নগরায়ন হচ্ছে। ফলে নগরবাসীর নাগরিক সুযোগ সুবিধার চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। নগরবাসির ব্যাপক চাহিদা মেটাতে পরিকল্পিত নগরায়ন অত্যাবশ্যক, কারণ কোনো নগর এলাকার বিদীমান অবস্থা হতে নগরবাসীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে নগর পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ন বিষয় হল নগর এলাকার ভুমি ব্যবহার। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাধীনে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের পর যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে যার ফলশ্রুতিতে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাত ভূমির পরিকল্পিত, সঠিক এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এর জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার পাশাপাশি তা বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকরী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকা জরুরী। অধিকাংশ নগর ভূমি ব্যবহার শ্রেণী বিভাজনের উৎপত্তি হয়েছে কোন না কোন ধরণের নগর পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে।

## ১০.২ ভূমি ব্যবহার (Land Use)

ভূমি ব্যবহার বলতে ভূ-ভাগকে যেসব কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হয় তাকে বুঝানো হয়ে থাকে। ভূমি মানব জীবনের সর্বোত্তম; কিন্ত সীমাবদ্ধ ও অবর্ধীষ্ণু সম্পদ। আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা বলেন, এ সম্পদ নবায়নযোগ্য নয়। মানব জীবনের চাহিদা পুরনের সকল উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভুমি থেকে উৎসারিত। পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যার ক্রমবর্তমান চাহিদার ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে অনবরত ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন হচ্ছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও স্থায়ীত্বশীলতা, নগরবাসীর চাহিদা মোতাবেক কর্মসংস্থান, পরিবেশ বান্ধব বসবাসের আবাসস্থল এবং যাতায়াতের সহজ সুবিধাজনক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরনের জন্য নগর এলাকার সুষ্ঠু ভুমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা সময়ের সর্বোত্তম দাবী। পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একদিকে নগরবাসির চাহিদা মোতাবেক সব ধরনের অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা এবং অন্যদিকে ভবিষৎ প্রজন্মের নিকট পরিবেশ বান্ধব বসবাসের উপযোগী নগর হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। তাই প্রতিটি নগর এলাকার ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা থাকা অতিব জরুরী।

## ১০.৩ ভুমি ব্যবহারে বিদ্যমান অবস্থা (Existing Land Use Situation)

বর্তমানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা সহ চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট,বরিশাল ও রংপুর মহানগরের নিজস্ব ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাসহ মহাপরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া UTIDP প্রকল্পের আওতায় ২২৩ টি উপজেলা শহরের ও DTIDP প্রকল্পের আওতায় ২২ টি জেলা শহরের মহা পরিকল্পনা থাকলেও ৩২১ টি পৌরসভার বাকীগুলোর (উপজেলা ও জেলা সদর) জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাসহ মহাপরিকল্পনা নেই। প্রনীত মহাপরিকল্পনাসমূহ গেজেটভূক্ত না হওয়ায় অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রন করার জন্য ঐ সব পরিকল্পনা আইন সম্মত দলিল হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। ভবানীগঞ্জ পৌরসভা DTIDP প্রকল্পের আওতাভুক্ত না হওয়ায় কোন মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে "ক" শ্রেনীর পৌরসভাগুলিতে একজন করে নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগের বিধান থাকলেও ১৫-২০টি ব্যতিত বাকী সব পদই শুন্য রয়েছে। অন্যদিকে "খ" ও "গ" শ্রেনীর জন্য মহাপরিকল্পনা প্রনয়নের বিধান থাকলেও সেখানে নগর পরিকল্পনাবিদের কোন পদ নেই। এভাবেই দীর্ঘ দিন যাবৎ বাংলাদেশে নগর পরিকল্পনা বিষটি অবহেলিত ও গুরুত্ব হীন হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এর ফলে বাংলাদেশের অতি দ্রুত নগরায়নের ক্রমধারায় বিগত দুই দশকে মহানগর এবং জেলা ও উপজেলা পর্যয়ে অপরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রনহীনভাবে নগরের পরিধি বৃদ্ধি হচ্ছে যার পরিনতি নগরবাসির বসবাসের জন্য হুমকিস্বরূপ। তবে সাম্প্রতিক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নগর এলাকায় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা তৈরী করে প্রতিটি পৌরসভার জন্য ভূমি ব্যাবহার পরিকল্পনা, ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ মহা পরিকল্পনা প্রনয়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমুহের সহযোগিতায় এসব পরিকল্পনা প্রনয়নের কাজ সম্পন্ন করে তা অনুসরনে উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রন করতে পারলে কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। দ্বিতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো

উন্নতিকরন (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় "পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি)" তে অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে অত্র ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে।

## ১০.৪ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

## What is the Land Use Managemend Plan

ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এর আওতায় ভূমি জরিপ, তা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে বিশেণ্ঢষিত অবস্থা বিবেচনা পূর্বক বর্তমান ও ভবিষ্যত জনসংখ্যার চাহিদা নির্ণয় করে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল ও নীতিমালা, সুষ্ঠ তদারকি, পর্যবেক্ষন এবং সময়ান্তরে তা রিভিউ করা ইত্যাদি কার্যক্রম সন্নিবেশিত। এই জন্য সংক্ষেপে বলতে গেলে ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভূমি জরীপ, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, যথাযথ আইনের ব্যবস্থা রাখা এবং তা প্রয়োগ, মনিটরিং, সুষ্ঠ নীতিমালা ইত্যাদির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা বুঝায়।

## ১০.৫ ভবানীগঞ্জ পৌরসভার ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার জন্য সমন্বিত ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত কর্মকৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে।

১. বিদ্যমান ভূমি ব্যাবহারে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ;
২. মূখ্য বিষয়/সমস্যা চিহ্নিতকরণ;
৩. প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার মানদন্ড নির্ধারন;
৪. জোনিং এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন; এবং
৫. সমন্বিত ভূমি ব্যবহার ব্যাবস্থাপনা।

এই ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনার জন্য প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে এমডিএস পরামর্শকদের সহায়তায় অত্র পৌরসভার বিস্তারিত ভূমি জরিপ পরিচালনা করা হবে। উক্ত জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশেণ্ঢষন করে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি সুষ্ঠ ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।সাম্প্রতিককালে ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় কোন ভূমি জরিপ পরিচালিত হয়নি তবে ২০০৭ সালে ইউ জি আই আই পি প্রকল্পের আওতায় MIDP প্রনয়নের সময় ভূমি ব্যবহার জরিপ করা হয়। উক্ত জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষন করে নিম্ন লিখিত (ছক-১০.১) ভূমি ব্যবহার পাওয়া যায় ঃ

**ছক-ঃ বর্তমান ভূমি ব্যবহার**

| ক্রমিক নং | মোট আয়তন (হেক্টর) | ভূমি ব্যবহারের ধরন | আয়তন (হেক্টর) | শতকরা হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| ১) | ২২৬৯.৪৬২ | কৃষি | ৬৮.৩০ | ৫৪.০৭ |
| ২) | | বাণিজ্য | ০.৩৬ | ০.০৩ |
| ৩) | | রাস্তা | ১২.৯৩ | ১.০২ |
| ৪) | | আম ও লিচু বাগান | ৫৫.৯৭ | ৪.৪১ |
| ৫) | | জলাশয় | ৯৪.১০ | ৭.৪১ |
| ৬) | | পান বরজ | ১০.২১ | .৮০ |
| ৭) | | পাবলিক প্রশাসন | ০.০৫ | ০.০০০৩ |
| ৮) | | জনবাধারনের বসবাস যোগ্য এলাকা | ২৮৮.৭৮ | ২২.৭৫ |
| ৯) | | আবাসিক | ১২০.৭৬ | ৯.৫২ |
| | | **মোট** | **১২৬৯.৪৬** | **১০০.০০** |

**মূল বিষয় / সমস্যা চিহ্নিত**

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনায় আনতে হবে।এখানকার বেশীরভাগ জায়গায় ছোট বড় জলাশয় রয়েছে যার ফলে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় বৃহদাকারের ব্যবহার সীমিত অত্র পৌরসভা নদীর পাড় বরাবর গড়ে উঠেছে সেক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় পূব পশ্চিম বরাবর উন্নয়ন ধারা বিবেচনায় রাখতে হবে। পৌরসভার পার্শ্ববর্তী এলাকা নিচু কৃষি জমি বিধায় তা ব্যবহার পরিকল্পনায় সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমানে কৃষি জমি সংরক্ষন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে ভূমি ব্যবহারে

কৌশলী হতে হবে এবং সেই মোতাবেক ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রন জরুরী। কিন্তু তা বাস্তবায়নে যে পরিমান লোকবল, আইন সহায়তা এবং কৌশল দরকার তা নিশ্চিত করতে হবে।

**বর্তমান ভূমি ব্যবহারের ধারা**

ভবানীগঞ্জ পৌরসভা ভূমি ব্যবহার বিশ্লেষনে দেখা যায় এখানে আবাসিক এলাকা হিসাবে বেশীরভাগ এলাকা ব্যবহৃত হয়েছে। জনগণের চাহিদা পুরণার্থে শহরের মাঝামাঝি জায়গায় ভূমির বানিজ্যিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সীমিত থাকায় শিল্প ও বানিজ্যিক ব্যবহার সেই রকম ভাবে হয়ে উঠেনি। সেই সাথে শিক্ষা বা অন্যান্য আর্থসামাজিক খাতে ভূমির ব্যবহার বর্তমানে সীমিত থাকলেও ভবিষ্যতে তা জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে পারে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সময় তা বিবেচনায় রাখতে হবে।

## ১০.৬ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও সুপারিশ সমন্বিত ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি পৌরসভা গঠিত হওয়ার পর প্রথম সভায় বা তৎপরবর্তী কোন সভায় কার্য পরিধি ও আড়াই বছর মেয়াদ নিধারন করে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক স্থায়ী কমিটি গঠন করবে। যার মধ্যে নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি অন্যতম। পৌর এলাকার পরিকল্পিত ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি ও পৌরসভায় নগর পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে সমন্বি ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারেও। নিচে স্থায়ী কমিটির তত্টাবধানে পৌর এলাকার সমন্বিত ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরা হল।

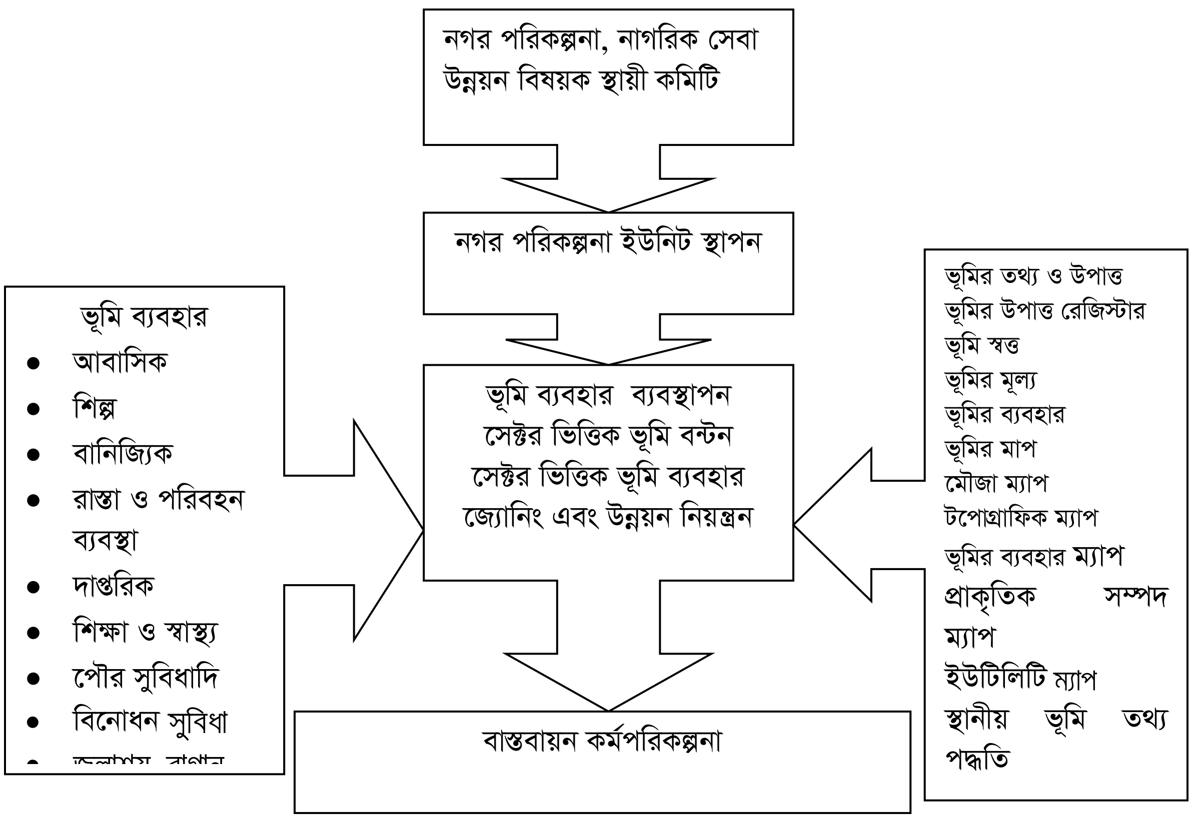

## ১০.৭ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কর্ম পরিকল্পনা

ভূমি ব্যাবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌর এলাকার ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে পৌরসভার নগর পরিকল্পনা ইউনিট কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নে বর্নিত কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারেঃ

- কৌশল-১: নগর পরিকল্পনা ইউনিটের সভায় পৌর এলাকার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নর সিদ্ধান্ত গ্রহন
- কৌশল-২: ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল অবকাঠামোর উন্নয় পরিকল্পনা প্রণয়নর করা
- কৌশল-৩: পৌর এলাকার ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী সেক্টর ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার
- কৌশল-৪: পৌর এলাকার ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী সব ধরনের ইমারত নির্মানের অনুমোদন দেওয়া
- কৌশল-৫: নগর পরিকল্পনা ইউনিটের আওতায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মনিটরিং সেল গঠন করা
- কৌশল-৬: নগর পরিকল্পনা ইউনিটের প্রতি সভায় ইমারত নির্মানের অনুমোদন বিষয়ে আলোচনা করা
- কৌশল-৭: নগর পরিকল্পনা ইউনিটের সভায় কার্যবিবরনি টাউন লেভেল কো-অডিনেশন কমিটির সুপারিশসহ পৌর পরিষদের সভায় উপস্থাপন করা
- কৌশল-৮: দুই বছর অন্তর ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা হাল নাগাদ করা

## সীমাবদ্ধতা ও সুপারিশ

### সীমাবদ্ধতা

ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভবানীগঞ্জ পৌরসভা নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন

- ভবানীগঞ্জ পৌরসভা "ক" শ্রেণীর পৌরসভা হওয়ায় এখানে পরিকল্পনার জন্য আলাদা কোন শাখা বা বিভাগ না থাকায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কঠিন।
- প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে।
- ভূমি ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করনের লক্ষ্যে কোনরূপ কার্যকর ব্যবস্থা নেই।
- ২০০০ সালে গঠিত পৌরসভা হওয়ায় বেশীর ভাগ এলাকা এখনও গ্রামীন পরিবেশ বিদ্যমান এবং জমির মূল্য কম হওয়ায় তা ব্যবহারে জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে।

### সুপারিশ

- এখানে সার্বক্ষনিক নগর পরিকল্পনাবীদের পদ সৃষ্টি করে নগর পরিকল্পনাবীদের নিয়োগ দিতে হবে।
- প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিয়ে তাদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে।
- ভূমি ব্যবহার পর্যবেক্ষনের জন্য গঠিত কমিটিকে শক্তিশালী ও তৎপর হতে হবে।
- প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে তার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- এই ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

# ১১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও প্রস্তুতি

## ১১.১ জলবায়ুর পরিবর্তন ও এর প্রভাব
## (Climate change and its impact)

পৃথিবীর উষ্ণায়ন (Global Warming) এর কারণে সকল দেশে জলবায়ুর যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তাতে সমগ্র পৃথিবী এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন স্পষ্ট করে তুলছে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার বৈরী আচরণ। এই উষ্ণতা বাড়ার মূল কারণ গ্রিনহাউজ গ্যাসের ইফেক্ট ও উর্ধ্বাকাশে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব কমে যাওয়া। ইউরোপের দেশগুলোতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কলকারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কৃষি ও পশুখামারগুলো বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেনসহ নানা গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ করে চলেছে। কাঠ, কয়লা, তেল এবং পরবর্তীকালে গ্যাস পোড়ানোর ফলে কার্বন-ডাই অক্সাইড বায়ুমন্ডলে চলে এসেছে। এত দিন পৃথিবীর বনাঞ্চল ও সাগর এই গ্যাস আহরণ করে পৃথিবীকে মোটামুটি নিরাপদ রেখেছিল। কিন্তু বিশ্বের জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ায় অনেক দেশে বন ধ্বংস করা হচ্ছে। এতে গাছপালা কমে যাওয়ায় কার্বন আহরণ প্রক্রিয়াও কমে গেছে। এ কারণে আবহাওয়ামন্ডল ক্রমাগত উষ্ণ হয়ে উঠছে এবং পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেক বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকায় খরা ও দাবানল, ব্রিটেনে প্রলয়ঙ্করী বন্যা, পাকিস্তানে আকস্মিক পাহাড়ি ঢল ও ভূমিধস, চীনের অনেক অঞ্চলে বন্যা ও ভূমিধস, বাংলাদেশে ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও অবিরাম বৃষ্টির ফলে দীর্ঘ বন্যা জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ফল।

এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে গত ৫০ থেকে ১০০ বছরে মানুষ যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করেছে, তা এর আগে ১০ হাজার বছরেরও বেশি সময়ে ব্যবহারের মাত্রা অতিক্রম করেছে। প্রকৃতিতে তারই প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান, আবহাওয়ার পরিবর্তন তারই একটা নমুনা। এই স্তরে যদি মানুষ তার অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে, প্রকৃতি হয়তো আর রূদ্র রূপ ধারণ করবে না। ১৯৮০'র দশক থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রভাবে প্রতি বছর পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে গড়ে দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর উষ্ণতা এই গতিতে বাড়তে থাকলে এ শতাব্দীর শেষের দিকে কুমেরুর বিস্তীর্ণ এলাকায় বরফ গলে যাবে। আমাদের কাছে হিমালয় অঞ্চলেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন "গঙ্গোত্রী হিমবাহসংলগ্ন প্রায় ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় বরফ গলে হিমবাহের গায়ে গর্ত বা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। আইপিসিসি (ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ৬২০ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সমর্থন করেছে যে, "গত শতাব্দীতেই পৃথিবীর তাপমাত্রা শূন্য দশমিক ৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। আমাদের কাছে এই বৃদ্ধি সামান্য মনে হলেও আবহাওয়া জগতে এই বৃদ্ধি অসামান্য গুরুত্ব বহন করে।" এভাবে বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ১৫৩ সেন্টিমিটার এবং ২১০০ সালে তা ৪৬০ সেন্টিমিটারে পৌঁছবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে স্থল ও জলজ জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিভিন্ন প্রতিবেশের ওপর যেমন– শুষ্ক এবং প্রায় শুষ্কভূমির প্রতিবেশ, অভ্যন্তরীণ জলজ প্রতিবেশ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় প্রতিবেশ, কৃষি প্রতিবেশ, বন প্রতিবেশ, দ্বীপ প্রতিবেশ, পর্বত প্রতিবেশ, মেরু প্রতিবেশ প্রভৃতি এবং এর প্রভাব সর্বোপরি মানুষসহ সকল জীবের উপরে আসন্ন বলেই প্রতীয়মান।

## ১১.২ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
## (Bangladesh Context)

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলগুলো প্লাবিত হবে। নদীপ্রবাহ ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং পানিতে লবণাক্ততা দেখা দেবে। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে চলেছে। আশংকা করা হচ্ছে এতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৫-১৭ ভাগ এলাকা সাগরে তলিয়ে যাবে এবং বাস্তুহারা হবে ২০-৩০ মিলিয়ন মানুষ। এ ছাড়া নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন–হঠাৎ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস,

খরা এবং নদীতীর বা মোহনায় ভাঙন ও ভূমি গঠনে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় **জলবায়ু অভিবাসীর অর্ধেকই হবে বাংলাদেশ থেকে**। জরুরী উদ্যোগ এবং কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে বন্যা ও ফসলের উৎপাদন নষ্ট হয়ে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশর প্রায় দুই কোটি মানুষ অভিবাসী হওয়ার ঝুঁকিতে যাবে।

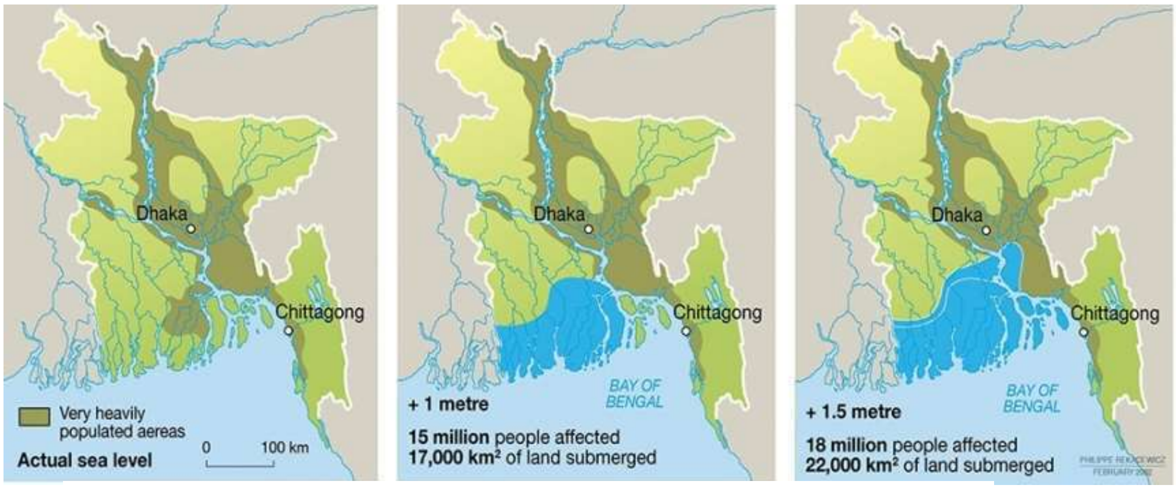


চিত্রঃ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাপেক্ষে প্লাবিত অঞ্চল

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আগামী তিন দশকে প্রায় ৩ কোটি মানুষ ঘরবাড়ী ছাড়তে বাধ্য হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল জীবিকায়ন এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে জলবায়ু সৃষ্ট অভিবাসনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সক্রিয় অঞ্চল হিসেবে পরিণত হতে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এখানকার দেশগুলো দ্রুত পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে এখানে জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা বর্তমান সময়ের চেয়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। বেশ আশঙ্কার বিষয় হলো, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বৃহৎ নগরকেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির আশঙ্কায় থাকা উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে। আর এ কারণে এসব এলাকায় অভিবাসীদের আগমনের হার বাড়তেই থাকবে। তাই সম্ভাব্য জলবায়ু অভিবাসীদের বিষয় টিকে মাথায় রেখে অবিলম্বে নীতিনির্ধারকদের উচিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
দেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রে উল্লেখ করা হয়, ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২০১৯ সালের অর্ধ-বার্ষিকী প্রতিবেদনের হিসাব মতে, দেশের ২৩টি জেলা থেকে প্রায় ১৭ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছে। যার বেশির ভাগই ঘটেছে বিভিন্ন উপকূলীয় জেলাগুলোতে। ২০৫০ সাল নাগাদ দেশে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা হবে প্রায় ৩ কোটি ৩০ লাখ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এই দুর্যোগকে আরও বাড়িয়ে দিবে। ২০৮০ সালের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের ১৭ % ভূমি।

সমুদ্রপৃষ্ঠে পানির উচ্চতা বৃদ্ধির অনুমেয় সবচেয়ে গুরুতর প্রভাব হলো চাষযোগ্য জমি, মাটি এবং পানিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং তার পরিণতিতে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব। এটিই উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের বাস্তুচ্যুতির অন্যতম বড় কারণ।

মূল ভূখন্ড এলাকায় বাস্তুচ্যুতির প্রধান কারণ নদী ভাঙন ও বন্যা। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এলাকায় নিয়মিত খরাও মানুষের বাস্তুচ্যুতির আরেকটি কারণ। ভূতাত্ত্বিকভাবে কয়েকটি সক্রিয় ভূ-চ্যুতির মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। এ কারণে ভূমিকম্পের ঝুঁকি প্রবণ উচ্চ মাত্রার তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম।

ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো এবং সবুজ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিস্থাপক উন্নয়নে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসনের হার ৮০ % পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব।

## ১১.৩ প্রেক্ষিত ভবানীগঞ্জ

ভবানীগঞ্জ পৌরসভার ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় নেয়া উচিত। সে লক্ষ্যেই বিভিন্ন ঝুঁকি-জোন সাপেক্ষে এধুপুরের অবস্থান নিরুপন এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে করে আমরা জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারি। প্রথমত, অবস্থান বিশ্লেষন করলে যা পাওয়া যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

### ১১.৩.১ ভূমিকম্প বা ভূমিধ্বসঃ

বাংলাদেশের ভূমিকম্প ঝূঁকি সংক্রান্ত জোনিং ম্যাপে (সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী) চারটি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে ।

জোন ১ ঃ ন্যুনতম ঝূঁকিপূর্ণ
জোন ২ ঃ কম ঝূঁকিপূর্ণ
জোন ৩ ঃ মধ্যম ঝূঁকিপূর্ণ
জোন ৪ ঃ অধিক ঝূঁকিপূর্ণ

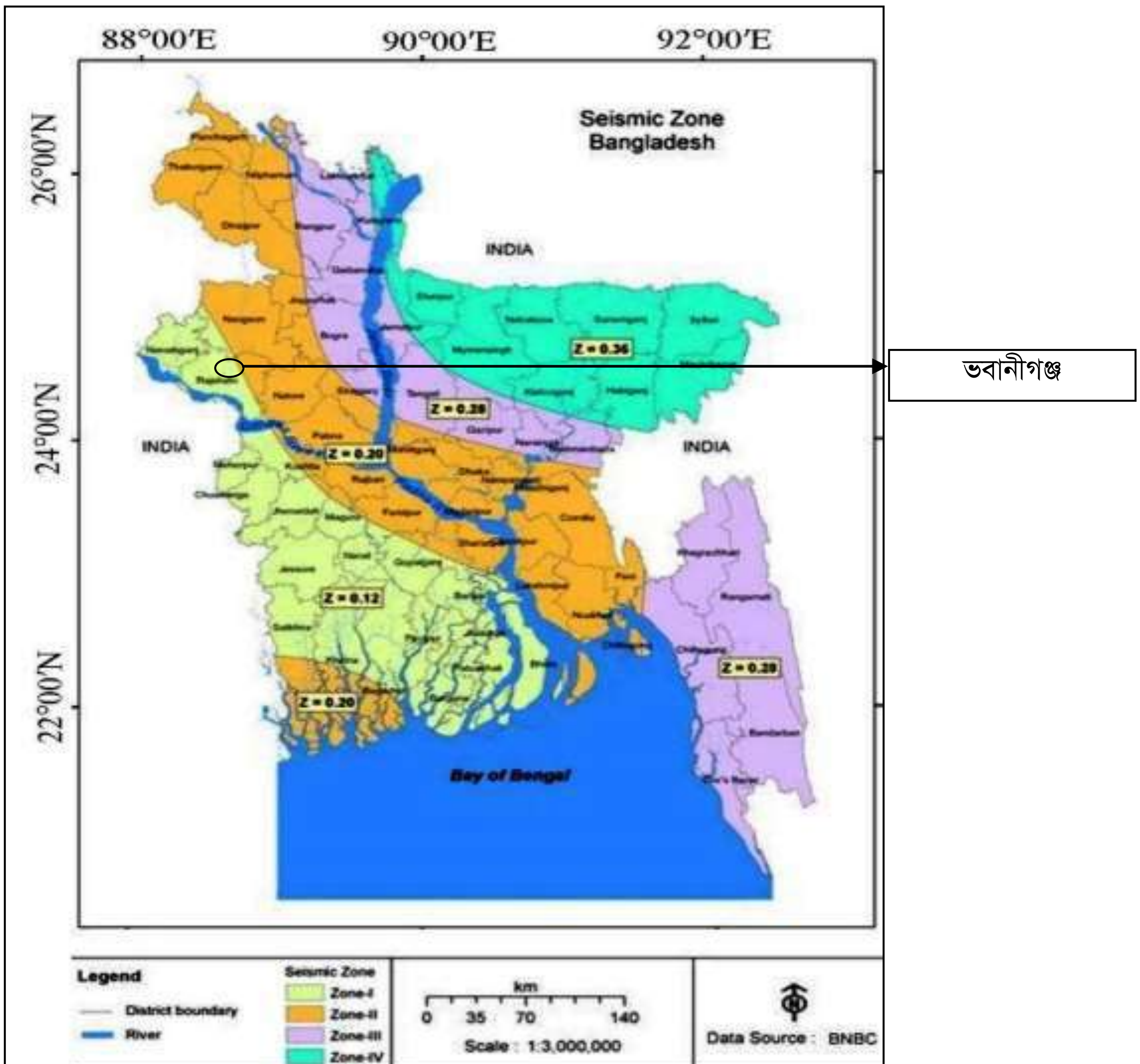


চিত্রঃ ভুমিকম্প জোনিং ম্যাপে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার অবস্থান

ম্যাপে অবস্থান অনুযায়ী, ভবানীগঞ্জ **পৌরসভা "জোন ১ঃ** ন্যুনতম **ঝুঁকিপূর্ণ"** অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ **ভূ**মিকম্প সংক্রান্ত বিষয়ে গুটিকতক বিবেচনা সাপেক্ষে উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব। সামান্য মাত্রার **ভূ**মিকম্প (রিকটার স্কেল এ ৫.০ বা সমমাত্রার, যদিও এটাকে আরও পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে স্থানভিত্তিক আরও নির্দিষ্ট করা সম্ভব, সেজন্য একটি ভিন্ন সমীক্ষা প্রয়োজন ) সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ করে এই ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব।

## ১১.৩.২ বন্যা অঞ্চল

নদীমাতৃক দেশ হওয়ায়, বাংলদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই নদীর অববাহিকা বা তদসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। বাংলাদেশের বেশীরভাগ নদীর নব্যতা কম, এ কারনে সাধারন অতিবৃষ্টিই বন্যায় রুপ নেয়। তাছাড়া যেহেতু বাংলাদেশের অবস্থান ভাটির দিকে এবং পার্শ্ববর্তী বৃহৎ দেশ ভারতে বয়ে চলা পানির নির্গমন পথ হলো বাংলাদেশ, তাই বর্ষাকলে বন্যা আমাদের নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত নদী-শাসন সহ একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা (Comprehensive Plan).

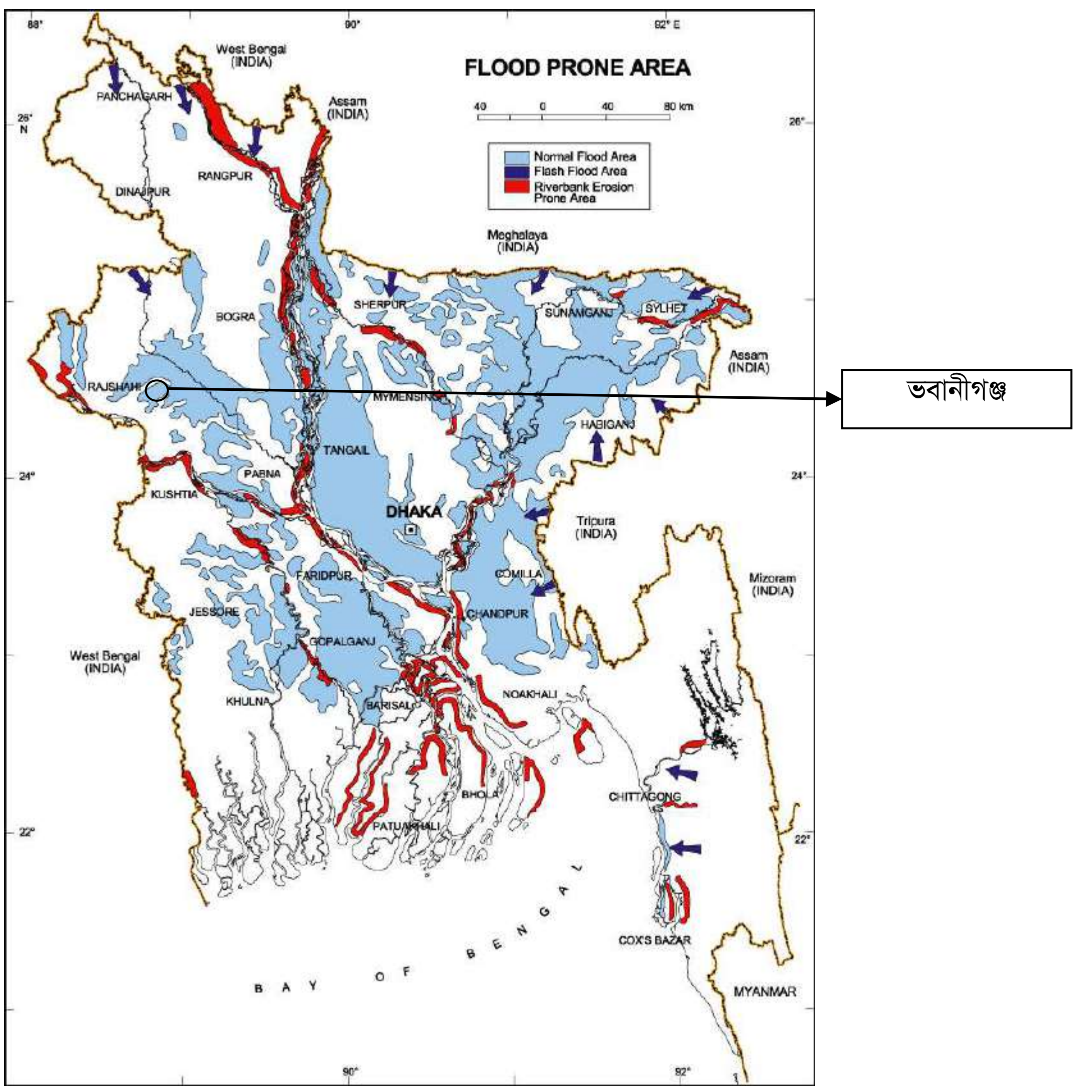


চিত্রঃ বন্যা জোনিং ম্যাপে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার অবস্থান

ম্যাপে অবস্থান অনুযায়ী, **ভবানীগঞ্জ পৌরসভা** এলাকা **মূলতঃ স্বাভাবিক বন্যা** অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ এ এলাকায় বণ্যার প্রবণতা **স্বাভাবিক** এবং নদীতে বাঁধ থাকলে এই এলাকাটি বন্যামুক্ত থাকবে বলে আশা করা যায় এবং সে কারনে উন্নয়ন কার্যক্রমের উপরে বন্যার খুব বেশী প্রভাব থাকবেনা।

## ১১.৩.৩ নদী-ভাঙন অঞ্চল

উপরোল্লিখিত কারনে বন্যা প্রকট হয় এবং নদী ভাঙনের কারন হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত নদী-শাসন। বর্তমানে অপর্যাপ্ত ও অপরিকল্পিত নদী-শাসনের ফলস্বরুপ আমাদের অনেক এলাকাই ভাঙনের শিকার। ম্যাপে প্রদর্শিত লাল অঞ্চলগুলোতে উচ্চমাত্রার ভাঙন দেখা যায়।

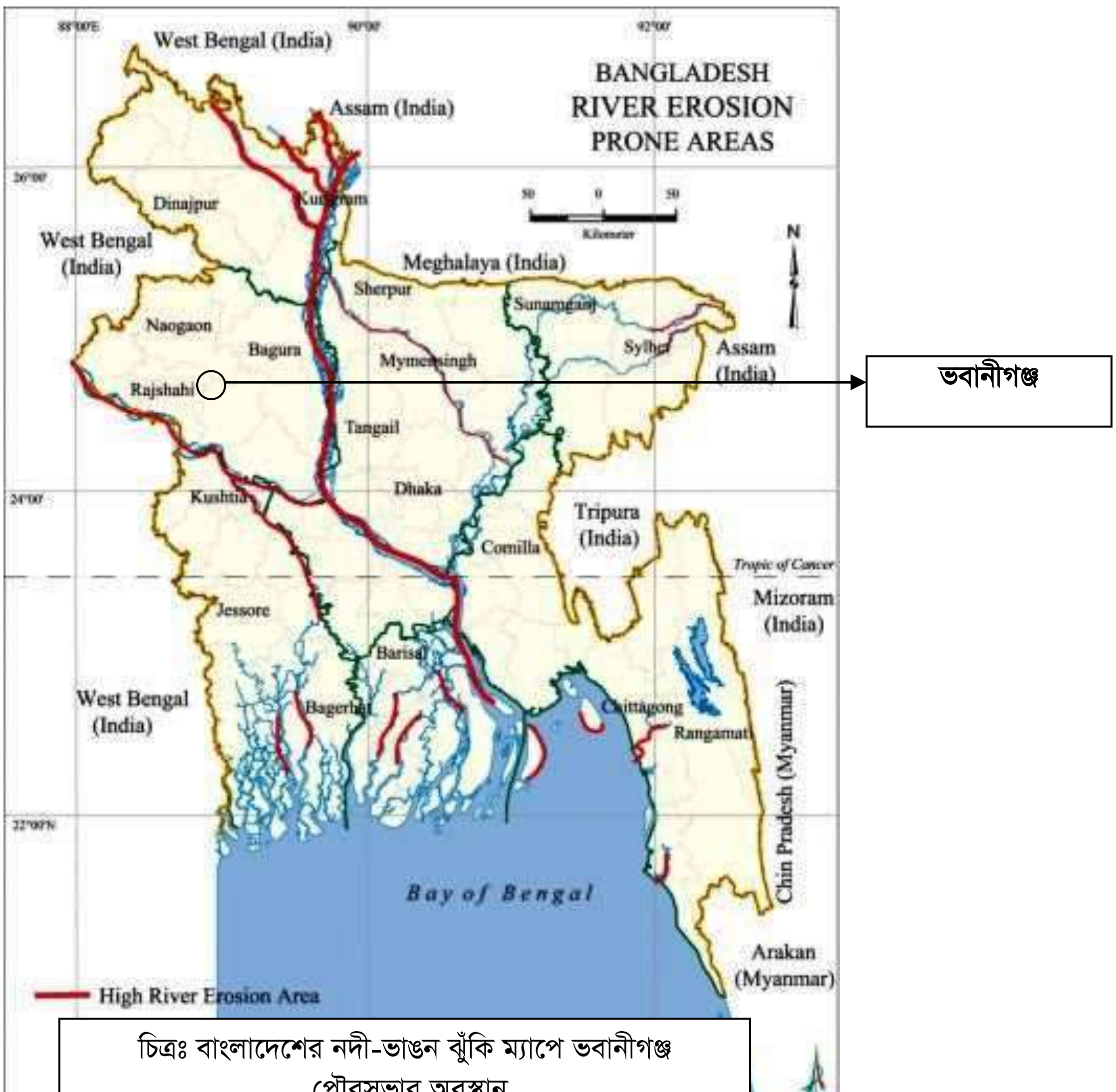


চিত্রঃ বাংলাদেশের নদী-ভাঙন ঝুঁকি ম্যাপে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার অবস্থান

ভবানীগঞ্জ পৌরসভা নদী-ভাঙনের কবল থেকে মুক্ত তবে পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত নদীর বাঁধ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন বিবেচ্য। এ এলাকায় উন্নয়নের জন্য জল-সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ সহ কিছু প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহন করতে হবে।

## ১১.৩.৪ খরা অঞ্চল

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ শীত, গ্রীষ্ম, বন্যা সবই বিদ্যমান। বর্তমানে গুরুতর না হলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের এই ভয়ঙ্কর সময়ে খরাকেও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে।

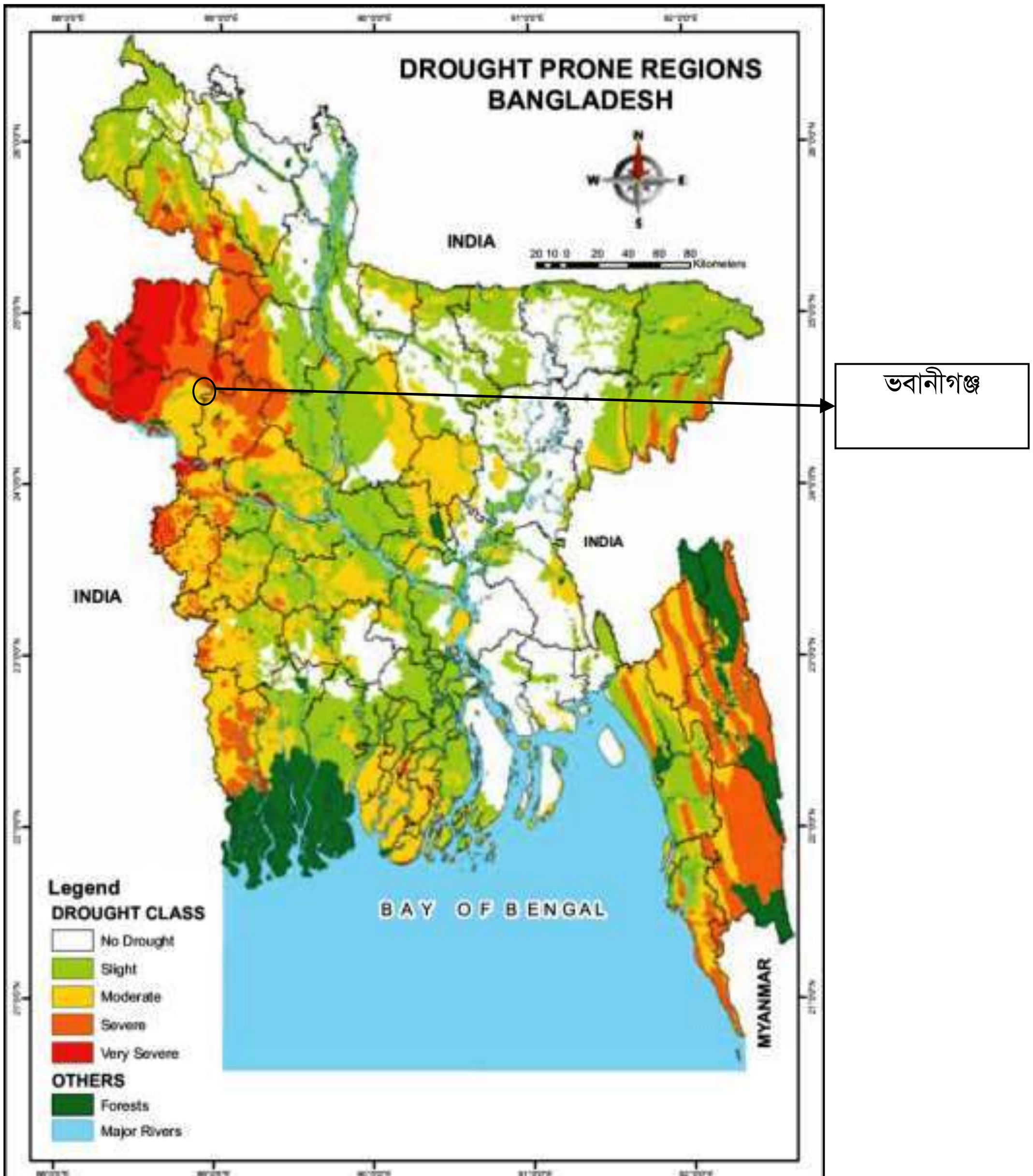


চিত্রঃ খরা জোনিং ম্যাপে ভবানীগঞ্জ

ম্যাপে অবস্থান অনুযায়ী, **ভবানীগঞ্জ পৌরসভা "জোন ১ঃ Moderate "** অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ খরা সংক্রান্ত বিষয়ে ভবানীগঞ্জ পৌরসভায় **ঝুঁকি কম** রয়েছে।

## ১১.৩.৫ আর্সেনিক ঝুঁকিঃ

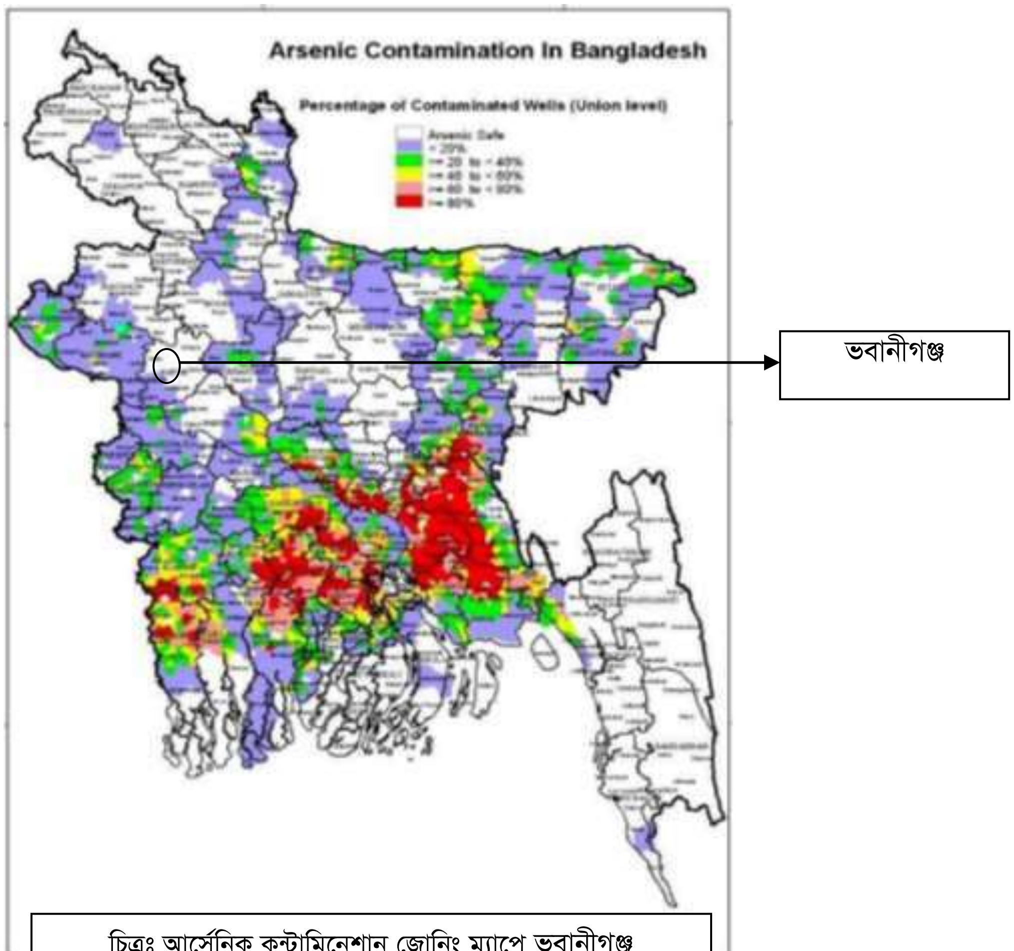


চিত্রঃ আর্সেনিক কন্টামিনেশান জোনিং ম্যাপে ভবানীগঞ্জ পৌরসভার অবস্থান

ম্যাপে প্রদর্শিত অবস্থান অনুযায়ী, **ভবানীগঞ্জ পৌরসভা** অঞ্চলে **আর্সেনিক ঝুঁকি কম**। তবে স্থানীয়ক্ষেত্রে কতিপয় অগভীর নলকূপ স্থাপনের সময় আর্সেনিক উপস্থিতির নিদর্শণ পাওয়া গেছে। এই বিবেচনায় এবং পানি আমাদের জীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অনুসঙ্গ হওয়ায়, গভীর/অগভীর নলকূপ এবং উত্তোলন পাম্প স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টেস্ট সম্পন্ন করেই সেটা করা উচিত হবে।

## ১১.৩.৬ সাইক্লোন ঝুঁকিঃ

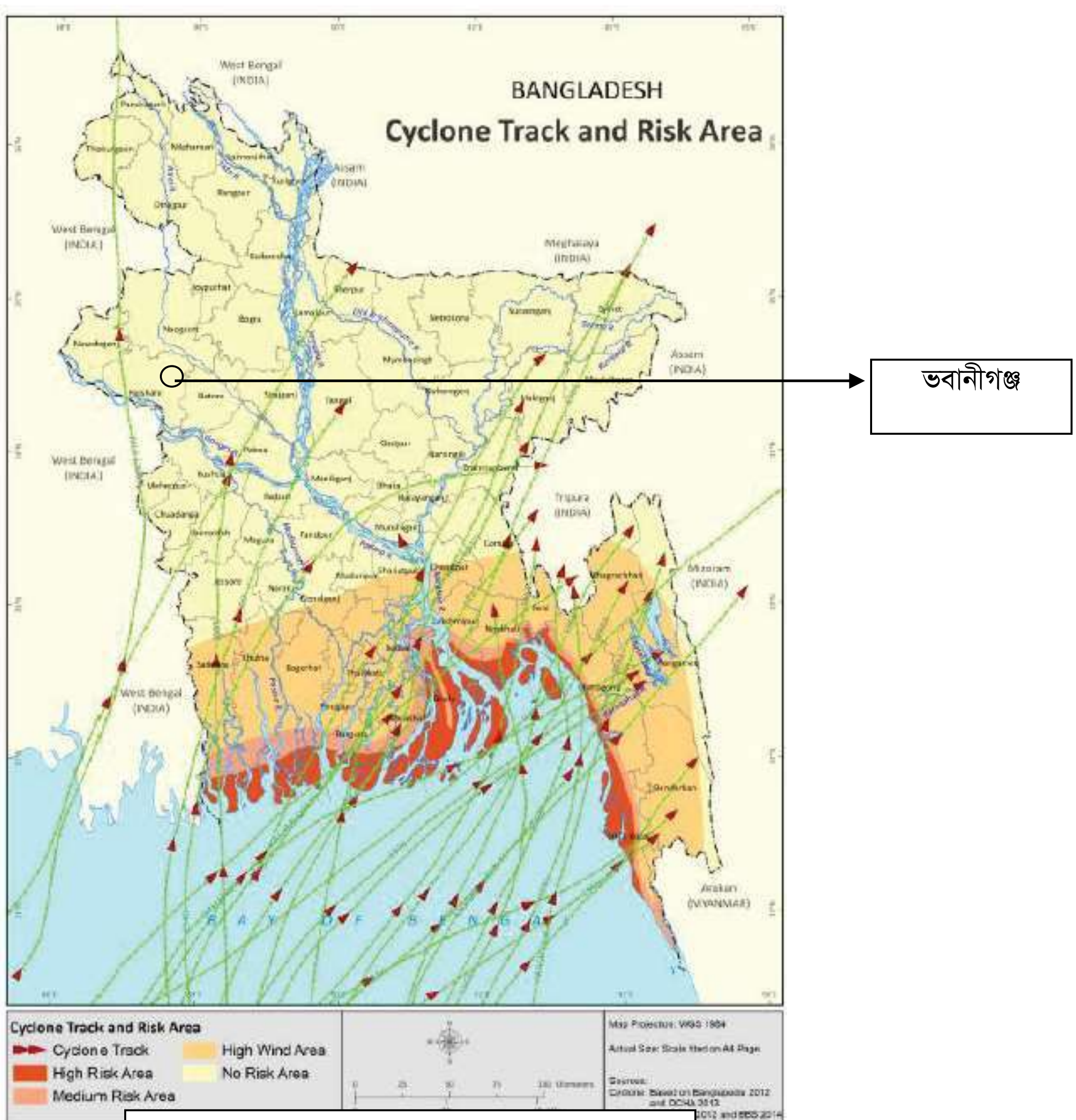


চিত্রঃ সাইক্লোন ট্র্যাকিং ম্যাপে কেশবপুর পৌরসভার অবস্থান

অবস্থান অনুযায়ী, **ভবানীগঞ্জ** পৌরসভার কোন অংশই **" উচ্চ বায়ুপ্রবাহ জোন ( High Wind Flow Zone)"** এ না হওয়ায় এবং এর অবস্থান **"No Risk Area"** তে হওয়ায় সাইক্লোন এ অঞ্চলের উন্নয়নে বেশী প্রভাব রাখবেনা।

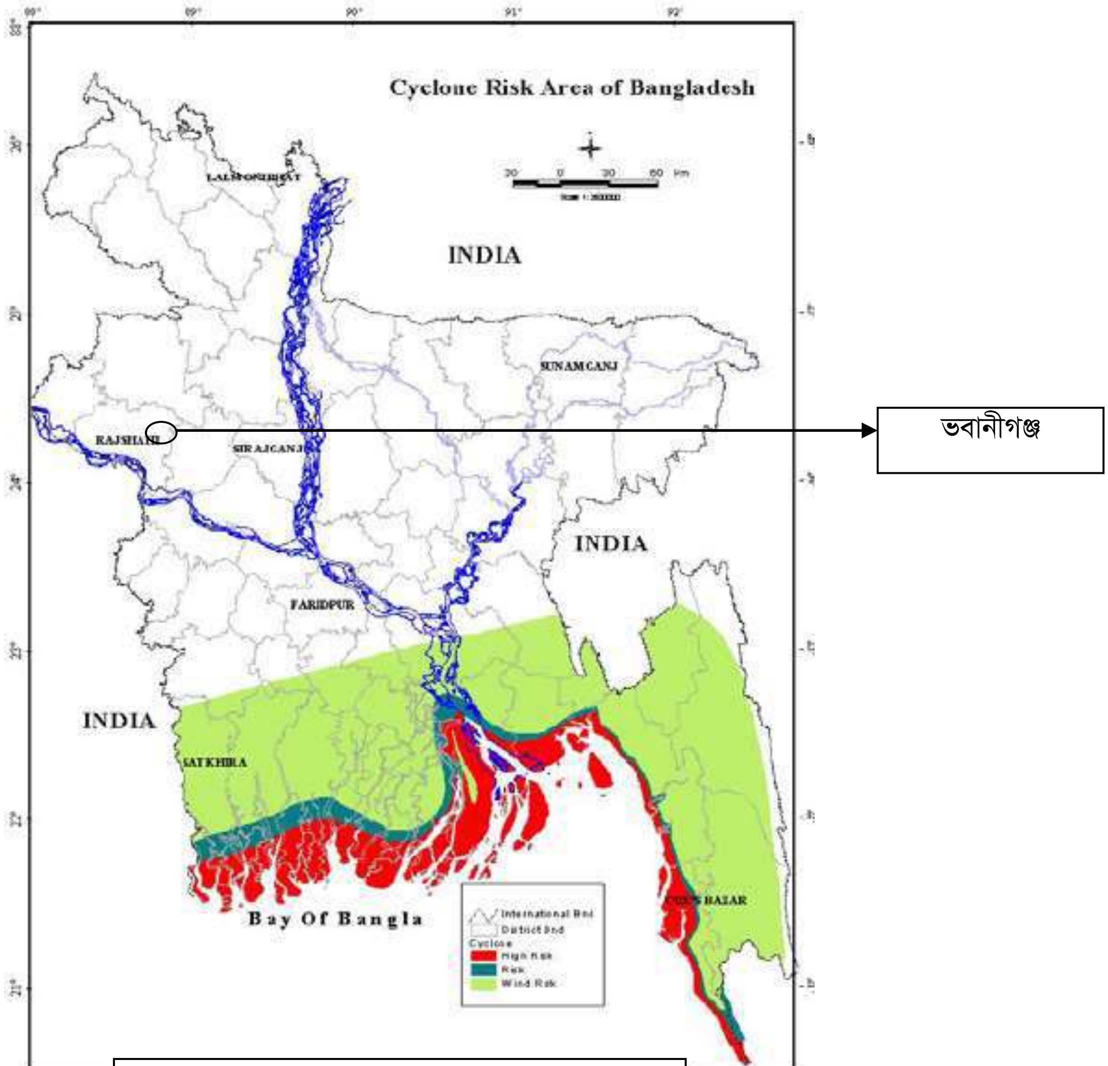


চিত্রঃ সাইক্লোন-রিস্ক ম্যাপে ভবানীগঞ্জ

**উপরোক্ত চিত্র অনুযায়ী ভবানীগঞ্জ** পৌরসভা কোনো রিস্ক জোনের মধ্যেই পড়ে নাই এবং এটা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, সাইক্লোন সংক্রান্ত কোনো ধরনের ঝুঁকির (জলোচ্ছাস, ঝড়) মধ্যেই ভবানীগঞ্জ পৌরসভা এবং এ অঞ্চলের উন্নয়নে এ সংক্রান্ত কোনো বিশেষ পূর্ব-সতর্কতা (Precaution) এর প্রয়োজন নেই।

## ১১.৪ সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন ঝুঁকি জোনিং ম্যাপে পৌরসভার অবস্থান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকির ব্যাপারে ভবানীগঞ্জ তুলনামূলক নিরাপদে রয়েছে। তবে মানবসৃস্ট দুর্যোগ (বিল্ডিং ধ্বস, বন উজারের কারনে ভূমিক্ষয়, পরিবেশের অবক্ষয়জনিত অবাসযোগ্য শহর ইত্যাদি) সম্পর্কে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে খুব সামান্য পদক্ষেপ যেমন অবকাঠামো উন্নয়নের পূর্বে ভূমিকম্প-সহনীয় (মধ্যম মাত্রার) কাঠামো নির্মাণ, জলাশয় সংলগ্ন এলাকায় জল-নিরোধক/জল-সহিষ্ণু কাঠামো নির্মাণ, পরিবেশগত দিক থেকে টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমেই ঝুঁকিমুক্ত টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব। সে লক্ষ্যেই, ভবানীগঞ্জ পৌরসভা একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক সে অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালন নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর।

# ১২. উপসংহার
# Conclusion

## ১২.১ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা (Review of Pourashava Development Plan)

পৌরসভায় প্রতিনিয়ত ভৌত অবকাঠামো, উন্নয়নের অগ্রাধিকার, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়। এই কারনে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়মিত পর্যালোচনা করা দরকার যাতে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা ফুটে ওঠে। এই বিবেচনায়, নবিদেপ প্রকল্পের ইউজিআপের দ্বিতীয় ধাপে প্রতি বছর পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। মূল বিষয়বস্তু ও পর্যালোচনার পদ্ধতি নিম্নে বর্ননা করা হল-

### ১২.১.১ বিষয়বস্তু পর্যালোচনা (Subjective Review)

আবর্তক পরিকল্পনার আলোকে বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার তালিকা পূর্নবিবেচনা করা, দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী, জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী ও অন্যন্যে বিষয় সমূহ আলোচিত হয়। দ্বিতীয় ধাপে যে বিষয়বস্তুসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে তা নিম্নে প্রদান করা হল-

- বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার তালিকা পূর্নবিবেচনা করা যা পৌরসভার প্রকৌশল শাখা এবং ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে হবে।
- দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করে তা সন্নিবেশিত করা।
- জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করে তা সন্নিবেশিত করা।
- এছাড়াও অপারেশন এন্ড মেইনটেইনএন্স পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবেশগত পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে পূর্নবিবেচনা করা।

#### বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার তালিকা পূর্নবিবেচনা করা

বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রতি বছর অবশ্যই পর্যালোচনা করা উচিত যা পৌরসভার পরিবর্তিত অবস্থার সাথে বিবেচনা করা হয়। এটা পৌরসভার বর্তমান অবস্থাকে চিহ্নিত করে এবং জনগনের চাহিদাকে তুলে ধরে। পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিষয় বিবেচনা করা হয়-

- মৌলিক অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা নিরুপণ যা দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার কারনে হয় এবং যা সময়ের সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে যায়।
- মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন যা নতুন আবাসন, বাজার এবং বানিজ্যিক ভবনের কারনে হয়।
- জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণ, রেল সংযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প যার কারনে চারপাশের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে।
- মাানুষের চাহিদার পরিবর্তন যা পরামর্শক সভা, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ ও অন্যান্য উপায়ে নিরুপিত হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হবে যা ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির সভার মাধ্যমে চিহ্নিত হবে।

#### দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা

মৌলিক নীতি, পৌরসভা কর্তৃক সম্পাদিতব্য প্রধান কার্যাবলী এবং পৌরসভায় দারিদ্র হ্রাসকরণে বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্দেশ করে পৌরসভা একটি দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বে, পৌরসভা একটি

দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন করবে, যেখানে লক্ষ্যভুক্ত বস্তিতে বিস্তারিত উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা ও এ সম্পর্কিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখ থাকবে। যদিও UGIAP অনুযায়ী দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা ২য় পর্যায়ের কাজ, তথাপি পৌরসভা যতদ্রুত সম্ভব দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করবে। (সংযুক্ত-২)

**জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা**

মৌলিক নীতি, পৌরসভা কর্তৃক সম্পাদিতব্য প্রধান কার্যাবলী এবং জেন্ডার ইস্যু মোকাবেলায় বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্দেশ করে পৌরসভা একটি জেন্ডার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তাবয়ন করবে। দ্বিতীয় পর্বে, পৌরসভাসমূহ জেন্ডার কৌশলের আলোকে জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা (GAP) প্রণয়ন করবে যেখানে, জেন্ডার সমতা আনয়নে বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে। যদিও UGIAP অনুযায়ী জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা ২য় পর্যায়ের কাজ, তথাপি পৌরসভা যতদ্রুত সম্ভব জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করবে। (সংযুক্ত-১)

**অপারেশন এন্ড মেইনটেইনেন্স**

মৌলিক অবকাঠামো ও অন্যান্য বিষয়সমূহের অবস্থা বিবেচনা করে পৌরসভা প্রতিবছর ও এন্ড এম (O&M) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। O&M পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা প্রতিবছর বরাদ্দ রাখবে। পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ নিয়মিতভাবে অবকাঠামোর অবস্থা পর্যালোচনা করবে এবং O&M পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিদর্শনের ফলাফল প্রদর্শিত হবে।

### ১২.১.২ পর্যালোচনা প্রক্রিয়া (Review Process)

এই পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। পৌরসভা নিম্লোক্ত উপায়ে অংশগ্রহণমূলক পর্যালোচনা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে পারে-

- এই পর্যালোচনা প্রক্রিয়া ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির সভার আলোচনার উপর নির্ভর করে। পর্যালোচনা করে যে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হবে তা অবশ্যই শহর সমন্বয় কমিটির সভার মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে।
- ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির সভা ছাড়াও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পৌরসভা পর্যায়ে, ওয়ার্ড পর্যায়ে ও কমিউনিটি পর্যায়ে সভার আয়োজন করা হবে।

### ১২.১.৩ পর্যালোচনায় গুরুত্ব প্রদান (Emphasize on Review)

পৌরসভা প্রতি বছর পিডিপি পর্যালোচনা করবে যার মাধ্যমে জনগনের বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা ফুটে ওঠে। পিডিপি প্রস্তুতকরণে যে বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে তা নিম্নে প্রদান করা হল-

- সরকারী পরিকল্পনা ও নীতি পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে জড়িত;
- উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর সরকার ও অন্যান্য সম্ভাব্য উৎস হতে বাজেট বরাদ্দের পরিমান;
- পৌরসভার উন্নয়নের ধরন;
- পৌরসভার উন্নয়নের জন্য সুযোগ তৈরী করা এবং
- পারিপার্শ্বিক ও আর্থ-সামাজিক বিষয় বিবেচনা

## ১২.২ উপসংহার (Concluding Remarks)

আবর্তক পরিকল্পনা ব্যবস্থা পৌরসভাসমূহকে পুনরায় পরিকল্পনার সুযোগ তৈরী করে দেয় যেটা চাহিদার উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। এর মাধ্যমে পৌরসভাসমূহের একটি বাস্তব সমন্বিত পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অর্থের যোগানের বিষয়েও এ পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। আবর্তক পরিকল্পনা প্রতি বছর করার ফলে তথ্য উপাত্ত আধুনিকরন হয় যেটা আগামী পাঁচ বছর পর্যন্ত জনগনের চাহিদার বিশ্লেষণ করবে এবং প্রকল্পের ফলাফলও এর মাধ্যমে বিশ্লেষিত করা সম্ভব হবে।

# সংযুক্তি ১

## জেন্ডার এ্যাকশান প্ল্যান, ২০২১-২০২৬

## Gender Action Plan (GAP), 2021-2026

### পৌরসভা ঃ ভবানীগঞ্জ পৌরসভা, ।

এই এ্যাকশন প্ল্যানের নিম্নলিখিত ক্রমিক নং এবং করণীয়সমূহ পৌরসভার প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিবর্থন করে জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হবে। প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ২-৩% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে মোট বাজেট বরাদ্দ করা হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক জেন্ডার এ্যাকশন প্লান বিস্তারিতভাবে প্রস্তুত করা হবে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন | চলমান | ১. একজন নারী কাউন্সিলরকে প্রধান করে কমপক্ষে ৬০% নারী সদস্যসহ নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন<br>২ সকল নারী কাউন্সিলরকে কমিটির অন্তর্ভূক্ত করা<br>৩. কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব একজন পৌর স্টাফের উপর অর্পণ<br>৪. প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুযায়ী অন্যান্যদের কমিটিতে অন্তর্ভূক্তকরন<br>৫. নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারী<br>৬. প্রজ্ঞাপন ও কমিটির তালিকা পৌর পরিষদে বিতরণ<br>৭. প্রজ্ঞাপন ও কমিটির তালিকা PMO তে প্রেরণ | প্রতিবার কমিটি গঠন ও পুন:গঠনের সময়; চলমান | পৌর পরিষদ | প্রযোজ্য নয় |
| ২ | নির্ধারিত কার্য পরিধি অনুযায়ী নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি পরিচালনা | চলমান | ১. কমিটির সভাপতি সভা আহবান করে মাসিক মিটিং করবেন<br>২. প্রতি মাসে সভার ৭ দিন আগে সভার নোটিশ তৈরী ও বিলিকরণ<br>৩. কমিটির সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠান<br>৪. সভার কার্যবিবরণী তৈরী করা<br>৫.সভার রেজুলেশনে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত যথাযথভাবে উল্লেখ<br>৬. সভা অনুষ্ঠানের পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে রেজুলেশন প্রকাশ করা/ সদস্যদের মধ্যে বন্টন<br>৭. নির্ধারিত কর্মপরিধি অনুযায়ী কমিটির যাবতীয় কাজ সম্পাদন | প্রতি মাসের যে কোন একটি কর্মদিবসে; চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা/কর্মচারী | প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ২-৩% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক জেন্ডার এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে। |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩ | জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (GAP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন | ১. জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যানের রূপরেখা প্রণয়ন<br>২. বিস্তারিত জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন | জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যানের রূপরেখা প্রণয়ন করে TLCC -এর অনুমোদন সাপেক্ষে পিডিপিতে উপস্থাপ | মার্চ,২০২০ | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, সহায়ক কর্মকর্তা/কর্মচারী | প্রযোজ্য নয় |
| | | | ১. জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যানের রূপরেখা অনুযায়ী নির্দিষ্টভাবে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করা<br>২. পর্যালোচনার মাধ্যমে চাহিদার ভিত্তিতে বাজেট, সময়সীমা ও দায়িত্ব বন্টনসহ GAP প্রণয়ন করা<br>৩. GAP বাস্তবায়নের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা<br>৪. GAP প্রস্তুত করে TLCC সভায় এর বরাদ্দ, ব্যয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনাসহ অনুমোদন | ডিসেম্বর,২০২২ | | - |
| | | ৩. GAP বাস্তবায়ন | ১. পৌর রাজস্ব বাজেট হতে প্রতি বছর ২-৩% অর্থ বরাদ্দ (বরাদ্দের পরিমান প্রতি বছর পূর্ববর্তী বরাদ্দের উপর ১০% হারে বৃদ্ধি) ও এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ<br>২. GAP বাস্তবায়নে ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পিএমও-তে প্রেরণ<br>৩. TLCC সভায় GAP বাস্তবায়নের বরাদ্দ, ব্যয়, পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ | জুলাই ২০২২ থেকে চলমান | পৌরসভা, সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, টিএলসিসি | - |
| ৪ | স্থায়ী কমিটি সমূহে, টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি এবং অন্যান্য সকল কমিটিতে নারী সদস্যের নির্ধারিত হার নিশ্চিতকরণ | চলমান | ১. কমপক্ষে ৬০% নারী সদস্যসহ নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা<br>২. অন্যান্য সকল স্থায়ী কমিটি এবং দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক (অতিরিক্ত) স্থায়ী কমিটিতে ৪০% নারী সদস্য নিশ্চিত করা<br>৩. নারী কাউন্সিলরের সভাপতিত্বে 'নারী ও শিশু বিষয়ক' এবং 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক' স্থায়ী কমিটি গঠন<br>৪. WC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে কমপক্ষে ১ জন নারী সদস্য এবং ৪০% নারী সদস্যের অংশগ্রহন নিশ্চিত করন<br>৫. TLCC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে কমপক্ষে ২ জন নারী সদস্যসহ ১/৩ নারী সদস্যের অংশগ্রহন নিশ্চিত করন | প্রতি অর্থ বছরের জুন মাস | পৌর পরিষদ, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | প্রযোজ্য নয় |
| ৫ | কমিটিসমূহে নারী | চলমান | ১. নারী সদস্যদের আসন সামনের দিকে নির্ধারণ করা | | পৌরপরিষদ, | প্রযোজ্য নয় |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ | | ২. নারীদের মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ রাখা (যেমন: TLCC সভায় কমপক্ষে ১৫ মিনিট)<br>৩. রেজুলেশনে নারী সদস্যদের মতামত নাম ও পদবীসহ উল্লেখ করা এবং সিদ্ধান্তসমূহে নারীর মতামতের প্রতিফলনের বিষয়টি নিশ্চিত করা<br>৪. অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নারী সদস্যদেরকে কমিটির কার্যাবলীতে সক্রিয় রাখা<br>৫. পৌরসভা নিশ্চিত করবে যে TLCC এবং অন্যান্য কমিটি'র নারী সদস্যরা তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্ম্পকে অবগত করা। | | সকল স্থায়ী কমিটি, WC, TLCC | |
| ৬. | নারী প্যানেল মেয়র নির্বাচন | চলমান | ১. পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের/ নারী কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে একজন দক্ষ নারী কাউন্সিলরকে প্যানেল মেয়র হিসেবে নির্বাচন | | পৌর পরিষদ | প্রযোজ্য নয় |
| ৭. | দিবস উদযাপন | চলমান | পৌর এলাকার নারীদেরকে নিয়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক এবং পৌরসভা ভিত্তিক র‌্যালী আয়োজন করা<br>র‌্যালী শেষে পৌরসভায় কেন্দ্রীয়ভাবে সভা অনুষ্ঠান | চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ২-৩% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক জেন্ডার এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে। |
| ৮. | সচেতনতামূলক কার্যক্রম উদ্বুদ্ধ করার জন্য উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান | চলমান | ১. নারী কাউন্সিলরদের নের্তৃত্বে উঠান বৈঠক করা,<br>২. এলাকার চাহিদার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং নানা সামাজিক বিষয়ের মধ্য থেকে অগ্রাধিকার নির্ণয় করে বিষয় নির্বাচন<br>৩. উঠান বৈঠকের সময় নির্ধারণ করে অংশগ্রহনকারীদের জানানো<br>৪. যথযথভাবে উঠান বৈঠক সম্পন্নকরন<br>৫. রেজুলেশন প্রস্তুতপূর্বক অংশগ্রহনকারীর স্বাক্ষর/ টিপসইসহ তালিকা ও ছবিসহ পিএমও-তে প্রেরণ | চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |
| ৯ | নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য আয়বর্ধক/ কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ | ১. কম্পিউটার প্রশিক্ষন | ১. ১০০ জন(পর্যায়ক্রমে) ইচ্ছুক নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা<br>২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত<br>৩. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা<br>৪. প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীদের সনদ ও পুরস্কার বিতরনের ব্যবস্থা করা<br>৫. শিক্ষানবিসকাল ৯০ কর্ম দিবস | জুলাই,২০২৩ চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | ২. বাঁশ ও বেতের উপর প্রশিক্ষণ | ১.১০০ জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা<br>২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত<br>৩. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা<br>৪. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা<br>৫. শিক্ষানবিসকাল ১০ কর্মদিবস<br>৬. ব্যবসার সময় পৌরসভা হতে স্বল্প পুঁজি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে | জুলাই,২০২৩ চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |
| | | ৩. নারীদের আর্থিক সাহায্য চিকিৎসা সেবা ও ঘর মেরামত বাবদ | ১. বছরে ১০০ জন অভাবী নারীকে আর্থিক সাহায্যের জন্য চিহ্নিত করা<br>২. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা<br>৩. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে কার্যাবলী তদারকী করা | ২০২১-২০২৬ | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |
| | | ৪. বিউটি পার্লারের উপর প্রশিক্ষণ | ১.১০০ জন ইচ্ছুক ও অভাবী সক্ষম নারীকে উক্ত প্রশিক্ষনের জন্য চিহ্নিত করন<br>২.প্রশিক্ষনের মান নিয়ন্ত্রনের জন্য শর্তাবলী প্রস্ত<br>৩.বিউটি পার্লারের সাথে চুক্তি<br>৪.নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষনের কার্যাবলী তদারকী করা।<br>৫.শিক্ষানবিসকাল ৯০ কর্মদিবস<br>৬.প্রশিক্ষন চলা কালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা দিন ভাতার ব্যবস্থা করা। | ২০২১-২০২৬ | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |
| | | ৫.প্যাকেট/ ঠোঙা বানানোর প্রশিক্ষণ | ১. ১০০ জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা<br>২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত<br>৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও/ কারিগর-এর সাথে চুক্তি করা<br>৪. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা<br>৫. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা<br>৫. শিক্ষানবিসকাল ২০ কর্মদিবস<br>৬. ব্যবসা শুরু করার জন্য পৌরসভা হতে স্বল্প পুঁজির ব্যবস্থা করা হবে। | ২০২১-২০২৬ | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |
| | | ৬. দর্জীর কাজ সহ বিভিন্ন সেলাই প্রশিক্ষণ | ১.৩০০ জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা<br>২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত<br>৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও- এর সাথে চুক্তি করা<br>৪. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা | ২০২১-২০২৬ | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ৫. শিক্ষানবিসকাল ৯০ কর্মদিবস<br>৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা<br>৭. প্রশিক্ষনে যারা ভারো করবে তাদের মেশিন প্রদান এবং স্বল্প পুজির ব্যবস্থা করা। | | | |
| | | ৭. বেদে পল্লীতে রাস্তা নির্মান | ১. বছরে ১০০ জন অভাবী নারীকে আর্থিক সাহায্যের জন্য চিহ্নিত করা<br>২. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা<br>৩. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে কার্যাবলী তদারকী করা | ২০২১-২০২৬ | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |
| ১০. | *পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড/ কর্মসূচীতে নারী কর্মী নিয়োগ<br>*পৌর পুকুর লেক ইত্যাদি নারীদের নামে বরাদ্দ | ১. পৌরসভার তত্বাবধানে ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মান<br><br>১.পৌরসভা নিয়ন্ত্রিত পুকুর/লেক/ শহরের হাজা মজা পুকুর গুলি নারীদের নামে বরাদ্দের ব্যবস্থা করা। | ১. নারীদের কর্মসংস্থান এবং চাকুরী জীবি মায়েদের সন্তানদের নিরাপত্তার বিষয়ে বিবেচনা করে একটি ডে কেয়ার সেন্টার নির্মান।<br>২. সেন্টারটি পরিচালনার জন্য নারী কর্মি নিয়োগ<br>৩. প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা<br><br>*বরাদ্দকৃত পুকুর গুলোতে মাছ চাষের মাধ্যমে আয় করা সম্ভব<br>*পৌরসভা থেকে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে | চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |
| ১১. | জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ১. পৌরসভার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, TLCC ও WC সদস্যদের জন্য জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে প্রশিক্ষণ | ১. স্থায়ী কমিটির সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ<br>২. অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী, TLCC ও WC সদস্যদের জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে সাধারণ প্রশিক্ষণ | ২০২১-২০২৬ অর্থবছরে কমপক্ষে একবার, এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |
| ১২. | দরপত্র আহ্বানের দলিলে মূল শ্রমমান সম্বন্ধীয় একটি ধারা অন্ড়র্ভুক্ত করা।<br>-ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানের সময় কণ্ট্রাক্টরদের ধারা বাস্ড়বায়নের | ১. অবকাঠামো নির্মাণে অন্ততঃ ২০% নারী শ্রমিক নিয়োগ | ১. বিড ডকুমেন্টে জেন্ডার বিষয়ক কোর লেবার স্ট্যান্ডার্ড সংযুক্তকরণ<br>২. অবকাঠামো নির্মাণের বিড ডকুমেন্টে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ জুড়ে দেওয়া:<br>(ক) অবকাঠামো নির্মাণে কমপক্ষে ২০% নারী শ্রমিক রাখতে হবে<br>(খ) স্বাক্ষর/টিপসহি সহ নাম, লিঙ্গ, বয়স এবং দৈনিক মজুরীর তথ্য সমৃদ্ধ শ্রমিকদের হাজিরা তালিকা তৈরী ও পৌরসভার নিকট হস্তান্তর অবশ্যই করতে হবে<br>(গ) কন্ট্রাক্টরদেরকে নারীদের জন্য টয়লেট ও পানির সু-ব্যবস্থা করতে হবে | অবকাঠামো নির্মাণের সময় | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | ঐ |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | উপর পরিচিত করা। ধারার মধ্যে জেন্ডার এবং মূল শ্রমমান অন্তর্ভুক্ত রাখা। | | (ঘ) সম কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সমান মজুরী নিশ্চিত করতে হবে<br>(ঙ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নারী সুপারভাউজার নিয়োগ<br>(চ) পেশাগত নিরাপত্তা ও নারী শ্রমিকদের প্রদানকৃত সুবিধাদি সম্পর্কে নারীসহ সকল নির্মাণ শ্রমিককে অবহিত করতে হবে এবং এর প্রমাণস্বরূপ এরূপ অবহিতকরণের ব্যানারসহ ছবি তুলে/ভিডিও করে সফট কপি/হার্ড কপি পৌরসভার নিকট জমা দিতে হবে<br>৩. সকল কন্ট্রাক্টরদের এ সকল বিষয়ে অবহিতকরণ<br>৪. জেন্ডার কমিটি কর্তৃক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন এবং প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। | | | |
| ১৩. | নারীদের অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ | | ১. SIC নারী সদস্যদের অবকাঠামো O&M- এ প্রশিক্ষণ প্রদান<br>২. SIC নারীদের অবকাঠামো O&M-এ নিয়োজিত করা | পৌর পরিষদ সিদ্ধান্ত গৃহীত (২০২১-২০২৬) | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | ঐ |
| ১৪. | নারী বান্ধব অবকাঠামো | ১. অবকাঠামোর স্থান নির্বাচন এবং ডিজাইনে নারীদের অংশগ্রহণ | অবকাঠামোর পরিকল্পণা ও স্থান নির্বাচনে অন্তত ৩০% নারীর মতামত নেয়া | জুলাই ২০২৩ থেকে চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |
| | | ২. নারী কাউন্সিলর ও নারী স্টাফদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা; | পৌরসভার নারী স্টাফ ও কাউন্সিলরদের জন্য যথাযথ স্থানে নারী টয়লেট বরাদ্দ করন ও এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরন | ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |
| | | ৩. পৌরসভায় সেবা নিতে আগত নারীদের সহজ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী সেকশন স্থাপন | ১.পৌরসভায় সেবা নিতে আগত নারীদের সহজ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী সেকশন স্থাপন<br>২. নারী সেকশনে নারী স্টাফ নিয়োজিতকরন<br>৩. রেজিস্টার পরিচালনার মাধ্যমে যথাযথভাবে সেবা প্রদান | চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ২-৩% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক জেন্ডার এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে। |
| | | ৪. বাস টার্মিনালে নারী যাত্রী ছাউনি ও বসার স্থান নির্মাণ | ১. নারীদের অংশগ্রহণে ডিজাইন তৈরী ও প্রাক্কলন করা<br>২. ডিজাইন অনুযায়ী বাস্তবায়ন<br>৩. এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করন | ২০২৩-২০২৪ | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |
| | | ৫. পৌর মার্কেটে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট নির্মাণ | ১. পৌর মার্কেটে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট নির্মাণ<br>২. নারী কেয়ার টেকার নিয়োগ<br>৩. টয়লেটের ব্যবহারোপযোগীতা নিশ্চিতকরন | মার্কেটের নকশা প্রণয়নের সময় থেকে চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |
| | | ৬. নারী বান্ধব পৌর পার্ক | ১. পৌর পার্কে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা<br>২. পৌর পার্কে নারীদের জন্য নিরাপদ বসার স্থানের ব্যবস্থা | পৌর পার্ক নির্মাণ/ মেরামতের সময় | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ৩. নারীদের নিরাপত্তার জন্য পৌর পার্কে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা | থেকে চলমান | | |
| ১৫. | নারী ব্যবসায়ীদের জন্য সহজ শর্তে দোকান বরাদ্দ | নারী ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় উৎসাহিত করার জন্যে পৌর মার্কেটে নারী ব্যবসায়ীদের জন্য সহজ শর্তে দোকান বরাদ্দ | ১. পৌর মার্কেট নির্মাণের পর নারী ব্যবসায়ীদের জন্য দোকান বরাদ্দ রাখা এবং অন্য মার্কেট গুলিতে দোকান বরাদ্দ পাওয়ার জন্য পৌরসভা হতে সহযোগিতা করা।<br>২. নারীদের জন্য জামানতের পরিমাণ শিথিল করা<br>৩. ব্যাবসার পরিবেশ তৈরী করা। | পৌর মার্কেটে দোকান বরাদ্দের সময় হতে চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | |
| ১৬. | কাঁচা বাজারে নারী বিক্রেতাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা/ বউ বাজার সৃষ্টি | চলমান | ১.দরিদ্র নারী বিক্রেতা (ফেরীওয়ালা) চিহ্নিত করা<br>২.পৌর কাঁচা বাজারে কিংবা সুবিধাজনক স্থানে নারী বিক্রেতাদের ব্যবসার স্থান দেয়া | চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | ঐ |
| ১৭. | বস্তি উন্নয়নের নিমিত্তে কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যান (CAP) প্রণয়নে কমপক্ষে ৭৫% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ | প্রকল্পের অনুমোদিত বস্তি সমূহে বস্তি উন্নয়নের কাজে কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যান (CAP) প্রণয়নে কমপক্ষে ৭৫% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ | নারীদের অংশগ্রহনে:<br>১. অবকাঠামোর চাহিদা নিরূপণ<br>২. অবকাঠামোর স্থান নির্বাচন<br>৩. CAP আলোচনা, প্রণয়নের পরিকল্পনা ও প্রস্তুত | বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠনের অব্যবহিত পর | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি | প্রযোজ্য নয় |
| ১৮. | নারী বান্ধব বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠন ও পরিচালনা | ১. নারী সদস্যের অংশগ্রহণে SIC গঠন<br>২. SIC সমূহের যথাযথ পরিচালনা | ৮০% নারী সদস্যের অংশগ্রহণে SIC গঠন<br>SIC দ্বারা বস্তি উন্নয়নের যাবতীয় কাজ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা | মার্চ ২০২১ থেকে চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক এবং দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি | প্রযোজ্য নয় |
| ১৯. | দারিদ্র্য হ্রাসকরণে নারীদের প্রাধান্য নিশ্চিতকরণ | দারিদ্র্য হ্রাসকরণের যাবতীয় কাজ নারী বান্ধব করণে নারীদের প্রাধান্য নিশ্চিতকরণ | ১. দরিদ্র নারী প্রধান পরিবার, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদানের ভিত্তিতে ঘর মেরামতের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান<br>২. দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কর্মসংস্থান তৈরীতে ঋণ প্রদানের কর্মসূচীতে GAP এর আওতায় আয়বর্ধক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দরিদ্র নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান | জুলাই ২০২২ থেকে চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি | প্রযোজ্য নয় |
| ২০. | সকল সিটিজেন চার্টারে নারী ও শিশু বিষয়ক এবং দরিদ্র | ১. শহরের দর্শনযোগ্য স্থানে, পৌর কার্যালয়ে ও পৌর চত্ত্বরে সিটিজেন চার্টার স্থাপন<br>২. সকল সিটিজেন চার্টারে নারী | ১. নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এবং দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক (অতিরিক্ত) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্যসহ দায়িত্বরত ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন | ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান | পৌরপরিষদ | প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ২-৩% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখকরণ | ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এবং দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক (অতিরিক্ত) স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখকরণ | ২. শহরের দর্শনযোগ্য স্থানে, পৌর কার্যালয়ে ও পৌর চত্ত্বরে সিটিজেন চার্টার স্থাপন | | | বরাদ্দ করতে হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক জেন্ডার এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে। |
| ২১. | নারী নির্যাতনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, রেকর্ডকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | ১. পৌর এলাকায় নারী নির্যাতন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্র ও রেকর্ডকরন<br>২. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন<br>৩. তথ্যাবলী PMO তে প্রেরণ | ১. পৌর সালিশ বোর্ড পৌরসভায় আনীত অভিযোগ এবং নারী নির্যাতন বিষয়ে আইনী সহায়তা কেন্দ্র ও NGO থেকে তথ্য সংগ্রহ, রেকর্ডকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ<br>২. এ সম্পর্কিত তথ্যাবলী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রির্পোট তৈরী করা। | ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান | মেয়র,পৌর সালিশ বোর্ড, নারী ও শিশু বিষয়ক এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরসভার সচিব | |
| ২২. | অসহায় ও দুঃস্থ নারীদের জন্য আইনী পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন<br><br>অসহায় ও দুস্থ নারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান | ১. সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য সার্বিক ভাবে আইনি পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন<br>২. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন।<br>৩. অসহায় ও দুস্থ নারীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন । | ১. সামাজিক ভাবে নির্যাতিত নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং প্রশাসনের সহায়তায় জনবহুল এলাকাগুলিতে মহিলা পুলিশ দিয়ে নারীদের নিরাপত্তার জন্য সহযোগীতা করা।<br>২. জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সহায়তার জন্য যোগাযোগে সহযোগিতা করা<br>৩. পৌরসভার নারী কাউন্সিলর দের সমন্বয়ে একটি প্রতিরোধ সেল গঠন যা নির্যাতিত নারীদের প্রাথমিক ভাবে সহযোগিতা প্রদান করবে।<br>৪. পৌরসভার কর্তব্যরত ডাক্তার দ্বারা সপ্তাহে একদিন দুসাথ মহিলা ও শিশুদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা। | ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান | মেয়র,, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌর স্বাস্থ্য শাখা এবং পৌরসভা। | |
| ২৩. | প্রশিক্ষণে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান ও গুরুত্ব | ১. পৌরসভার নারী স্টাফসহ TLCC, WC নারী সদস্যদের প্রাধান্য দেওয়া | ১. বিভিন্ন প্রশিক্ষণে পৌরসভার নারী স্টাফসহ TLCC, WC নারী সদস্যদের প্রাধান্য দেওয়া<br>২. সকল নারী স্টাফের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা<br>৩. এর মনিটরিং | ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী | প্রযোজ্য নয় |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | কমিটি | |
| ২৪. | পৌরসভার স্টাফ নিয়োগের সময় নারীদের অগ্রাধিকার | ১. পৌরসভার স্টাফ নিয়োগের সময় নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান | ১.স্টাফ নিয়োগের সময় পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে বিজ্ঞাপন দেয়া যাতে নারীরা আবেদন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান<br>২.স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান<br>৩. এর মনিটরিং | ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান | মেয়র, পৌর পরিষদ, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | - |
| ২৫. | GAP বাস্তবায়ন বিষয়ক মনিটরিং ও রিপোর্টিং | ১. GAP বাস্তবায়ন বিষয়ক মনিটরিং ফরমেট পুরণ ও পিএমও-তে রিপোর্টিং | ১.GAP বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রকল্প নির্ধারিত মনিটরিং ফরমেট সঠিকভাবে পুরণ<br>২.প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুরণকৃত মনিটরিং ফরমেট এবং GAP বাস্তবায়ন বিষয়ক গণগত রিপোর্ট পিএমও-তে প্রেরণ | ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান | মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | - |

**সচিব**
**ভবানীগঞ্জ পৌরসভা**

**মেয়র**
**ভবানীগঞ্জ পৌরসভা**

# সংযুক্তি ২

# দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা, ২০২১-২০২৬

# Poverty Reduction Action Plan (PRAP), 2021-2026

## পৌরসভা ঃ ভবানীগঞ্জ

এই এ্যাকশন প্ল্যানের নিম্নলিখিত কর্মতৎপরতা এবং করণীয়সমূহ ভবানীগঞ্জ পৌরসভার প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করে দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে। প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ৫ % বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে মোট বাজেট বরাদ্দ করা হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে প্রস্তুত করা হবে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন। | চলমান | ১. একজন কাউন্সিলরকে (সাধারণ/সংরক্ষিত আসন) প্রধান করে কমপক্ষে ৪০% নারী সদস্যসহ দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্স্থায়ী কমিটি গঠন<br>২. এই কমিটির নথি-পত্র ব্যবস্থাপনা সহ যাবতীয় সাচিবিক দায়িত্ব পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা/দায়িত্ব প্রাপ্ত বস্তি উন্নয়ন কর্মকতার<br>উপর অর্পণ।<br>৩. প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য সদস্যঃ মেয়র, পদাধিকার বলে সদস্য, ২ জন কাউন্সিলর (সংরক্ষিত আসন) সদস্য, একজন কাউন্সিলর (সংরক্ষিত আসন/সাধারন আসন) কে কমিটিতে অন্তর্ভূক্তকরন ।<br>৪. এই কমিটিকে সহায়তা করার জন্য কমিটির প্রতিটি সভায় উপস্থিত থেকে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য পৌরসভার প্রকৌশল শাখা প্রধান এবং কমপক্ষে ১ জন নারী সহ ২ জন দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিকে মেয়র কর্তৃক মনোনয়ন এবং অন্তর্ভূক্তকরন। | প্রতিবার কমিটি গঠন ও পুন:র্গঠনের সময়; চলমান। | পৌর পরিষদ মেয়র | প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ৫% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ৫. দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারী<br>৬. প্রজ্ঞাপন ও কমিটির তালিকা পৌর পরিষদে বিতরণ এবং PMU তে প্রেরণ | | | প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে। |
| ২. | নির্ধারিত কার্য পরিধি অনুযায়ী দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি পরিচালনা | চলমান। | ১. কমিটির সভাপতি সভা আহবান করে মাসিক মিটিং করবেন<br>২. প্রতি মাসে সভার ৭ দিন আগে সভার নোটিশ তৈরী ও বিলিকরণ এবং দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিকট নোটিশ পৌছানোর বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।<br>৩. কমিটির সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠান<br>৪. সভার কার্যবিবরণী তৈরী করা<br>৫.সভার কার্যবিবরণীতে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত যথাযথভাবে উল্লেখ<br>৬. সভা অনুষ্ঠানের পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে কার্যবিবরণী প্রকাশ করা/ সদস্যদের মধ্যে বন্টন (বিশেষতঃ দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিকট বন্টনের বিষয়টি নিশ্চিতকরন)<br>৭. প্রকল্প নির্ধারিত কর্মপরিধি অনুযায়ী কমিটির যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা হয়। | প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের যে কোন একটি কর্মদিবসে; চলমান | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | |
| ৩. | টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি এবং অন্যান্য সকল কমিটিতে দরিদ্র সদস্যের নির্ধারিত হার নিশ্চিতকরণ | চলমান। | ১. WC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে কমপক্ষে ২ (১জন নারী ও ১ জন পুরুষ) জন দরিদ্র সদস্যের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে।<br>২. TLCC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে কমপক্ষে ৭ জন দরিদ্র সদস্যের(২ জন নারী সহ) অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে। | চলমান | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | প্রযোজ্য নয় |
| ৪. | দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (**PRAP**) প্রণয়ন ও | ১. দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।<br>২. দারিদ্র হ্রাসকরণ | ১.দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন করে TLCC -এর অনুমোদন সাপেক্ষে পিডিপিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।<br>২. দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা অনুযায়ী নির্দিষ্টভাবে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। | মার্চ ২০২১ থেকে চলমান | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | প্রযোজ্য নয় |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | বাস্তবায়ন | কর্মপরিকল্পনার রূপরেখার আলোকে বিস্তারিত দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান। | ৩. পর্যালোচনার মাধ্যমে চাহিদার ভিত্তিতে বাজেট, সময়সীমা ও দায়িত্ব বন্টনসহ **PR**AP প্রণয়ন করা হয়েছে।<br>৪. **PRAP** বাস্তবায়নের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।<br>৫. **PR**AP প্রস্তুত করে TLCC সভায় এর বরাদ্দ, ব্যয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনাসহ অনুমোদন নেয়া হয়েছে। | | | |
| | | ৩. **PRAP** বাস্তবায়ন | ১. পৌর রাজস্ব বাজেট হতে প্রতি বছর ৫% অর্থ বরাদ্দ (বরাদ্দের পরিমান প্রতি বছর পূর্ববর্তী বরাদ্দের উপর ১০% হারে বৃদ্ধি) ও এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম চলমান।<br>২. **PR**AP বাস্তবায়নে ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পিএমও-তে প্রেরণ কার্যক্রম চলমান।<br>৩. TLCC সভায় **PR**AP বাস্তবায়নের বরাদ্দ, ব্যয়, পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ<br>৪. **PR**AP বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী **PRAP** বাস্তবায়ন | ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান | পৌরসভা, সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, টিএলসিসি | প্রযোজ্য নয় |
| ৫. | দারিদ্র অবস্থা নিরুপণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক বস্তির তালিকা করণ | ১.প্রকল্প নির্দেশনা অনুযায়ী পৌরসভার সীমানার মধ্যে বস্তি চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা করন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। | ১. পৌরসভার বস্তি সমুহ চিহ্নিত করে তালিকাকরন করা হয়েছে।<br>২.চিহ্নিত বস্তি সমুহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা করা হবে।<br>৩.অগ্রাধিকার ভিত্তিক বস্তির তালিকা টিএলসিসি’তে অনুমোদন<br>৪.অনুমোদিত তালিকার কপি পি এম ও তে প্রেরণ | ২০২১-২৬ | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | প্রযোজ্য নয় |
| ৬. | পৌরসভার মাঠ পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী ও CAP প্রস্তত | ১. প্রকল্প নির্দেশনা অনুযায়ী পৌরসভার সীমানার মধ্যে প্রকল্প অনুমোদিত বস্তিতে দারিদ্র হ্রাসকরনের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো নির্নয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। | ১. প্রকল্প অনুমোদিত বস্তিতে প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী দরিদ্রদের নিয়ে প্রাথমিক দল গঠন করা হবে।<br>২. প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী বস্তি উন্নয়ন কমিটি (SIC) গঠন করা হবে।<br>৩. প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাথমিক দল , বস্তি উন্নয়ন কমিটি (SIC) এবং বস্তির জনগনের অংশগ্রহনে CAP প্রস্তত করা হবে। | | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭. | প্রকল্প অনুমোদিত বস্তিতে দরিদ্রদের জন্য অবকাঠামো | ১. প্রকল্প অনুমোদিত বস্তিতে অবকাঠামোর স্থান নির্বাচন এবং ডিজাইনে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। | ১. ১০০% দরিদ্র'র মতামতের ভিত্তিতে রাস্তা, ড্রেন, ফুটপাথ, স্ট্রীট লাইট, নলকূপ, টয়লেট, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদীর জন্য অবকাঠামোর পরিকল্পণা ও স্থান নির্বাচন করা। | | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | প্রকল্প কর্তৃক প্রাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী |
| ৮. | বস্তির অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে দরিদ্র জনগনের অংশগ্রহণ | প্রকল্পের অনুমোদিত বস্তি সমূহে বস্তি উন্নয়নের কাজে কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যান (CAP) প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নে ১০০% দরিদ্র জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।। | দরিদ্র নারী পুরুষের (PG,SIC) অংশগ্রহনে:<br>১. অবকাঠামোর চাহিদা নিরূপণ<br>২. অবকাঠামোর স্থান নির্বাচন<br>৩. Community Action Plan (CAP) আলোচনা, প্রণয়নের পরিকল্পনা ও প্রস্তুত<br>৪. Community Action Plan (CAP) বাস্তবায়ন। | | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | |
| ৯. | নারী বান্ধব বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠন ও পরিচালনা | ৩. নারী সদস্যের অংশগ্রহণে SIC গঠন করা হবে।<br>৪. SIC সমূহের যথাযথ পরিচালনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। | ৮০% নারী সদস্যের অংশগ্রহণে SIC গঠন<br>SIC দ্বারা বস্তি উন্নয়নের যাবতীয় কাজ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা | | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | প্রযোজ্য নয় |
| ১০. | বস্তি বহির্ভূত দরিদ্র এলাকা চিহ্নিত করণ | ১. পৌরসভার সিমানার মধ্যে বস্তি বহির্ভূত দরিদ্র ক্লাস্টার ও দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করণ কার্যক্রম গ্রহন করা হবে। | ১. জরিপের মাধ্যমে বস্তি বহির্ভূত এলাকায় দরিদ্র পরিবার এবং দরিদ্র ক্লাস্টার চিহ্নিত করণ।<br>২. বস্তি বহির্ভূত দরিদ্র ক্লাস্টার ও পরিবারের চাহিদা নিরূপন।<br>৩. চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম/ কর্মসূচী দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তকরণ<br>৪. এ সকল কার্যক্রম/ কর্মসূচীর সময়মত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। | | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | প্রযোজ্য নয় |
| ১১. | কমিটিসমূহে দরিদ্র সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ | TLCC, WC সহ অন্যান্য কমিটিসমূহে দরিদ্র সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে অনুকূল পরিবেশ ও সহযোগী | ১. দরিদ্র সদস্যদের আসন সামনের দিকে নির্ধারণ করা<br>২. দরিদ্রদের মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দ রাখা (যেমন: TLCC সভায় কমপক্ষে ১৫ মিনিট)<br>৩. কার্যবিবরনীতে দরিদ্র সদস্যদের মতামত নাম ও পদবীসহ উল্লেখ করা এবং সিদ্ধান্তসমূহে দরিদ্র নারী পুরুষের মতামতের প্রতিফলনের বিষয়টি নিশ্চিত করা | সভা অনুষ্ঠানের সময় | মেয়র, পৌরপরিষদ, WC, TLCC | প্রযোজ্য নয় |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | কৌশল তৈরীকরন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। | ৪. অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দরিদ্র সদস্যদেরকে কমিটির কার্যাবলীতে সক্রিয় রাখা<br>৫. পৌরসভা নিশ্চিত করবে যে TLCC এবং অন্যান্য কমিটি'র দরিদ্র সদস্যরা তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্ম্পকে যথারীতি অবগত আছে<br>৬. সভার কার্যবিবরনী সকলের কাছে বিতরন এবং দরিদ্র সদস্যদের কাছে পৌছানো নিশ্চিত করণে বিশেষ নজর প্রদান। | | | |
| ১২ | দারিদ্রতা হ্রাসে অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য আয়বর্ধক/ কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ<br><br>দারিদ্রতা হ্রাসে অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য আয়বর্ধক/ কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ | ১. ৫০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) হোটেল ব্যবসার উপর প্রশিক্ষণ।<br>(০৬ জনকে রান্না, ০৬ জনকে হোটেল ব্যবস্থাপনা, --জনকে ক্যাটারিং এবং -- জনকে ফাস্টফুড তৈরী ও হোম ডেলিভারীর উপর) | ১. ৫০ জন ইচ্ছুক দরিদ্র ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা<br>২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত<br>৩. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা<br>৪. প্রশিক্ষণ শিক্ষানবিসকাল ১৫ কর্মদিবস<br>৫. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা<br>৬. ব্যবসা শুরু করার জন্য পৌরসভা হতে দোকান (যা হোটেল হিসেবে ব্যবহার হবে) বরাদ্দ অথবা খালি জায়গা বরাদ্দ দিয়ে এবং স্বল্প পূঁজি প্রদান করে সহায়তা করা হবে। | ২০২১-২৬ | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ৫% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে। |
| | | ২.দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্য ,চিকিৎসা বাবদ,দরিদ্র ছাত্রদের বই ক্রয় এর জন্য সাহায্য | ১. বছরে ১৫০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে উক্ত সাহায্যের জন্য চিহ্নিত করা<br>২. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে কার্যাবলী তদারকী করা<br>৩. ব্যবসার সময় পৌরসভা হতে স্বল্প পুঁজি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে | ২০২১-২৬ | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | |
| | | ৩. ৫০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) দর্জীর কাজ সহ বিভিন্ন সেলাই প্রশিক্ষণ | ১. ১৫০ জন ইচ্ছুক দরিদ্র ব্যক্তিকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা (প্রতি বছর ১৫০জন করে)।<br>২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত | ২০২১-২৬ | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, | |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও- এর সাথে চুক্তি করা<br>৪. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা<br>৫.শিক্ষানবিসকাল ৬৬ কর্মদিবস<br>৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা<br>৭. প্রশিক্ষনে যারা ভালো করবে তাদের মেশিন প্রদান | | সহায়ক কর্মকর্তা | |
| | | ৪. ১০জন দরিদ্র ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) বাড়ীর আঙিনায় কৃষি/সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ | ১. ১০০ জন ইচ্ছুক দরিদ্র ব্যক্তিকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা<br>২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত<br>৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা (এখানে প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হবে)<br>৪. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা।<br>৫. শিক্ষানবিসকাল ১০ কর্মদিবস শিক্ষাসফর/ ব্যবহারিক<br>৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা | ২০২১-২৬ | | ঐ |
| | | ৫. ২০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে প্রশিক্ষণ | ১. ২০০ জন ইচ্ছুক দরিদ্র ব্যক্তিকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা<br>২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত<br>৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ এনজিও/কারিগর-এর সাথে চুক্তি করা<br>৪. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা<br>৫. শিক্ষানবিসকাল ১০ কর্মদিবস<br>৫. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা<br>৬. পৌরসভা হতে স্বল্প পুঁজির ব্যবস্থা করা। | ২০২১-২৬ | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | ঐ |
| | | ৬.২০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ | ১. ২০০ জন ইচ্ছুক দরিদ্র ব্যক্তিকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা (প্রতি বছর ২০ জন করে)। | ২০২১-২৬ | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক | ঐ |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত<br>৩. প্রয়োজনে ড্রাইভিং প্রতিষ্ঠান/যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের- এর সাথে চুক্তি করা<br>৪. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা<br>৫. শিক্ষানবিসকাল ৬০ কর্মদিবস<br>৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা | | স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | |
| | | ১৩.দরিদ্র ব্যক্তিদের (নারী/পুরুষ) প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য যে কোন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ | অন্তর্বর্তীকালীন পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন এবং বাজেটে অর্থের প্রাপ্ততা সাপেক্ষে দরিদ্রদের জন্য যে কোন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা | | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | ঐ |
| ১৩. | পরিচ্ছন্নতা অভিয়ান সপ্তাহ উদযাপন | ১. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে বছরে কমপক্ষে ১ টি পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ উদযাপন। | ১. পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ ঘোষনা।<br>২. সপ্তাহ ব্যাপী কর্মসূচি প্রস্তুত।<br>৩. পরিচ্ছন্নতা অভিযানের স্থান নির্ধারণ।<br>৪.পৌর পরিষদে অনুমোদন।<br>৫.পৌরসভার বস্তি এলাকায় এবং দরিদ্র ক্লাষ্টারে এলাকাবাসীদের নিয়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা অভিযান সপ্তাহ পালন করা। | চলমান | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | |
| ১৪. | সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান | ১. প্রতি তিন মাসে চিহ্নিত প্রতিটি বস্তি / দরিদ্র ক্লাস্টারে ইউজিআপ, স্বাস্থ্য/ শিক্ষা/ স্যানিটেশন/ টিকা / পৌরসেবা বিষয়ক তথ্য সম্পর্কে/ নানা সামাজিক বিষয়ে সচেতনতার জন্য কমপক্ষে ১ টি করে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান | ৬. নারী কাউন্সিলরদের নের্তৃত্বে চিহ্নিত বস্তি, দরিদ্র ক্লাস্টার এ উঠান বৈঠক করা,<br>৭. এলাকার চাহিদার ভিত্তিতে ইউজিআপ/ স্বাস্থ্য/ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা/ স্বাস্থ্যসম্মত আচরন/ শিক্ষা/ স্যানিটেশন/ টিকা / পৌরসেবা বিষয়ক তথ্য সম্পর্কে/ নিরাপদ পানির ব্যবহার/স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ নানা সামাজিক বিষয়ের মধ্য থেকে অগ্রাধিকার নির্ণয় করে বিষয় নির্বাচন ।<br>৮. নির্বাচিত বিষয় এর উপর উঠান বৈঠকের সময় নির্ধারণ করে অংশগ্রহনকারীদের জানানো | | দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি | |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ৯. যথযথভাবে উঠান বৈঠক সম্পন্নকরন<br>১০. রেজুলেশন প্রস্তুতপূর্বক অংশগ্রহনকারীর স্বাক্ষর/ টিপসইসহ তালিকা ও ছবিসহ পিএমইউ-তে প্রেরণ | | | |
| ১৫. | স্যাটালাইট স্কুল পরিচালনা | ১.পৌরসভার বস্তি এবং বস্তি বহির্ভূত দরিদ্র ক্লাস্টারে উপ আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা স্কুল (Non Formal Primery Education School) খোলা এবং পরিচালনা।<br><br>২. এ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত এনজিও-কে সম্পৃক্তকরন | ১.পৌরসভার বস্তির /দরিদ্র ক্লাস্টারের ঝরে পড়া (Dropout children)/কর্মজিবী শিশু/কিশোর কিশোরীর তালিকা করা<br>২.৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি স্কুল খোলা এবং একজন শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া।<br>৩.প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বই, খাতা, পেন্সিল এবং বসার ব্যবস্থা করা; চক,ডাস্টার, ব্লাকবোর্ডের ব্যবস্থা করা।<br>৪. উপ আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদান<br>৫.কারিকুলাম শেষে শিক্ষার্থীদের হাই স্কুলে ভর্তীর ব্যবস্থা করা।<br>৬. পৌর এলাকায় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা/ ঝরে পড়া শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন এনজিও-র সাহায়তায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা | ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে চলমান | দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মকর্তা, পৌরসভা। | ঐ |
| ১৬. | পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড/ কর্মসূচীতে দরিদ্র ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) কর্মী নিয়োগ | ১.পৌরসভা নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামো নির্মান কাজে পৌরসভার দরিদ্র ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) শ্রমিক নিয়োগ। | ১.অবকাঠামো উন্নয়ন (Construction work) কাজের বিষয়ে উঠান বৈঠকে দরিদ্রদের অবহিত করা।<br>২.দরিদ্রদের মধ্য থেকে শ্রমিকের তালিকা করন।<br>৩. শ্রমিকের তালিকাটি প্রকৌশল শাখা প্রধানের মাধ্যমে ঠিকাদারের কাছে পাঠানো।<br>৪. অবকাঠামো উন্নয়ন (Construction work) কাজে নারী পুরুষ শ্রমিকের জন্য সম কাজে সম মুজুরীর বিষয়টি দরিদ্রদের অবহিতকরণ।<br>৫. অবকাঠামো উন্নয়ন (Construction work) কাজে ”নির্দিষ্ট শতাংশ নারী শ্রমিক” নিয়োগের বিষয়টি দরিদ্রদের অবহিত করা। | পৌর পরিষদের আলোচনা সাপেক্ষে যত দ্রুত সম্ভব কার্যকরী করা হবে। | দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি, আই আই এস শাখা, পৌরসভা | ঐ |
| ১৭. | **PR**AP বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ১. পৌরসভার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, TLCC ও WC সদস্যদের জন্য **PR**AP বিষয়ে সচেতনতা | ১. স্থায়ী কমিটির সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ<br>২. পৌরসভার সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ<br>৩. অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী, TLCC ও WC সদস্যদের **PR**AP সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে সাধারণ প্রশিক্ষণ<br>৪.বস্তি উন্নয়ন কমিটিকে বস্তি উন্নয়ন কার্যাবলী পরিচালনায় | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কমপক্ষে একবার, এরপর প্রয়োজন | দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি, পৌর পরিষদ | ঐ |

| ক্রমিক নং | কর্মতৎপরতা | করণীয় | করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ | সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান | বাজেট (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | বৃদ্ধিকরণে প্রশিক্ষণ | প্রশিক্ষণ প্রদান। | অনুযায়ী | | |
| ১৮. | দরিদ্র নারীদের অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ | ২. প্রকল্প নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প অনুমোদিত বস্তি সমুহে অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজে SIC 'র নারী সদস্যদের নিয়োগ নিশ্চিত করা। | ১. প্রকল্প নির্দেশনা অনুযায়ী SIC'র সদস্য কর্তৃক Community Action Plan (CAP) –এর সামগ্রিক কাজ পরিচালনা ও বাস্তবায়ন ।<br>২. CAP বাস্তবায়নাধীন এলাকায় শ্রমিক থাকলে (বিশেষ করে নারী) তাদেরকে প্রচলিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজে নিয়োজিত করা।<br>৩.SIC নারী সদস্যদের অবকাঠামো পরিচালনা, ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষণ (O&M) এ প্রশিক্ষণ প্রদান।<br>৪. SIC নারীদের অবকাঠামো O&M-এ নিয়োজিত করা | | দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি, | ঐ |
| ১৯. | দরিদ্রদের জন্য অবকাঠামো | ২. প্রকল্প অনুমোদিত বস্তি ব্যাতীত অন্য বস্তিতে এবং বস্তির বাইরে দরিদ্র এলাকায় অবকাঠামোর স্থান নির্বাচন এবং ডিজাইনে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ | ১. দরিদ্রদের জন্য অবকাঠামোর পরিকল্পণা ও স্থান নির্বাচনে যেমনঃ রাস্তা, ড্রেন, ফুটপাথ, স্ট্রীট লাইট, নলকূপ, টয়লেট, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদীর জন্য ১০০% দরিদ্র মতামত নেয়া। | | প্রকৌশল বিভাগ, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি | ঐ |
| | | ৩. অবকাঠামো বাস্তবায়ন | ১. প্রকল্প অনুমোদিত বস্তি সহ অন্য বস্তিতে এবং বস্তির বাইরে দরিদ্র এলাকায় রাস্তা/ ড্রেন/ ফুটপাথ/ স্ট্রীট লাইট/নলকূপ/ টয়লেট/সুইপার কলোনি/ কমিউনিটি সেন্টার নির্মান। | | প্রকৌশল বিভাগ, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি | ঐ |
| ২০. | দরিদ্র হকার/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য হকার্স মার্কেট নির্মান ও দোকান বরাদ্দ | দরিদ্র হকার/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দারিদ্রতা হ্রাসের জন্যে হকার্স মার্কেটে সহজ শর্তে দোকান বরাদ্দ | ১. হকার্স মার্কেট নির্মাণের পর দরিদ্র হকার/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য দোকান বরাদ্দ রাখা এবং অন্য মার্কেট গুলিতে দোকান বরাদ্দ পাওয়ার জন্য পৌরসভা হতে সহযোগিতা করা।<br>২. দরিদ্র হকার/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য জামানতের পরিমাণ শিথিল করা | | দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত এবং বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি | ঐ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২১. | দারিদ্র্য হ্রাসকরণে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান | দারিদ্র্য হ্রাসকরণের যাবতীয় কাজ নারী বান্ধব করণে নারীদের অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ | ১. দরিদ্র নারী প্রধান পরিবার, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদানের ভিত্তিতে ঘর মেরামতের জন্য অনুদান/সুদমুক্ত ঋণ/ স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান ।<br>২. দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কর্মসংস্থান তৈরীতে ঋণ প্রদানের কর্মসূচীতে PRAP এর আওতায় আয়বর্ধক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দরিদ্র নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান | | দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি, | ঐ |
| ২২. | সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম | দারিদ্র হ্রাস করণে প্রাথমিক দল ও বস্তি উন্নয়ন কমিটিতে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা। | ১.১০৫ টি প্রাথমিক দল ও ৭টি বস্তিউন্নয়ন কমিটিতে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।<br>২. সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সঞ্চয় বই ও পাশ বই সরবরাহ করা। | | দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি, | ঐ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৩. | সরাসরি দান ও অনুদান | দারিদ্র্য হ্রাসকরণে দরিদ্রদের স্বাস্থ্য/শিক্ষা/সামাজিক/কর্মসংস্থান ক্ষাতে সরাসরি দান ও অনুদান | ১.১২০ জন দরিদ্র ব্যাক্তি কে বিনামূল্যে ভ্যান/রিকশা/ঠেলাগাড়ী প্রদান<br>২.১২০ জন দরিদ্র ব্যাক্তি কে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা (ঔষধ সহ) প্রদান<br>৩.১২০ জন দরিদ্র ছাত্র ছাত্রী কে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান<br>৪. ১২০ জন দরিদ্র ব্যাক্তি কে কন্যা বিবাহের জন্য অনুদান।<br>৫. ১২০ জন দরিদ্র প্রসূতি মা কে চিকিৎসা ও পথ্য সহায়তা প্রদান<br>৬. ১২০ টি পরিবারকে স্যানিটারি ল্যাট্রিন/রিং-স্লাব প্রদান। | | দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি, | ঐ |
| ২৪. | সকল সিটিজেন চার্টারে নারী ও শিশু বিষয়ক এবং দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখকরণ | ৩. শহরের দর্শনযোগ্য স্থানে, পৌর কার্যালয়ে ও পৌর চত্ত্বরে সিটিজেন চার্টার স্থাপন<br>৪. সকল সিটিজেন চার্টারে নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এবং দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক (অতিরিক্ত) স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখকরণ | ১. দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক (অতিরিক্ত) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্যসহ দায়িত্বরত ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন<br>২. শহরের দর্শনযোগ্য স্থানে, পৌর কার্যালয়ে ও পৌর চত্ত্বরে সিটিজেন চার্টার স্থাপন | | পৌরপরিষদ | ঐ |
| ২৫. | প্রশিক্ষণে দরিদ্র নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান | ১. পৌরসভার দরিদ্র নারী স্টাফসহ TLCC, WC দরিদ্র নারী সদস্যদের প্রাধান্য দেওয়া | ১. বিভিন্ন প্রশিক্ষণে TLCC, WC দরিদ্র নারী সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া<br>২. এর মনিটরিং | | পৌর পরিষদ, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি | প্রযোজ্য নয় |
| ২৬. | দারিদ্র হ্রাসকরন সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমের সাথে পৌরসভার দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন। | পৌর এলাকার দারিদ্র হ্রাসকরন সম্পর্কিত সরকারী, বেসরকারী, এনজিও এবং ব্যাক্তিগত পর্যায়ে যাবতীয় কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহন। | ১. পৌর এলাকায় দারিদ্র হ্রাসকরনে কাজ করে এমন সরকারী, বেসরকারী, এন জি ও এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ।<br>২.পৌরসভার দরিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচীর সাথে পৗর এলাকায় দারিদ্র হ্রাসকরনে কাজ করে এমন সরকারী, বেসরকারী, এন জি ও এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা। | | দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি | প্রযোজ্য নয় |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৭. | পৌরসভার স্টাফ নিয়োগের সময় দরিদ্র কোটা নির্ধারন। | ১. পৌরসভার স্টাফ নিয়োগের সময় দরিদ্রদের জন্য নির্ধারিত কোটায় নিয়োগ প্রদান | ৪.স্টাফ নিয়োগের সময় পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে বিজ্ঞাপন দেয়া যাতে দরিদ্র নারীরা আবেদন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান<br>৫. স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে দরিদ্র দের নির্ধারিত কোটা প্রদান ও মনিটরিং | | পৌর পরিষদ, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি | প্রযোজ্য নয় |
| ২৮. | PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক মনিটরিং ও রিপোর্টিং | ১. PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক মনিটরিং ফরমেট পুরণ ও পিএমও-তে রিপোর্টিং | ৩. PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রকল্প নির্ধারিত মনিটরিং ফরমেট সঠিকভাবে পুরণ<br>৪.প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুরণকৃত মনিটরিং ফরমেট এবং PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক গণগত রিপোর্ট পিএমও-তে প্রেরণ | | মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা | প্রযোজ্য নয় |

সচিব
ভবানীগঞ্জ পৌরসভা

মেয়র
ভবানীগঞ্জ পৌরসভা